উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

লাস্ট বল থ্রিলারে স্বপ্ন বেঁচে রাসেলদের
» ১১

পাকিস্তানে চন্দ্রভাগার জল বন্ধ ভারতের

সিন্ধু জল চুক্তি বাতিলের পর ধাপে ধাপে এগোচ্ছে ভারত। এবার বাতিল জল চুক্তির আওতায় থাকা চন্দ্রভাগা নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হল।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩২°	২২°
জলপাইগুড়ি	৩৩°	২১°
কোচবিহার	৩৪°	২২°
আলিপুরদুয়ার	৩৪°	২১°

শিখ হিংসার দায় নিলেন রাহুল
» ৭

শিলিগুড়ি ২১ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 5 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 344

প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

হোম থেকে পালাল দুই নাবালিকা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ মে : দেবীডাঙ্গার একটি বেসরকারি হোম থেকে পালিয়ে গেল দুই নাবালিকা। নিখোঁজ দুই নাবালিকার একজনের বয়স ১৩ ও অন্যজনের বয়স ১৭। একজনের বাড়ি মাটিগাড়া এলাকায় এবং অন্যজনের বাড়ি খড়িবাড়ি এলাকায়। তাদের পরিবার ও হোম কর্তৃপক্ষ খোঁজ চালাচ্ছে। মাসদুয়েক আগেও এই হোম থেকে এক নাবালক পালিয়ে গিয়েছিল। এবারের ঘটনার পর পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ওখানে নিরাপত্তার খামতি রয়েছে। আমাদের কাছে ওই হোম কর্তৃপক্ষ স্বীকারও করেছে। আমরা যাবতীয় রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেব।' প্রশ্ন উঠেছে, নিরাপত্তায় খামতি থাকা সত্ত্বেও পরিকাঠামো খতিয়ে না দেখে প্রশাসনের তরফে এই ধরনের হোমকে ছাড়পত্র দেওয়া হল কীভাবে?

জানা গিয়েছে, এই দুই নাবালিকা নাকি এর আগে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। উদ্ধারের পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে দুই নাবালিকার পরিবারের সম্মতি নিয়ে হোমে রাখা হয়েছিল। একজনকে ১ এপ্রিল আনা হয় হোমে। এবং অন্যজনকে আনা হয়েছিল ২৫ এপ্রিল।

সবই ঠিকঠাক চলছিল। তবে ৩০ এপ্রিল প্রতিদিন রাতের মতোই ১১টা ৩০ মিনিটে প্রতিটি ঘরে সবাই রয়েছে কি না তা দেখতে যান একজন কর্মী। সেই সময় দেখা যায় ওদের দুজনের কেউই ঘরে নেই। খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া না গেলে তাড়াহুড়ো করে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হোম কর্তৃপক্ষ। সেখানেই দেখা যায়, রাত ১০টার কিছু পরেই হোমের ওপরের ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় দুজনে। তারপর থেকেই নিখোঁজ তারা। ঘটনার পরদিনই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে জানানো হয় গোটা বিষয়টি। অভিযোগ জানানো হয় প্রধাননগর থানা, মাটিগাড়া থানায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাতেও বিষয়টি জানানো হয়। জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে, মেসেজে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

বেসরকারি সেই হোমটির ডিরেক্টর জুয়েল থাপা বলেন, 'আমরা তো সেদিন রাতে ওদের না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যাই। পরে দেখি ওরা পালিয়ে গিয়েছে। এর আগে ওরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। ফের এখান থেকেও পালাল। হোমে আসা নতুনরা অনেকেই একসঙ্গে ঘুমোয়। তেমনই ওরা দুজন সেদিন একসঙ্গে ঘুমোচ্ছিল।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি ওয়েস্ট বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'হোমের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চালানো হচ্ছে।'

যদিও এই বিষয়ে দুই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাদের কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

কীভাবে ছাড়পত্র

- দেবীডাঙ্গার একটি বেসরকারি হোম থেকে দুই নাবালিকা পালিয়েছে
- মাসদুয়েক আগেও এই হোম থেকে এক নাবালক পালিয়ে গিয়েছিল
- তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওখানে নিরাপত্তার খামতি রয়েছে
- প্রশ্ন উঠেছে, নিরাপত্তার খামতি সত্ত্বেও হোমকে ছাড়পত্র কীভাবে

বিয়ে ঠেকাতে দৌড় নাবালিকার

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৪ মে : মুসলিম মেয়েদের পড়াশোনায় সাফল্য এখন সামনের সারিতে। শনিবারই প্রকাশ হয়েছে হাই মাদ্রাসার ফল। আর তাতেই জয়জয়কার মেয়েদের। এমনই আবহে এক নাবালিকাকে গোপনে বিয়ে দেবার মতো বিষয় প্রকাশ্যে চলে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অবশ্য সে বিয়ে অবশেষে আটকেছে ওই নাবালিকার হার না মানা জেদের কাছে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে বন্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রশাসন। সরকারি উদ্যোগে রয়েছে একাধিক সামাজিক প্রকল্পও। পাশাপাশি উদ্যোগী হয়েছে জেলার একাধিক সামাজিক সংগঠনও। কিন্তু তবুও অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে দেওয়ার মনোভাব আটকানো যাচ্ছে না কিছুতেই। আপাতত এক ষোড়শীর অদম্য, একরোখা জেদ কিছুটা হলেও ধাক্কা মারল সেই মনোভাবকে।

শেষে জয় অদম্য জেদের

বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করা নয়, বরং বিয়ে আটকাল নাবালিকা! এক অনন্য দৃশ্যপটের সাক্ষী রইল শনিবার ভরদুপুরের কুশমণ্ডি বাসস্ট্যান্ড। মাথার ওপর তখন মাঝ বৈশাখের গনগনে সূর্য। আচমকা এক নাবালিকা ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে কুশমণ্ডি বাসস্ট্যান্ড থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল দক্ষিণে। ওই নাবালিকার পিছু পিছু ছুটে আসছিল একটি টোটোও। আচমকা এক মাঝবয়সি মহিলা সেই চলতি টোটো থেকে ঝাঁপ দিলেন রাস্তায়। কোনওমতে টাল সামলে ওই মহিলাও ছুটতে শুরু করলেন নাবালিকার পেছনে। বাসস্ট্যান্ডের দুই ধারে জনতা তখন হাঁ করে দেখছে এই দৃশ্য।

কিছু সময় পরেই ওই মাঝবয়সি মহিলার পেছনে ছুটতে শুরু করলেন কয়েকজন তরুণও। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই যেন এক অযাচিত দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে মেয়েটি সামনের হাইস্কুলের প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তখন তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। গলা জড়িয়ে এসেছে। পেছনে ঘুরে স্কুল মাঠে ঢুকে আবার দৌড়। তবে আর বেশিদূর এগোতে পারল না। ততক্ষণে ওই কিশোরীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। মেয়েটির অভিযোগ, সেদিনই তার বাবা-মা জোর করে বিয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সে আরও পড়তে চায়। তাই বাধ্য হয়ে লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে সে।

এরপর দশের পাতায়

ছবি : এআই

সময়ের কথা

বর্ষার বিপদ থেকে বাঁচতে এখনই পদক্ষেপ জরুরি

তাপস বর্মন

পিঁপড়েরাও বর্ষার আগে খাবার সংগ্রহ করে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বর্ষার আগেই নিরাপদ স্থানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন। বিপদ মোকাবিলায় আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। এটাই যুক্তিযুক্ত নিয়ম ভালো থাকার, এগিয়ে থাকার এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের।

২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, ভোটব্যাংক, হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি নিয়ে দক্ষিণে দিঘা থেকে উত্তরে বাংলাদেশ সীমান্তের বালাভূতচর পর্যন্ত মশগুল। অথচ এক মাস পরেই বর্ষা, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, মৃত্যু, চিরদিনের জন্য ঘর-জমি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হওয়া, হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি সেই নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি নেই। জনগণ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা বিরোধী বা শাসকদলের সমর্থক, সেচ দপ্তর, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর অথবা মন্ত্রী, আমলা; মায় ভোটার-নাগরিকের আগাম প্রস্তুতি নেই। দাবি নেই, পরিকল্পনা নেই, আলোচনা নেই, ভাবনাও নেই। আছে নাম কা ওয়াস্তে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়মমাফিক বৈঠক। আর নিতান্তই কাজ দেখানোর জন্য নৌকাচালকদের তালিকা তৈরি করা, কিছু ত্রিপল, শুকনো চিঁড়ে-মুড়ি মজুত করা। সেটাও হয় বিপর্যস্ত মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে নেতা-মন্ত্রীদের ছবি তোলার জন্য।

'উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত' - এখন একটা রাজনৈতিক পরিভাষা। কিন্তু এই উত্তরবঙ্গ কীভাবে বঞ্চিত? কতভাবে বঞ্চিত? এই নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা, সমালোচনা কোথায়? উত্তরবঙ্গ শুধু একটা ভূখণ্ড নয়, উত্তরবঙ্গ একটা বিশেষ প্রাকৃতিক সত্তা। যেখানে মালদায় গঙ্গার পাড় ধরে মাইলের পর মাইল প্রতিনিয়ত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বসতবাড়ি, স্কুল, চাষের জমি নদীতে হারিয়ে যাওয়া অসহায় মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তবুও টনক নড়ে না সরকারের।

এই সমস্যা বর্ষা এলে আরও বেশি হয়। ২০০৪ সালের রাজ্য সরকারের নথিতে পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের একটা মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে গৌড়বঙ্গের মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বড় অংশ চিহ্নিত করা হয়েছিল বন্যাপ্রবণ হিসেবে। সেই মানচিত্রে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল।

বর্ষায় তিস্তা ভয়ংকর রূপ নেয়। কয়েক বছর আগে তিস্তার ভয়ংকর তছনছ করা বিধ্বংসী চেহারা আমরা দেখেছি। ত্রাসের নদী তিস্তা সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর বন্যা প্রবণতা দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, - 'জল বাড়ছে তিস্তায়, জল বাড়ছে তোর্ষায় / রায়ডাক কালজানি নদীতে/ জল বাড়ছে, জল বাড়ছে /

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

পঞ্চপাণ্ডব যেন সেই শংকর
» দুইয়ের পাতায়

স্বাবলম্বী হচ্ছে গিদ্দাপাহাড়
» দুইয়ের পাতায়

নিঃশব্দে পেশা বদল মৎস্যজীবীদের
» চারের পাতায়

চিকিৎসক হলেন ৯৪ পড়ুয়া
» দশের পাতায়

মহড়া, বৈঠকে সংঘাতের তৎপরতা

ভারত ও পাকিস্তানের স্নায়ুযুদ্ধ চরমে

নয়াদিল্লি, ৪ মে : যুদ্ধের দামামা দু'দেশেই। তবে কোন পথে, কীভাবে, কবে ও কখন গোলা-বারুদের সংঘাত বাঁধবে বা আদৌ বাঁধবে কি না, তা এখনও অস্পষ্ট। যদিও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ এখন চরমে।

নয়াদিল্লিতে রবিবার দিনভর তৎপরতা দেখে যুদ্ধের আঁচ মালুম হল। সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। শনিবার রাতেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বায়ুসেনা প্রধানের ৪০ মিনিট কথা হয়েছিল। তার আগে মোদির সঙ্গে দেখা করেছিলেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠী। তাঁদের মধ্যেও ১ ঘণ্টা বৈঠক হয়।

প্রতিটি বৈঠকে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে। তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে মোদির ঘনঘন বৈঠকে ঘুম ছুটেছে পাকিস্তানের। সোমবার পাকিস্তানে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। সেখানে পহলগামে হামলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত সীমান্তে তৈরি যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ভারতের ভূমিকার নিন্দা করে প্রস্তাবও পাশ হতে পারে পার্লামেন্টে।

ভারতেও পহলগামে জঙ্গি হামলার পরবর্তী পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবি তুলেছে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। অন্যদিকে, কোনও রাখঢাক না রেখে ফের পরমাণু হামলার হুমকি দিয়েছেন এক পাকিস্তানি কূটনীতিক। রাশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মুহম্মদ খালিদ জামিল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'নয়াদিল্লি হামলা চালালে ইসলামাবাদ পূর্ণশক্তি দিয়ে যুদ্ধে নামবে। পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করবে।'

একটি রুশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভারতের উন্মত্ত সংবাদমাধ্যম ও ওপার থেকে আসা যাবতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আমাদের বাধ্য করছে। ইতিমধ্যে ফাঁস হওয়া কিছু নথি থেকে জানতে পেরেছি, পাকিস্তানের কিছু অংশে হামলার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমরা ধরে নিচ্ছি যুদ্ধ অনিবার্য। কার কত শক্তি আমরা সেই বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করব প্রথাগত এবং পরমাণু দু'ভাবেই।'

হানিফ আব্বাসি, আতাউল্লাহ তারারের মতো একাধিক পাক মন্ত্রী ইতিপূর্বে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতকে। রবিবার নিরাপত্তা নিয়ে পাকিস্তানে একটি সর্বদল বৈঠক হয়। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সামনে পাক সেনার মুখপাত্র ও তথ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। শুধু হুঁশিয়ারি নয়, পাকিস্তানের বন্দরগুলিতে ভারতীয় পতাকাবাহী কোনও জাহাজ, *এরপর দশের পাতায়*

ব্যস্ত দুই দেশ

- রবিবার মোদি-বায়ুসেনা প্রধানের বৈঠক
- সোমবার পাকিস্তানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির বিশেষ অধিবেশন
- ফের পরমাণু অস্ত্রের হুমকি পাক কূটনীতিকের মুখে
- পাক বন্দরে ভারতীয় জাহাজে নিষেধাজ্ঞা
- পাকিস্তানি নৌবাহিনীর মহড়া শুরু

নয়া চিকিৎসক সংগঠন ঘিরে জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ মে : আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যের চিকিৎসক মহলে প্রভাব বাড়াতে নতুন সংগঠন তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার সভাপতিত্বে তৈরি হয়েছে প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। আন্দোলনের অন্যতম গড় হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এবার ওই সংগঠনের শাখা কমিটি গঠন করা হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

কোন অঙ্কে

- আরজি কর বিতর্কে ময়দানে ছিল না তৃণমূলপন্থী প্রগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন
- আন্দোলনের তীব্রতা কমতেই স্বাস্থ্য মহলে নতুন করে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা
- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আন্দোলনের মাত্রা তীব্র ছিল
- প্রতিবাদে একজোট হন চিকিৎসক, নার্সরা
- নয়া কমিটিতে অধ্যক্ষ, সুপারের সঙ্গে তাঁরাও

সেই কমিটিতে মেডিকেলের অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপারের পাশাপাশি আরজি কর ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের পাশে থাকা একাধিক চিকিৎসক এবং নার্স রয়েছেন। তবে, নার্সদের নিয়ে মেডিকেলে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পৃথক কমিটি রয়েছে। তাঁদের একাংশ প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনে চলে আসায় ফেডারেশনে ভাঙন ধরবে কি না, তা নিয়ে স্বাস্থ্য মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

যদিও ফেডারেশনের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী বন্দনা বাগচী বলছেন, 'প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন করলে ফেডারেশন করা যাবে না, এমন কোনও নির্দেশিকা আমাদের কাছে নেই।'

এরপর দশের পাতায়

রাজ্যপালের রিপোর্টে রাষ্ট্রপতি শাসনের ইঙ্গিত

সায় নেই সুকান্তর, তৃণমূলের তীব্র কটাক্ষ

অরূপ দত্ত ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ মে : মুর্শিদাবাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো রিপোর্টে ঘুরিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে সওয়াল করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিজেপিকে খুশি করতে এই রিপোর্ট বলে রাজ্যপালের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বুঝিয়ে দিয়েছেন, সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ ব্যবহারে তাঁর সায় নেই।

সুকান্তের কথায়, 'মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বহিরাগতদের এনে হিংসা করানো হয়েছে। তবে আমরা জনগণের ক্ষমতার মাধ্যমে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করতে চাই।' অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে রাজ্যপালের পাঠানো রিপোর্টটির বিষয়বস্তু এতদিনে জানাজানি হয়েছে। যে রিপোর্টে মুর্শিদাবাদে হিংসা মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। কড়া মনোভাব প্রকাশ করে রিপোর্টে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেন সিভি আনন্দ বোস।

রিপোর্টের সুপারিশ অংশে তিনি লিখেছেন, 'হিংসা দমনে ধারাবাহিকভাবে এই ব্যর্থতা চলতে থাকলে মুর্শিদাবাদে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা জারি করার কথা বিবেচনা করতে হবে।' 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তা তুলে দিতে আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে' বলেও সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি ১৯৫২ সালের অনুসন্ধান কমিশন আইন অনুযায়ী কমিশন নিয়োগের কথা ভেবে দেখার উল্লেখ আছে তাঁর রিপোর্টে।

এছাড়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর স্পর্শকাতর জেলাগুলিতে বিএসএফের শক্তিবৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত সীমান্ত চৌকি তৈরির সুপারিশও করেছেন রাজ্যপাল। বাংলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওই রিপোর্টে। কেন্দ্রকে তিনি লিখেছেন,

এরপর দশের পাতায়

তখন সুখের দিন।। *মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি রাজ্যপাল। -ফাইল চিত্র*

বোসের সুপারিশ

- মুর্শিদাবাদের হিংসা পূর্বপরিকল্পিত
- হিংসা মোকাবিলায় চরম ব্যর্থ রাজ্য
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৩৫৬ ধারা বিবেচনা
- অনুসন্ধান কমিশন আইনে কমিশন গঠন
- রাজ্যের সীমান্তে অতিরিক্ত চৌকি

নদী দখল করে নির্মাণে ক্ষোভ বাড়ছে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ মে : শিলিগুড়িতে নদীকে দূষণমুক্ত করতে প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নদী পরিষ্কার করা, সেতুতে লোহার জালি দিয়ে রেলিং দেওয়া হয়েছে। নদী দূষণ রোধে প্রচারও কম হচ্ছে না। কিন্তু এরই মধ্যে নদী দখলের প্রয়াসও থামছে না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদীর অনেকটা অংশ দখল করে নির্মাণ চলছে। এমনই চিত্র নতুন করে ২০ নম্বর ওয়ার্ডেও ধরা পড়েছে। নেতাজি বয়েজ হাইস্কুল সংলগ্ন ফুলেশ্বরী নদীর সেতুর কাছেই একটি বাড়ির ছাদের অনেকটা অংশ নদীর ওপরে গিয়ে পড়েছে। যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বাসিন্দাদের অনেকেই বলেছেন, একজনের দেখাদেখি অনেকেই এভাবে নদীর ওপরে বাড়ির অংশ বাড়িয়ে নিচ্ছেন। পুরনিগম যখন নদী উৎসব করার কর্মসূচি নিচ্ছে এবং এই উৎসবে সচেতনতার বার্তা দিতে চাইছে তখন নদী দখলে কোনও পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠছে, সরকারি টাকা খরচ করে নদী সংস্কার হলেও দখলদারি আটকাতে ব্যর্থ পুরনিগম।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'নদীকে বাঁচাতে পুরনিগমের তরফে সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই নদী ফের দখলের চেষ্টা কোনওভাবেই মেনে নেব না। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় এবং মানুষের দখলদারির জেরে শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদী কার্যত নালার আকার নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের বাড়ির আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে উঠেছিল এই নদীগুলি। ফলে কালো নোংরা জল এবং আগাছা গোটা নদীকে গ্রাস করেছিল। এই নদীগুলি থেকে শহরে দূষণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতি থেকে নদীকে রক্ষা করতে বর্তমান পুরবোর্ড উদ্যোগ নিয়েছে। নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে আগাছা এবং সমস্ত আবর্জনা তুলে ফেলা হচ্ছে। নদীতে যাতে কেউ আবর্জনা ফেলতে না পারে সেজন্য প্রতিটি সেতুতেই লোহার জালি দিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নদী দখলের প্রবণতা কিছুতেই কমছে না।

কিছুদিন আগে ২০ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানায় ফুলেশ্বরী নদীর একাংশ দখল করে এক ব্যক্তির নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ওই নির্মাণের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি পুরনিগম।

এরপর দশের পাতায়

যেখানে নির্মাণ

- ফুলেশ্বরী নদীর একাংশ দখল করে ২০ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানায় নির্মাণ
- নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের পিছনের রাস্তায় একটি বাড়ির ছাদ নদীর ওপরে চলে এসেছে
- দুই ক্ষেত্রেই নির্মাণের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি পুরনিগম

এই নদী দখল করেই নির্মাণ চলছে শহরে। -ফাইল চিত্র

ছবি : এআই

ঠাকুমাকে খুঁজতে 'অভিযান' একরত্তির

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ মে : দিদিকে আর্ট ক্লাসে নিয়ে গেছে ঠাকুমা। বাড়িতে একা থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগছিল একরত্তি খুদের। তাই চুপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। বালুরঘাটের বাজার এলাকায় গিয়ে ঠাকুমার খোঁজ শুরু করে শিশুটি। অবশেষে বড়সড়ো বিপদ হবার আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় পুলিশ এসে উদ্ধার করল পাঁচ বছরের ওই নাবালিকাকে।

শিশুটিকে বালুরঘাট থানার চাইল্ড ফ্যামিলি কর্নারে রেখে তার পরিবারের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। কিন্তু কিছুতেই ওই খুদে তার পরিচয় এবং বাড়ির ঠিকানা বলতে না পারছিল না। স্বভাবতই কিছুটা চিন্তার ভাঁজ পড়ে পুলিশের কপালে। অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় নাবালিকার পরিবারের খোঁজ মেলে। শেষপর্যন্ত সমস্ত নিয়মকানুন মেনে নাতনিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান শিশুটির ঠাকুমা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে ওই নাবালিকার বাবা-মার বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। ভিনরাজ্যে দুজনেই সংসার পেতেছেন অন্যত্র। তবে ওই দম্পতি বিচ্ছেদ হবার পর, তাদের দুই কন্যাসন্তানকে তাদের ঠাকুমার কাছে দিয়ে চলে গিয়েছেন। সেই থেকেই দুই নাতনিকে একা হাতে মানুষ করছেন তাদের ঠাকুমা।

রবিবার দুপুরে ছোট নাতনিকে বালুরঘাট থানায় নিতে এসে ঠাকুমা দুঃখ করে বলেন, 'ওর বাবা-মা কেউ যোগাযোগ রাখে না। টাকাপয়সাও পাঠায় না। গৃহ পরিচারিকার কাজ করে কোনওরকমে দুই নাতনিকে মানুষ করছি।'

তাঁর কথায়, 'বড় নাতনিকে এদিন আর্ট ক্লাসে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি ছোটটি বাড়িতে নেই। নানা জায়গায় খোঁজ করছিলাম। এরমধ্যে এক সিভিক কর্মী এসে খবর দিল যে এক নাবালিকা বালুরঘাট থানায় উদ্ধার হয়েছে। এসে দেখি আমার ছোট নাতনিই এখানে রয়েছে। ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

'বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে কেন?' প্রশ্ন করায় একগাল হেসে জবাব খুদের, 'দিদিকে নতুন জামা পরিয়ে ঠাকুমা ঘুরতে নিয়ে গেছিল। তাই আমিও ওদের খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

প্রকৃতির হাতছানিতে ছোটে ওঁদের দু'চাকা, দুঃস্থের সাহায্যেও পাশে থাকেন

পঞ্চপাণ্ডব যেন চাঁদের পাহাড়ের শংকর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ মে : তাঁরা সকলেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তবে জীবনের অপার আনন্দে মেতে ওঠায় তো আর অবসরের নির্দিষ্ট বয়স নেই। এখন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হিসেবেই ওঁদের পরিচয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়-এ শংকর অ্যাডভেঞ্চার ভালোবেসে ঘর ছেড়েছিলেন। আর এদিকে ফালাকাটা শহরের পাঁচজন প্রৌঢ় সেই অ্যাডভেঞ্চারের টানেই বেরিয়ে পড়েন। শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রায়চেঙ্গার বাসিন্দা পাঁচ বন্ধু সুনীল দাস (৬৭), গোপাল দাস (৬৬), শিবেশ গুহ নিয়োগী (৬২), সুভাষ দত্ত (৬৪) এবং সিদ্ধার্থ গুহ নিয়োগী (৬৩)। একত্রে তাঁদের পঞ্চপাণ্ডবও বলা চলে। একটু ফাঁকা সময় মিললেই ব্যাস। সঙ্গে থাকা বাইক, স্কুটি নিয়ে তাঁরা ডুয়ার্সের বন-জঙ্গল চষে বেড়ান। শুধু বেড়ানোই নয়, নিজেদের সামর্থ্যমতো প্রত্যেকে দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যও করেন। তাই তাঁদের ভ্রমণকাহিনী ও মানবিক রূপের প্রশংসা এখন মানুষের মুখে মুখে।

ডুয়ার্সের চা বাগানে ফালাকাটার চিরনবীন পাঁচ প্রৌঢ়।

এই প্রৌঢ়ের কেউ সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করতেন আবার কেউ ব্যবসা। বয়স বাড়লেও তাঁদের মন এখনও চিরনতুন। পাঁচজনের জীবনযাত্রাও সম্পূর্ণ আলাদা। সুনীল একটি স্কুলে শিক্ষাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। গোপাল ও সুভাষ বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদে ছিলেন। অন্যদিকে, সিদ্ধার্থ ও শিবেশ ব্যবসা করেন। প্রায় প্রত্যেকেরই স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। তবে দু'বছর আগে সুনীলের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। আর তখন থেকেই পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম। রবিবার বা কোনও ছুটির দিন হলেই সুনীলের বাড়ির সামনে বাকি চারজন জড়ো হন। তারপর পাঁচজনই নিজস্ব বাইক বা স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় যাবেন তা কোনও এক চায়ের দোকানে বসে ঠিক করে রাখেন। কখনও দলগাঁও চা বাগানের ভিতর রাম মন্দিরে আবার কখনও শালকুমারহাটের রাভাবস্তিতে পৌঁছান।

> সারাজীবন সবকিছুই পেয়েছি। তাই শেষ বয়সে এসে বারবার প্রকৃতির কাছে যেতে ইচ্ছে করে। তাই আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়ি। ওই সময় অন্তত অন্য সব চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থাকা যায়।
>
> **সুনীল দাস**

এছাড়া জয়গাঁ ভিউপয়েন্ট কিংবা এঁকেবেঁকে বয়ে চলা নদীর তীরে বসে কয়েক ঘণ্টা গল্প করেন। সঙ্গে বাড়ির তৈরি চা-ও থাকে। বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের দেখে অনেকেই মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকেন। এই বয়সে বাইক বা স্কুটিতে তাঁদের ঘোরাঘুরি দেখে অনেকে আবার পঞ্চপাণ্ডবদের দলে যোগ দিতেও চান। সুনীলের কথায়, 'সারাজীবন সবকিছুই পেয়েছি। তাই শেষ বয়সে এসে বারবার প্রকৃতির কাছে যেতে ইচ্ছে করে। তাই আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়ি। ওই সময় অন্তত অন্য সব চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থাকা যায়।' পঞ্চপাণ্ডবদের দলে সবচেয়ে কমবয়সি শিবেশ। তিনি বলেন, 'দলে যোগ দিয়ে আমি জীবনের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করছি। ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় যাই। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। এছাড়া নানা এলাকায় দুঃস্থদের ওষুধ কিনে দেওয়া থেকে অন্য সাহায্যও করি।'

বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখ, হতাশা-ক্ষোভ, চাওয়া-পাওয়া সবকিছুই তাঁরা একে অপরকে বলে মন হালকা করে নেন। তাঁর সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ফালাকাটার ওই পঞ্চপাণ্ডব যেন সময় পেলেই এক একজন শংকর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। সংসারের মায়াজালের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁদের বারবার হাতছানি দেয়। তাই ছুটির দিন এলেই প্রৌঢ়রা যেন তরুণ হয়ে ওঠেন। নতুন কিছু জানার ইচ্ছে, ঘুরে দেখার আনন্দে তখন তাঁরা মেতে ওঠেন। ওঁরা বলেন, 'যতদিন দেহে আছে প্রাণ, মনে আছে ইচ্ছে, ততদিন ছুটবে বাইক, যাব নতুন দিগন্তে।'

যত পর্যটক, ততই আবর্জনা জঙ্গলে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৪ মে : সাফাই অভিযান চালিয়ে মিলল কয়েকশো কেজি প্লাস্টিক ও কাচের মদের বোতল। আর সেইসঙ্গে অজস্র প্লাস্টিকের প্যাকেট। না, কোনও ভাগাড় বা লোকালয়ের কথা হচ্ছে না। রবিবার গরুমারা জঙ্গলের বিভিন্ন অংশে সাফাই অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য সাফ করেছেন বন দপ্তরের কর্মী-আধিকারিক ও পরিবেশপ্রেমীরা। এসবই জঙ্গলে আসা পর্যটকদের 'কীর্তি', দাবি বন দপ্তরের।

গরুমারার জঙ্গলে প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ পর্যটক প্রবেশ করেন। বন দপ্তরের তরফে পর্যটকদের কাছে যতই প্লাস্টিক ব্যবহার না করার আবেদন জানানো হোক না কেন, এদিন উঠে আসা বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক, মদের বোতল, প্লাস্টিকের জলের বোতল থেকে বোঝা গেল যে, চুপিসারে অবাধে

জঙ্গল সাফাই অভিযানে বনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্যাপের সদস্যরা।

প্লাস্টিকের ব্যবহার চলছেই। এদিন সকাল থেকেই গরুমারা সাউথ রেঞ্জের বনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্যাপ-এর সদস্যরা গরুমারার জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে সাফাই অভিযান চালান। তাতেই এই আবর্জনা উদ্ধার করা হয়।

গরুমারা সাউথ-এর রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজ্যোতি বিশ্বাস জানান, উদ্ধার হওয়া প্লাস্টিকের প্যাকেট ও বোতলগুলো নির্দিষ্ট স্থানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কাচের বোতলগুলিও নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আগামীদিনে এই ধরনের ঘটনা রুখতে আরও বেশি করে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি যদি কাউকে আবর্জনা জঙ্গলে ফেলতে দেখা যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার কৌস্তুভ চৌধুরী বলেন, 'এই সমস্ত আবর্জনার জন্য বন্যপ্রাণীদের বিপদ হতে পারে। বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতি, হরিণ এবং পাখিরা ভুল করে প্লাস্টিক বর্জ্য খেয়ে ফেলতে পারে। তখন তাদের দেহে অভ্যন্তরীণ আঘাত, বিষক্রিয়া, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।' পরিবেশপ্রেমীদের আক্ষেপ, বারবার মানুষকে সচেতন করার পরেও এ ধরনের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। এদিনের অভিযানের পর পর্যটকদের মধ্যে কতটা সচেতনতা তৈরি হয় সেটাই দেখার।

স্বাবলম্বী হচ্ছে গিদ্দাপাহাড়

গিদ্দাপাহাড় ভিউপয়েন্ট থেকে তোলা প্রাকৃতিক দৃশ্য। ছবি : শমিদীপ দত্ত

শমিদীপ দত্ত

কার্সিয়াং, ৪ মে : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল দশটা। গিদ্দাপাহাড়ের ভিউপয়েন্টের সামনে ছোট দোকানটা খুলে একে একে নেপালি সংস্কৃতির ছাপ রাখা কাপড়গুলো বের করছিলেন গীতা ভারতী। গীতার বোন বর্ষা তখন চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। বর্ষা বললেন, 'চেয়ারগুলোর মধ্যেই আমরা এই কাপড়গুলো সাজিয়ে রাখব।' রাস্তার আরেক পাশের রেস্টুরেন্টে মোমো তৈরি শুরু করেছিলেন অর্চনা থাপা। ভিউপয়েন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেলা গড়াতেই পর্যটকরা আসবেন। তাঁদের মন আরও ভালো করতে মোমো তো লাগবেই।'

অর্চনার কথা মতোই বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিউপয়েন্টে ভিড় করলেন পঞ্জাব থেকে আসা মানসী সিং, রূপেশ সিং-রা। ভিউপয়েন্টে দাঁড়িয়েই খোঁজার চেষ্টা করলেন, বালাসন, মেচি নদীকে। তার মধ্যেই ভিড় বাড়ল অর্চনাদের দোকানে। কিছুটা আবেগের সুরেই অনীশা তামাংকে বলতে শোনা গেল, 'গত তিন বছরে আমাদের এখানে পর্যটকদের আনাগোনা অনেক বেড়েছে। পর্যটকদের ভালোবাসায় বদলে গিয়েছে আমাদের অর্থনীতি।'

পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করেই বদলাতে শুরু করেছে ওই এলাকার পেশা। সোশ্যাল মিডিয়া, রিলসের যুগে গিদ্দাপাহাড় যত পরিচিত হয়েছে, ততই বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। আর তাই অর্চনাদের মতো অনেকেই চা বাগানের শ্রমিকের কাজ ছেড়ে এখন পর্যটন শিল্পকে আঁকড়ে ধরে স্বাবলম্বী হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছেন।

> আমরা এলাকার বাসিন্দারা এক সময়ে চা বাগানের শ্রমিকের কাজে যুক্ত ছিলাম। ২০১৬ সালে জিটিএ-র তরফে ভিউপয়েন্টটা ভালোমতো তৈরি করার পর ধীরে ধীরে আকর্ষণ বাড়তে শুরু করে। গত দুই থেকে তিন বছরে যেন পর্যটকদের ঢল নেমেছে।
>
> **মণীশ থাপা**, *হোমস্টে'র মালিক*

কতটা বদলেছে এলাকার অর্থনীতি? প্রশ্নটা করতেই পুরোনো দিনের কথায় ফিরে গেলেন মণীশ থাপা। বর্তমানে তিনি নিজের বাড়িতেই হোমস্টে শুরু করেছেন। ভিউপয়েন্টের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, 'আমরা এলাকার বাসিন্দারা এক সময়ে চা বাগানের শ্রমিকের কাজে যুক্ত ছিলাম। ২০১৬ সালে জিটিএ-র তরফে ভিউপয়েন্টটা ভালো মতো তৈরি করার পর ধীরে ধীরে আকর্ষণ বাড়তে শুরু করে। গত দুই থেকে তিন বছরে যেন পর্যটকদের ঢল নেমেছে। এখন পর্যটন শিল্পকে হাতিয়ার করে আমরা নিজেদের স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছি।' মণীশদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রতিদিন সমতল ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গড়ে দুশো থেকে তিনশো মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন।

সোশ্যাল মিডিয়া, রিলসে গিদ্দাপাহাড়ের ভিউপয়েন্টের আশপাশের 'ভিউ' এখন অনেকটাই ট্রেন্ডি। সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন শিলিগুড়ি থেকে এই ভিউপয়েন্টে আসা জ্যোতিষ সরকার। ভিউপয়েন্টের নীচের রাস্তায় নেমে তিনি বন্ধুদের ছবি তুলছিলেন। আশপাশটা দেখিয়ে বললেন, 'এই ভিউ আর অন্য কোথায় পাওয়া যাবে? দূরে আমাদের শহর দেখা যাচ্ছে। চা বাগান থেকে শুরু করে, দূরের দৃশ্য সব কিছুই যে এখানে রয়েছে।' গিদ্দাপাহাড়ের শীতল, স্নিগ্ধ ঠান্ডায় পর্যটকদের ভিড়ে এখন স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন অর্চনারা।

ছোট হাতে বড় কাজ। কোচবিহারের গোকুলেরকুঠিতে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

আজ টিভিতে

শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক **বুলেট সরোজিনী**।
বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দেবদাস, ১০.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.১৫ বলো দুগ্গা মাইকি, সন্ধে ৭.১৫ সেজবউ, রাত ১০.১৫ গয়নার বাক্স, ১.০০ ভালোবাসি শুধু তোমাকে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপ্রভু, দুপুর ১.৩০ ঘাতক, বিকেল ৪.৩০ আশ্রিতা, সন্ধে ৭.৫৫ জানেমন, রাত ১০.৩৫ কুলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আঙ্কল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৯ কৃশ-থ্রি, দুপুর ১.২১ বিবাহ, বিকেল ৪.৪৮ বেদা, সন্ধে ৭.৫৫ কুলি নম্বর ওয়ান, রাত ১০.২৭ স্পাইডার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩৬ খিলাড়ি ৭৮৬, দুপুর ১.০৭ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৪.৪৫ কোয়লা, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.২১ বধাই হো, দুপুর ১.৪৯ সালাম ভেঙ্কি, বিকেল ৪.০৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.১৯ লোগান, বিকেল ৩.৫৩ দ্য ওয়াচ, সন্ধে ৬.৪৯ টুমরো নেভার ডাইজ, রাত ৮.৪৫ ডার্ক ফিনিক্স, ১০.৩৩ আইস এজ ঃ কলিশন কোর্স

বলো দুগ্গা মাইকি বিকেল ৪.১৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

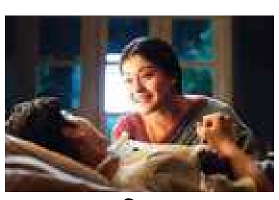

সালাম ভেঙ্কি দুপুর ১.৪৯
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর
বেলা ১১.২৮ **রমেডি নাউ**

কোহিনুর মাটন তৈরি শেখাবেন কেয়া গুহ দত্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : উচ্চশিক্ষায় বাধা আসতে পারে। বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। বৃষ : কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। যে কোনও রকম বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। মাথা ঠান্ডা রাখুন। মিথুন : অকারণে বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। কর্কট : মানসিক চাপ বাড়তে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধি। সহকর্মীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন। সমস্যা কেটে যাবে। কন্যা : দাম্পত্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ ফল। তুলা : অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে সংকট কাটবে। পরিশ্রম বৃদ্ধি পাবে। ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : কোনও কারণেই মেজাজ হারাবেন না। কোনও স্বল্প পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ। ধনু : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। মানসিক চাপ বাড়তে পারে। মকর : পরিবারের সঙ্গে আজ সময় কাটান। আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। কুম্ভ : কর্মজীবনে শত্রুতার মুখোমুখি হতে হবে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে আনন্দ। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। মীন : কর্মসূত্রে দূরে যেতে হতে পারে। অধ্যাপক, লেখকরা আজ শুভ ফল পাবেন। সন্তানের জন্য চিন্তা বাড়তে পারে। পরিশ্রম বৃদ্ধি পাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ বৈশাখ, ৫ মে, ২০২৫, ২১ বহাগ, সংবৎ ৮ বৈশাখ সুদি, ৬ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২। সোমবার, অষ্টমী দিবা ১১।৫৯। অশ্লেষানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১০। গণ্ডযোগ প্রাতঃ ৫।৮ পরে বৃদ্ধিযোগ শেষরাত্রি ৪।৯। ববকরণ দিবা ১১।৫৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১১।৫৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৪৩ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫৯ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫১ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১১।১২ গতে ২।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৪ মধ্যে।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি-বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজের জন্য 50 ঊর্ধ্ব মহিলা চাই। শ্রী অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষিত হলে ভালো হয়। M-8167733009. (C/116281)

আয়ের সুযোগ। বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইমে উচ্চ আয়। (শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/কোচবিহার)। M-8240311982. (K)

৯টা থেকে ৯টা (9 Am to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। বেতন-12,000/-, M-8001040040.

NGO-তে ফিল্ডের কাজে স্নাতক 3 জন Male স্টাফ প্রয়োজন। Walk in interview on 8.5.2025, 11টা-2টা, ডামরী, সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার। M : 7001707230. (C/115543)

VACANCY FOR WAITER/ HOUSE KEEPING STAFF

Interview Everyday. Time 11 am - 1 pm. Address - Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. M-9083536619. (C/116305)

সভা

North Bengal Traders Meet Up 11/05/2025 Sunday, Gossaipur, Bagdogra, Siliguri, Opposite : Uttara Main Gate. (M) 9647845062, 7001849594.

শিক্ষা
AKADEMIA

এখানে JEE এবং NEET এর ফ্রি কাউন্সিলিং করানো হয়। দেশের বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কলেজের (M) 9339432912 /8392035191. (C/116093)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 7063721185. (C/116282)

কিডনি চাই B+, পুরুষ বা মহিলা অতি সত্বর অভিভাবক ও ID Proof সহ যোগাযোগ করুন। M-8016140555. (C/116286)

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 4 Nos. 100MT Godown, Construction of 2 Nos. of SHG work shed, Installation of 2 Nos. of Oil Mill & Construction of 1 No. of Seed Processing Unit under RKVY 2025-2026. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ৪ মে : মাদক সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানা। ধৃতের নাম আদিত্য রাই। সে বাতাসির গগারুজোতের বাসিন্দা। ধৃতের থেকে ৩৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় বাতাসির শিমুলতলা এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নেপালের এক কারবারিকে মাদক বিক্রি করতে এসেছিল আদিত্য। তার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে সে। ধৃতের প্যান্টের পকেট থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। তাকে খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। চক্রের পান্ডাদের খোঁজ চলছে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৪ মে : পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন একজনও পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত পাঠানো হয়নি, তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে নামতে চলেছে বিজেপি। বুধবার রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিজেপি নেতা-কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন। প্রশাসনের কাছে দেওয়া হবে স্মারকলিপি। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'গুজরাট, দিল্লি, হরিয়ানার থেকে পাকিস্তানিদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকার পরও এরাজ্য থেকে একজন পাকিস্তানিকেও চিহ্নিত করা হয়নি। এই বাংলাই এখন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের চারণভূমি।'

সমাবেশ

শিলিগুড়ি, ৪ মে : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি-র তরফে সোমবার কলকাতার ধর্মতলায় সমাবেশ ডাকা হয়েছে। সেই সমাবেশে যোগ দিতে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা ও দলের পার্বত্য শাখা থেকে শ্রমিকরা রবিবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন। পাশাপাশি সিপিএম দলের শ্রমিক সংগঠন দার্জিলিং তরাই-ডুয়ার্স চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরাও সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল রাই জানান, তাঁদের শ্রমিক সংগঠন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এআইটিইউসি অনুমোদিত। তাই চা বাগানের প্রতি সরকারি নীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেবেন তাঁরা।

দোকানে চুরি

চোপড়া, ৪ মে : শনিবার রাতে চোপড়া থানার প্রেমচাঁদগছ এলাকায় দুটি গয়নার দোকান সহ চারটি দোকানে পরপর চুরির ঘটনা ঘটে। শিমুল রায় নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলেন, 'আমার গয়নার দোকানের তালা ভেঙে প্রায় ৮০ হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে।' একই রাতে আরও ৩টি দোকানে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাতে দুটি গয়নার দোকান, একটি স্টেশনারি ও একটি মোবাইলের দোকানের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কর্মীসভা

নকশালবাড়ি, ৪ মে : রবিবার নকশালবাড়ি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে 'অঞ্চলে আঁচল' কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। জেলা স্তরের মহিলা নেত্রীরা এদিন এই কর্মীসভায় রাজ্য সরকারের যাবতীয় প্রকল্পের কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে মহিলা কর্মীদের কাছে আবেদন জানান। এদিন কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ প্রমুখ। পাপিয়া বলেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে এই 'অঞ্চলে আঁচল' কর্মীসভা ব্লকের কর্মীসভায় পরিণত হবে। এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য মহিলাদের নিরাপত্তা, সশক্তিকরণ, আত্মনির্ভর করে তোলা।'

প্রশাসনের 'মদতে' টোল ট্যাক্স ফাঁকি পানিকৌরিতে

গ্রামের রাস্তায় ভারী গাড়ির দাপট

সাগর বাগচী

রাজগঞ্জ, ৪ মে : রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পণ্যবোঝাই ট্রাক, লরি, চার চাকার যান গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজগঞ্জ বাজার সংলগ্ন স্কুলপাড়া, দুবরাগছের রাস্তা। যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, রাত বাড়তেই লরি, ট্রাক, ডাম্পার চলাচল বেড়ে যায়। প্রশাসনের একাংশের হাতে গাড়ি প্রতি ১০০ টাকা করে গুঁজে দিয়ে এসব চলছে। এবিষয়ে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এ প্রসঙ্গে পানিকৌরির প্রধান পাপিয়া সরকার বলেছেন, 'ভারী যানবাহন চলাচলের বিষয়টি জানা ছিল না। পুলিশের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।'

অভিযোগ, জলপাইগুড়ির দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসা ট্রাক, ডাম্পার, লরি ফাটাপুকুর মোড় থেকে বাঁদিকে রাজগঞ্জ বিডিও অফিস যাওয়ার রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। এরপর সেগুলি স্কুলপাড়া, দুবরাগছ হয়ে টোল এড়িয়ে ফের জাতীয় সড়কে উঠছে। একইভাবে শিলিগুড়ির দিক থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাওয়া অনেক ভারী গাড়ি টোলের আগে দুবরাগছের রাস্তায় ঢুকে পড়ে। প্রশাসনের তরফে একসময় ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি অবশ্য জানা নেই বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা। রাজগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের এক কর্তা বলেন, 'স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিরা কিছু না বললে আমরা নিজস্ব উদ্যোগে কিছু করতে পারি না।'

ফাটাপুকুর টোল প্লাজায় ছোট চার চাকা পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ১৪০ টাকা ট্যাক্স আদায় করা হয়। ট্রাকের ক্ষেত্রে সেই অঙ্ক ২৯০ টাকা। অথচ প্রশাসনের একাংশের হাতে গাড়ি প্রতি ১০০ টাকা করে গুঁজে দিলেই নাকি ছোট-বড় পণ্যবাহী যান যাতায়াত করতে পারে গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়ে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্যাক্স মার যাচ্ছে, অন্যদিকে, রাস্তাও নষ্ট হচ্ছে।

দুবরাগছের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জামশেদ মহম্মদ বলেন, 'ভারী গাড়ি চলাচলের কারণে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে ৯৭ লক্ষ টাকা খরচ করে মাস তিনেক আগে তা সংস্কার করা হয়। কিন্তু এই রাস্তা ভারী যান চলাচলের উপযুক্ত নয়। সামনে বর্ষা। এভাবে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করলে রাস্তাটি তিন মাস টিকবে না।' জামশেদের সংযোজন, 'এর আগে রাজগঞ্জের ট্রাফিক গার্ডের কর্তারা ধরপাকড় শুরু করেছিলেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ও প্রশাসন উদ্যোগী হলে ভারী যান চলাচল বন্ধ হবে।'

স্থানীয়রা বলছেন, রাত ৮টার পর ওই রাস্তায় যান চলাচল বেড়ে যায়। বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, 'ভারী যান চলাচলের বিষয়ে অভিযোগ পাইনি। কেউ অভিযোগ করলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।' তিনি এমন বললেও বাসিন্দাদের প্রশ্ন, আদৌ কোনও পদক্ষেপ হবে কি?

এদিকে, যান চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। দুবরাগছের বাসিন্দা সুভাষ দেবনাথ বলছেন, 'গ্রামের পথে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তা দিয়ে ভারী যান চললে হয়তো কারও স্বার্থ চরিতার্থ হয়। টোলের চাইতে হয়তো চালকদের টাকাও কম দিতে হচ্ছে।'

কী অভিযোগ

- ট্রাক, ডাম্পার, লরি ফাটাপুকুর মোড় থেকে বাঁদিকে রাজগঞ্জ বিডিও অফিস যাওয়ার রাস্তায় ঢুকছে
- এরপর সেগুলি স্কুলপাড়া, দুবরাগছ হয়ে টোল এড়িয়ে ফের জাতীয় সড়কে উঠছে
- প্রশাসনের একাংশের হাতে গাড়ি প্রতি ১০০ টাকা করে গুঁজে দিয়ে এসব চলছে
- পদক্ষেপ দাবি বাসিন্দাদের

টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিতে রাজগঞ্জের এই রাস্তা দিয়ে রাতে চলে ভারী গাড়ি।

মর্গে দেহ খুবলে খেল ইঁদুর, অভিযোগ বীরপাড়ায়

বীরপাড়া, ৪ মে : সরকারের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও তথৈবচ অবস্থা বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের। কয়েক বছর আগে ওই হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহের চোখ খুবলে খেয়েছিল ইঁদুর। এবার ওই হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহের পা খুবলে খাওয়ার ঘটনা ঘটল।

রবিবার এনিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিজনরা। হাসপাতালের পরিষেবা এবং কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ওই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। রোগীর দেহ খোবলানোর ঘটনায় বীরপাড়া হাসপাতাল নিয়ে মন্ত্রীর ভূমিকাতেও প্রশ্ন উঠেছে। ইঁদুরই ওই মহিলার মাংস খুবলে খেয়েছে, সন্দেহ পরিজনদের। তবে বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।'

বীরপাড়ার সুভাষপল্লির বাসিন্দা দুলাল রায় জানান, শনিবার রাত আড়াইটা নাগাদ তিনি তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী রায়কে ঘরের বারান্দায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখেন। তাঁকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা জয়ন্তীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুলাল জানান, আলিপুরদুয়ারে ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার আগে কয়েক ঘণ্টা মৃতদেহটি বীরপাড়া হাসপাতালেই রেখে দিতে বলা হয়। এদিকে রবিবার সকালবেলা দেখা যায় মৃতের পায়ের মাংস খোবলানো। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন দুলাল। তিনি বলেন, 'আমি হাসপাতালের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে চাই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সোমবার এনিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছে। আমি এ ঘটনার সুবিচার চাই।'

হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই বলেন, 'ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। তবে হাসপাতালে পৃথক মর্গ নেই। একটি ঘরে স্বল্প সময়ের জন্য দেহ সংরক্ষণ করা হয়। তবে এনিয়ে কর্মীদের আরও সতর্ক হতে বলা হয়েছে।'

অনুপ্রবেশের পর...

সুকনা রেঞ্জের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে গৃহপালিত মোষের দল। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

হোর্ডিং বসাতে লাগবে এনওসি

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে নয়া নির্দেশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ মে : হোর্ডিংয়ে মুখ ঢাকছে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বাদ যাচ্ছে না ঝোরা কিংবা বাড়ির ছাদও। এই পরিস্থিতিতে হোর্ডিং বসানোর ব্যাপারে কড়া হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। যে কোনও হোর্ডিং বসানোর ক্ষেত্রে এবার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের এনওসি বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে নতুন আইন তৈরি করা হয়েছে। আগামী বোর্ড মিটিংয়েই যা পাশ হবে বলে জানিয়েছেন ওই পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ। তাঁর বক্তব্য, 'গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হোর্ডিংয়ে ভরে যাচ্ছে। এক একটা হোর্ডিং তো বিপজ্জনকভাবে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। এই কারণেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

এতবছর কোনও আইন না থাকার কারণে যে যার ইচ্ছেমতো এনওসি ছাড়াই হোর্ডিং বসিয়ে গিয়েছে। আইন কার্যকরী হওয়ার পর বিপজ্জনক সমস্ত হোর্ডিং সরিয়ে ফেলা হবে বলে জানালেন তিনি। প্রধানের হুঁশিয়ারি, 'এরপরে গ্রাম পঞ্চায়েতের এনওসি ছাড়া কোনও হোর্ডিং বসলে আমরা খুলে নিয়ে চলে যাব।'

৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেন শহরের বাসিন্দারাও। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই রাস্তায় এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কম দেখা যাচ্ছে। সবদিকেই বড় বড় হোর্ডিং। পঞ্চনই নদীর চর থেকে শুরু করে রাস্তার একপাশ দিয়ে যাওয়া ঝোরার একাংশ দখল করে এখন রয়েছে বড় বড় হোর্ডিং। এমনকি, বাড়তি মুনাফার আশায় রাস্তার ধারের বাড়ির মালিকদের একাংশ অবৈধভাবে ছাদ ঢালাই দিয়ে তার ওপর হোর্ডিং ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে।

রাস্তার পাশ দিয়েই গিয়েছে ঝোরা। বর্তমানে সেই ঝোরার অবশ্য আবর্জনার কারণে মৃতপ্রায় পরিস্থিতি। জ্ঞানজ্যোতি মোড়ের কাছে দেখা গেল, সেই ঝোরার মধ্যে লোহার কাঠামো দিয়ে একের পর এক হোর্ডিং বসানো হয়েছে। কিছুটা এগিয়ে এদিন দেখা গেল, একটি বাড়ির ছোট ছাদই ভাড়া দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে হোর্ডিংয়ে। বান্দ্রিজোতের বাসিন্দা অলোক দাসের কথায়, 'একসময় আমাদের এই এলাকা দিয়ে পাহাড় দেখা যেত। এলাকায় অ্যাপার্টমেন্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ার সঙ্গে বড় বড় হোর্ডিংয়ে সব সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানালেন, এনওসি নেওয়ার আইন না থাকলেও এর আগে সিটি সেন্টারের সামনে কয়েকটি হোর্ডিং তাঁদের থেকে এনওসি নিয়ে বসানো হয়েছিল। এরপর আর কোনওটার জন্যই এনওসি নেওয়া হয়নি। বোর্ড মিটিংয়ে আইন পাশ হওয়ার পরে ওই বেআইনিভাবে বসানো হোর্ডিংগুলোর ব্যাপারে অভিযান করবেন।

রাস্তার পাশে বড় বড় হোর্ডিংয়ে ঢাকা পড়েছে গাছপালা।

কড়া পদক্ষেপ

- পাথরঘাটা পঞ্চায়েতকে না জানিয়েই বসানো হয়েছে একের পর এক হোর্ডিং
- এবার থেকে হোর্ডিং বসাতে পঞ্চায়েতের এনওসি নিতে হবে
- এনওসি না নিয়ে বসালে সেই হোর্ডিং খুলে নেওয়া হবে

স্বীকারোক্তি বাড়িভাসায় খুনে অভিযুক্তের

'মাথা গরম ছিল, তাই মেরে দিয়েছি'

শিলিগুড়ি, ৪ মে : বাড়িভাসায় খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি অভিযুক্ত বিক্রম দাসের। রবিবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার পুলিশ বিক্রমকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়। থানা চত্বরে বিক্রমের কাছে খুনের কারণ জানতে চাওয়া হলে সে বলে, 'ওই সময় মাথা গরম ছিল, তাই মেরে দিয়েছি।' তার মুখে এমন স্বীকারোক্তি শুনে তাজ্জব বনে যান উপস্থিত পুলিশকর্মীরাও।

কয়েকদিন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর শনিবার দুপুরের পর বিক্রমকে ছুটি দেওয়া হয়। রাত এনজেপি থানাতেই কাটে বিক্রমের। এদিন তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক বিক্রমকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অন্যদিকে, বিক্রমের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সঞ্জয় সরকার নামে একই এলাকার এক তরুণকে। সঞ্জয়ের দাদা অমরেশ সরকার ভাইয়ের গ্রেপ্তারিতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এদিন অমরেশকেও এনজেপি থানায় দেখা যায়। তিনি বলেন, 'ঝামেলার সময় অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। কী কারণে একমাত্র আমার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, জানি না।'

গত বুধবার বাড়িভাসার মাদানি বাজারের ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ দাসকে বাড়ির সামনেই কুপিয়ে খুন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার দিন স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই মোহন্তর ভাইকে রাস্তায় মারধর করছিল বিক্রম। এমনকি ছুরি দিয়ে কিশোরের কপালের পাশে কেটেও দেয় সে। তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন বিদ্যুৎ। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যুৎকে লাগাতার ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে বিক্রম। তাকে ঠেকাতে গিয়ে আক্রান্ত হন মহাদেব বিশ্বাস সহ স্থানীয় কয়েকজন। এরপর উত্তেজিত জনতা বিক্রমকে ধরার চেষ্টা করলে সে অন্যদের ওপর হামলা চালাতে উদ্যত হয়। স্থানীয়রা বিদ্যুৎকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিমাই বলেছেন, 'সেদিন বিদ্যুৎ রুখে না দাঁড়ালে হয়তো আমার বারো বছরের ভাই-ই মারা যেত।' ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। তবে আপাতত সব নিয়ন্ত্রণে। এবিষয়ে এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

এনজেপি থানা থেকে জলপাইগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অভিযুক্তকে।

জমি বিবাদ

চোপড়া, ৪ মে : রবিবার চোপড়ার কেবলটলি এলাকায় জমির সীমানা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। সংঘর্ষে এক মহিলা জখম হয়েছেন। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ইয়াকুব আলি ও তাহিরুলের পরিবারের মধ্যে একটি জমির সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা ছিল। এদিন দুই পরিবারের সদস্যদের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খুনের চেষ্টায় ধৃত তরুণ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মে : মাংস কাটার ছুরি দিয়ে এক ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তরুণকে গ্রেপ্তার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ি। ধৃত বিমল মিঞ্জ (৩৮) গিরমিত লাইনের বাসিন্দা। রবিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গয়াগঙ্গা চা বাগান থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ২৯ এপ্রিল স্থানীয় হনুমান মন্দিরের কাছে উদিত ঠাকুর নামে এক ব্যক্তিকে ছুরি দিয়ে মাথায় আঘাত করে বিমল। গুরুতর জখম অবস্থায় উদিতকে উদ্ধার করে স্থানীয় মিশনারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর মাথায় আটটি সেলাই পড়েছে। এখনও তিনি চিকিৎসাধীন। পরবর্তীতে জখমের পরিবারের তরফে ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতে তদন্ত নামে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল বিমল। অবশেষে এদিন রাতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছুরিটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নিট-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমল

শিলিগুড়ি, ৪ মে : ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেল শিলিগুড়িতে। চলতি বছর শিলিগুড়িতে মোট ৬২৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬০৩৯ জন পরীক্ষা দিয়েছে। যেখানে গত বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৭৯২ জন এবং পরীক্ষা দিয়েছিল ৬৫৪৯ জন। গত বছরের তুলনায় এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৫০০ জন।

রবিবার শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ সহ শহরের বিভিন্ন সরকারি স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে মোট ১২টি সেন্টারে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট)-এর সেন্টার হয়েছিল। এদিন দুপুর বারোটা থেকে সেন্টারগুলির সামনে পরীক্ষার্থীদের ভিড় দেখা যায়। যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেজন্য কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। শিলিগুড়িতে এবছরের নিটের ইনচার্জ তথা সুকনার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল এমবি ছেত্রী বলেন, 'সব কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা হয়েছে। প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোনও অভিযোগ দেখা যায়নি। নির্দিষ্ট সময়েই সব কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কোনও ভুয়ো পরীক্ষার্থী ধরা পড়েনি।'

বীজহীন শসা চাষে বাজিমাত ফিতেনের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মে : উত্তরবঙ্গে বীজহীন শসা (সিডলেস কিউকাম্বার) চাষ করে তাক লাগালেন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জ্যোতিনগরের ফিতেন রায়। তবে মজার বিষয় হল, না জেনেই ওই শসার বীজ লাগিয়েছিলেন তিনি। ফলন দেখে প্রথমে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও পরে বাজারমূল্য শুনে আনন্দে আত্মহারা তিনি। যেন 'লটারি মিলেছে'। ফিতেনের কথায়, 'না জেনেই এই শসা চাষ করেছি। এলাকায় কেউ কখনও এটা চাষ করেনি।'

সাধারণত নেদারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ক্যামেরুন, আমেরিকার মতো দেশে চাষ হয় বীজহীন শসা। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম পার্থেনোকার্পিক কিউকাম্বার। বড় হোটেল, শপিং মলে এর ভালো চাহিদা রয়েছে। তবে খোলা আকাশের নীচে বীজহীন শসা চাষ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। এজন্য প্রয়োজন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ঘর। কিন্তু সেই অসাধ্যই সাধন করেছেন ফিতেন।

ফাল্গুনে স্থানীয় একটি দোকান থেকে বীজ কিনে ১ বিঘা জমিতে লাগিয়েছিলেন ফিতেন। অন্য কৃষকরা যখন তাঁদের ফলানো শসা বাজারজাত করছিলেন, তখন তাঁর জমির ফসল বিক্রির যোগ্য হয়নি। রংও কালচে। যা দেখে কিছুটা মন খারাপ নিয়ে বীজ বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ফিতেন। এরপর তিনি জানতে পারেন, তাঁর ফলানো শসা অনেকটাই আলাদা। দামও কয়েকগুণ বেশি। ২০১৫ সালে সিএডিসি এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রি-বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) নকশালবাড়ির সাতভাইয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে বীজহীন শসা চাষ করেছিল। তার ১০ বছর পর সাফল্যের মুখ দেখলেন ফিতেন। কোফামের অফিসার ইনচার্জ অমরেন্দ্র পান্ডে বিষয়টি শুনে ফিতেনের সঙ্গে দেখা করে ফসল বাজারজাত করার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'ফিতেনের ফলন ভালো হয়েছে। এই শসা চাষের জন্য পরাগায়নের প্রয়োজন হয় না। বড় শহরে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।'

এদিকে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সাধারণ শসার বাজারদর কেজিপ্রতি কমবেশি ১৬-২০ টাকা। আর বীজহীন শসা ৬০-৮০ টাকা কেজি। একটি গাছে প্রায় ৪ কেজি এই শসা ফলে। আর ফিতেন প্রায় ১ বিঘা জমিতে বীজহীন শসা চাষ করেছেন। সেই ফসলের দাম নেহাত কম নয়। সাধারণ শসার থেকে প্রায় চারগুণ দাম মিলবে, এটা জেনেই এখন চওড়া হাসি তাঁর মুখে। কোফামের তরফে ফিতেনকে ফসল বাজারজাত করতে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ায় ব্লক কৃষি আধিকারিক লোকনাথ শর্মার বক্তব্য, 'এর আগে এলাকায় এই চাষ হয়নি। ওই কৃষকের সঙ্গে কথা বলব।'

ভুলের বশে 'জ্যাকপট'

ফিতেনের খোলা জমিতে ফলছে বীজহীন শসা। ফাঁসিদেওয়ায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা মনোজ কুমার আগরওয়াল - কে 15.02.2025 তারিখের ড্র তে

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 87G 74821 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সুযোগ প্রদান করছে এবং স্ত্রী পুরুষ বা বয়স নির্বিশেষে অনেক পরিমাণ কোটিপতি তৈরী করেছে। বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি হয়েছি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে এবং ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তার এর সততা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিপন্ন নদীয়ালি মাছ, নিঃশব্দে পেশা বদল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ মে : মৎস্য মারিব খাইব সুখে? সেসব দিন শেষ। মৎস্যদেবতা সহায় নন। নদীতে মাছের ঘরে অশনিসংকেত। মৎস্যজীবীদের সংসারেও ঘোর কলি। পেশা বদলের হিড়িক।

বছর ২০ আগেও খেমচি নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মাছ ধরেই সংসার চলত রায়পাড়ার সুকরু খেরিয়ার। আর এখন? ৬৩ বছরের এই প্রৌঢ় বলছিলেন, ‘এই নদীর মাছ মারিয়া হামার সংসার চলত। আর অ্যালা নদীতে নামতেই সারা গতর চুলকানি ধরে লিছে।’ এখন বাধ্য হয়ে জীবিকা বদলেছেন। পাড়ায় একটি মুদি দোকানে কাজ করেন।

তারাবাড়ির বাবলু কিষানও একসময় খেমচি থেকে মাছ ধরে প্রতিদিন নকশালবাড়ি বাজারে পসরা সাজিয়ে বসতেন। আয় হত ভালোই। কিন্তু ১০ বছর হল, তিনি আর মাছ ধরেন না। শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন।

গত কয়েক বছরে খেমচি নদীর ওপর নির্ভরশীল বহু মৎস্যজীবী জীবিকা বদলে ফেলেছেন। কিন্তু কেন? নদীর অবস্থা শোচনীয়। আবর্জনায় পরিপূর্ণ। মাছের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

তাহলে কি আর কেউ মাছ ধরেন না? ধরেন বৈকি। যেমন কিলারামজোতের মহম্মদ সাদ্দাম। তবে আগে যে পরিমাণে মাছ উঠত, এখন আর ওঠে না। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রোজ গড়ে এক থেকে দেড় কেজি মাছ ওঠে তাঁর জালে।

কী কী মাছ ওঠে? সাদ্দাম জানালেন, ছোট ছোট পুঁটি, নদীয়ালি, ডেঁরা, ট্যাংরা, পয়া, চিংড়ি। মাঝেমধ্যে ৫০০-৬০০ টাকার হাজিরাও হয়ে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ দিন তা হয় না। অথচ আগে আয় অনেক ভালো হত। মাছ উঠত অনেক বেশি।

এখন তাহলে সমস্যা কোথায়? সাদ্দামের মতে, নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার প্রথা দিন-দিন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘অনেকে একসঙ্গে অনেক মাছ ধরার লোভে বিদ্যুৎ এবং কীটনাশক প্রয়োগ করছেন। এতে কয়েকদিন প্রচুর মাছ উঠছে ঠিকই। কিন্তু এতে গোটা নদীতে মাছের বংশ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।’

কী কী মাছ পাওয়া যেত

নদীয়ালি, মাগুর, শিঙি, ট্যাংরা, পাথরচাটা, বালুতরী, চেপ্টি, বালু ট্যাংরা, বাম, গছি, পুঁটি, চ্যাং, টাকি, শোল

জীবিকা বদল

নদী দূষণের কারণে কয়েক বছরে খেমচি নদীর ওপর নির্ভরশীল বহু মৎস্যজীবী জীবিকা বদলে ফেলেছেন

সমস্যা যেখানে

- জাল ফেলে মাছ ধরার প্রথা দিনদিন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে
- অনেক মাছ ধরার লোভে কেউ কেউ বিদ্যুৎ এবং কীটনাশক প্রয়োগ করছেন
- এতে একসঙ্গে প্রচুর মাছ উঠছে বটে
- কিন্তু গোটা নদীতে মাছের বংশ শেষ হয়ে যাচ্ছে

মাছের পসরা সাজাচ্ছেন ধরণী দাস।

খেমচি নদীর বেহাল অবস্থা।

অত্যধিক কীটনাশক প্রয়োগ, বাজারের দূষিত জল এসে নদীতে মেশার ফলে মাছের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটছে। খেমচিতে আমরা ২২ প্রজাতির মাছ খুঁজে পেয়েছিলাম। সেগুলির অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

- অভিযান সাহা, *প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, ঐরাবত*

সাদ্দামের অভিজ্ঞতা, কয়েকবছর আগেও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত এই নদীতে। এখন হাতেগোনা কয়েকটা প্রজাতিই অবশিষ্ট আছে। তাঁর আশঙ্কা, ‘এভাবে চলতে থাকলে আমাকেও হয়তো পেশা বদলাতে হবে!’

এই দুঃখের সময়েও ব্যতিক্রম আছে। খালবস্তির ধরণী দাস। বছর ৭০ ছুঁইছুঁই। এই বয়সেও রোজ রাতে নিয়ম করে নদীতে নামেন। প্রথা মেনে জাল ফেলে মাছ ধরেন। পরেরদিন সকালে বাজারে দেখা যায় তাঁকে। মৎস্যপ্রেমীদের কাছে তিনি সাক্ষাৎ দেবদূত। সবেধন নীলমণিও বলা যায়। কেন? একটাই কারণ, নদীয়ালি মাছ। বাজারে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও একমাত্র ধরণীর কাছেই এই মাছ এখনও পাওয়া যায়।

শুধু নদীয়ালি? দেশি মাগুর, শিঙি, ট্যাংরা, পাথরচাটা, বালুতরী, চেপ্টি, বালু ট্যাংরা, বাম, গছি, পুঁটি, চ্যাং, টাকি এমনকি শোল মাছও ধরা পড়ে তাঁর জালে। নকশালবাড়ির মাছপ্রেমীরা বাজারে গিয়ে ধরণীর অপেক্ষায় থাকেন। মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় এই বৃদ্ধের ডালি। কিন্তু বাকিদের মতো ধরণীরও আক্ষেপের কারণ হয়ে উঠেছে নদীর বেহাল অবস্থা। এই বৃদ্ধ বলছিলেন, ‘গোটা নদীতেই দূষণ। বিশেষ করে কয়েকটা জায়গায় দূষণ এতটাই মারাত্মক আকার নিয়েছে যে সেখানে আর মাছ পাওয়াই যায় না।’

নদীর ভূগোল দেখলেই দূষণের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। খালবস্তি থেকে খড়িবাড়ির দ্বারাবোকাস পর্যন্ত চার কিলোমিটার অঞ্চলে খেমচি নদী চা বাগান এবং জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক কারণে এই অংশের নদী অপেক্ষাকৃত কম দূষিত। এখানে কিছু মাছ এখনও পাওয়া যায়। নদীয়ালি, মাগুর, শোল, বাম, গছি মাছ রাতে খাবারের খোঁজে বের হয়। তখনই এরা জালে ধরা দেয় বেশি। এই অঞ্চলটি বাদে বাকি কোথাও আর মাছেরা ভালোভাবে বসবাস করতে পারছে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ধরণী।

ধরণীর থেকে নিয়মিত মাছ কেনেন স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বাড়ই। তিনিও আক্ষেপ করে বলছেন, ‘এখন বেশিরভাগ মাছই হাইব্রিড। সেই মাছের স্বাদ নেই বললেই চলে। দুই দশক আগেও বাজারে প্রচুর নদীয়ালি মাছ পাওয়া যেত। এখন এক-দুটো দোকান ছাড়া আর দেখতে পাই না।’

ধরণীর বয়স বাড়ছে। শরীর যতদিন চলবে, ততদিন নদীয়ালি মাছ উঠবে তাঁর জালে। তারপর? মাছের অস্তিত্ব থাকবে তো? সর্বোপরি নদীটার কী হবে? প্রশ্ন রয়েই গেল।

পুকুর থেকে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

শিলিগুড়ি, ৪ মে : শনিবার ছাগল চরাতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান এক মহিলা। রবিবার পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হল। ঘটনাটি ঘটেছে মান্দাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটিয়াশাল এলাকায়।

এদিন সকাল সাড়েসাতটা নাগাদ এলাকার একটি পুকুরে ওই মহিলার ভেসে ওঠা দেহ দেখতে পান এক স্থানীয় বাসিন্দা। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রচুর মানুষ ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় গজলডোবা পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়।

মৃতের নাম পুষ্পা রায় (৩৮)। দেহ ময়নাতদন্তের পর আনা হয় বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুষ্পার স্বামী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন।

শনিবার সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে ছাগল চরাতে বের হন পুষ্পা। তাঁর দেওর স্বরাজ রায় বলেন, ‘দাদা (করুণা রায়) সকালে কাজের জন্য শিলিগুড়িতে চলে যান। দুপুর পর্যন্ত বৌদি ঘরে না ফেরায় বাড়ির লোকেরা প্রতিবেশীদের নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।’ রাত পর্যন্ত খোঁজ করেও পুষ্পার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপরেই এদিন সকালে পুকুরধারে গোরু চরাতে গিয়ে পুষ্পার দেহ ভেসে উঠতে দেখেন এক স্থানীয় বাসিন্দা।

পুষ্পার দেহের অংশে দড়ি পেচানো ছিল। সেই কারণেই এই ঘটনার পিছনে নানারকম সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে। পুলিশের তদন্তেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন পুষ্পার প্রতিবেশীরা।

পচাগলা দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মে : ফাঁসিদেওয়ার মহিপাল এলাকায় ১৬২ নম্বর পিলারের কাছে রবিবার উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর। এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তারপর তাঁরাই মৃতদেহটি ওই স্থানে দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ও জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের অনুমান, দিনকয়েক আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও নীল জামা। গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

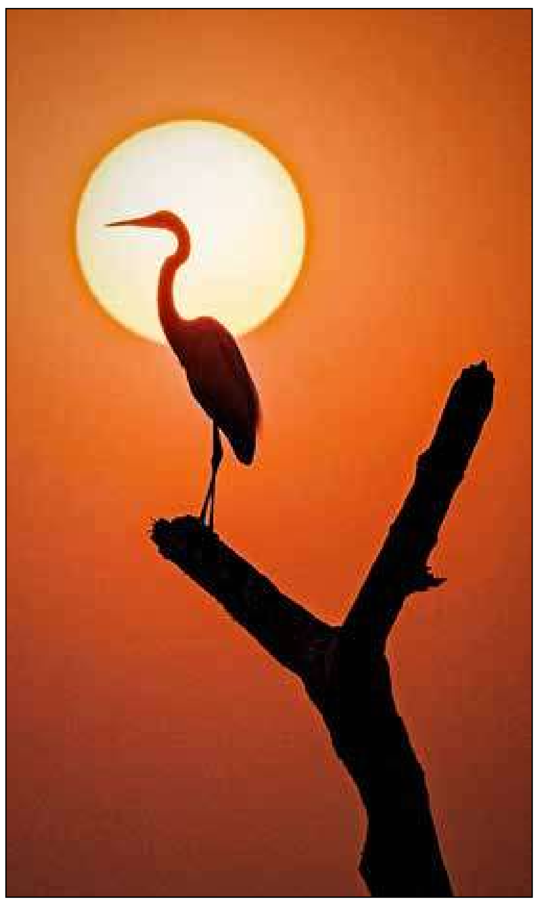

বেলাশেষে।। *রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সেন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্কুলের চেয়ে ভরসা বেশি টিউশনে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ মে : প্রাইভেট টিউটরের উৎপত্তি কবে হয়েছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। যত সময় বাড়ছে, এর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২০২৫ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়েছে আদৃত সরকার। তার ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি শিক্ষা মহলে এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে গৃহশিক্ষকের সংখ্যাও। মাধ্যমিকের প্রস্তুতির জন্য ১২ জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছে আদৃত।

তবে শুধু রাজ্যসেরাই নয়। মাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ পাওয়া জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রীর গৃহশিক্ষক ছিলেন পাঁচজন। প্রাইভেট টিউশন পড়লেই রেজাল্ট ভালো হবে, এমনই মানসিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিকাংশ অভিভাবকের। স্কুল না গেলেও চলবে, কিন্তু টিউশন যাওয়া মাস্ট। তবে শুধু গাদা গাদা গৃহশিক্ষক রাখলেই যে ভালো ফল হয় না, তার প্রমাণও আশপাশে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

এবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় যুগ্মভাবে সেরা অভিনব মণ্ডল ও ইমন চক্রবর্তী একসুরে জানাচ্ছে, মাধ্যমিকের প্রস্তুতির জন্য স্কুলের পড়াশোনা যথেষ্ট নয়। বেশ কয়েকজন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছিল তারাও।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে প্রথম হওয়া মোহনা সেনশর্মাও টিউশনে জোর দিয়েছিল। সপ্তাহে সে তিনদিন স্কুলে আসত। মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের বক্তব্য, ‘প্রাইভেট টিউশনে না দিলে রেজাল্ট ভালো করা সম্ভব নয় এমন মনোভাব তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের। আজকের দিনে শুধুমাত্র স্কুলের পড়াশোনার উপর নির্ভর করে ভালো রেজাল্ট করেছে, এমন পড়ুয়ার সংখ্যা হাতেগোনা বলে তিনি জানান।

শুধু সরকারি স্কুলের পড়ুয়ারাই নয়, আইসিএসই, আইএসসি-তে জেলা ও দেশের মধ্যে র‍্যাংক করা সেজল আগরওয়ালও জানিয়েছে, সেও অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল গৃহশিক্ষকদের উপর। স্কুলের পড়াশোনা থেকে যে টিউশনের উপর বেশি নির্ভরশীল ছাত্রছাত্রীরা, বিষয়টি কিন্তু নজরে এসেছে শিক্ষকদেরও।

দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস বলেন, ‘এখনকার সিংহভাগ পড়ুয়া পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে পড়তে চায় না। তারা চায় রেডিমেড নোটস, পরীক্ষার আগে সাজেশান। এসব কিছুই টিউশনে সহজেই পাওয়া যায়। সেজন্য স্কুলে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তাদের কম।’

সত্যিই কি স্কুলের থেকে ভালো পড়াশোনা প্রাইভেট টিউশনে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে এক ছাত্রীর মা বুড়ি মজুমদার জানালেন, স্কুলে গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ছুটি। শুধু ছুটি আর ছুটি। অনেক শিক্ষকও উদাসীনভাবে স্কুলে পড়ান। প্রাইভেট টিউশনে এত ছুটিও নেই। প্রয়োজনে সেখানে বেশি সময় নিয়ে বুঝতেও পারে ছেলেমেয়েরা।

অভিভাবকদের প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহার বক্তব্য, ‘একপ্রকার উদাসীনতা নিয়ে স্কুলে পড়াচ্ছেন অধিকাংশ শিক্ষক। যার ফলে অনেক পড়ুয়াই তা বুঝতে পারছে না। স্কুলে প্রতিটি ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকে। পাশাপাশি অভিভাবকরাও শুধু স্কুলের পড়াশোনার বিশ্বাস রাখতে পারছেন না।’

গত কয়েকবছরে শিলিগুড়িতে গড়ে উঠেছে বড় বড় সব কোচিং সেন্টার। সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি থেকেই সেখানে কোচিং করানো হয়। আর্থিক অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন স্কুলের পড়াশোনার বাইরে গৃহশিক্ষকই কিন্তু এখন ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পড়ুয়াদের। রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দূর্বা ব্রহ্ম বলেন, ‘পড়ুয়ারা এখন রেডিমেড উত্তর চায়। যা স্কুলে কোনওভাবেই সম্ভব নয়।’ আসলে এই তর্কের কোনও শেষ আপাতত নেই।

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উজ্জ্বল তশরিফ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মে : নিজেদের জমি নেই। বাবা অন্যের জমিতে চাষ করে সংসার চালান। উত্তর দিনাজপুর জেলার ভৈষপিটার তশরিফ রাজা এমনই একটি পরিবারের সন্তান। সে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের পড়ুয়া। মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করে স্কুলে প্রথম হয়েছে তশরিফ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭২। সে বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯০, অঙ্কে ৯৭, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৭, জীবনবিজ্ঞানে ৯৬, ইতিহাসে ৯৬, ভূগোলে ১০০ নম্বর পেয়েছে। তার এই রেজাল্টে খুশি পরিবার সহ স্কুলের শিক্ষকরা।

বাড়িতে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও লেখাপড়া শেখার জেদ ছিল তশরিফের। এই জেদ নিয়েই মুরালীগঞ্জে স্কুলবাসে করে পড়তে আসত ওই পড়ুয়া। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ তার বাসভাড়া মকুব করে দিয়েছিল। দিনে প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা পড়াশোনা করত তশরিফ। বই পড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে সে।

তশরিফ রাজা।

তশরিফ জানায়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি এই স্কুল থেকেই পড়তে চায় সে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে তশরিফ।

বাবা মহম্মদ সমীরুদ্দিন বলেন, ‘কৃষিকাজ ছাড়া আয়ের আর কোনও পথ নেই। সেই আয় দিয়ে ছেলেকে পড়িয়েছি। ছেলের রেজাল্টে আমরা সবাই খুশি।’ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর পর স্কুলের তরফে তশরিফকে পড়াশোনায় সাহায্য করার জন্য পাঁচ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বললেন, ‘একেবারেই দরিদ্র কৃষক পরিবারের তশরিফ পড়াশোনায় বরাবর ভালো ছিল। আগামীদিনেও তাকে স্কুলের তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।’

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল

- **শ্যামধনজোত হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১০৮
  উত্তীর্ণ : ১০০
  সর্বোচ্চ : জয়িতা সরকার (৬১৭)
- **খড়িবাড়ি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩৯
  উত্তীর্ণ : ৮৩
  সর্বোচ্চ : অভয় ভগৎ (৫০৫)
- **খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ২১৫
  উত্তীর্ণ : ১৭৬
  সর্বোচ্চ : পূর্ণিমা বর্মন (৪৯৩)
- **বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৭০
  উত্তীর্ণ : ১০৫
  সর্বোচ্চ : রাধিকা সোরেন (৫৬৫)
- **খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৬৮
  উত্তীর্ণ : ৯০
  সর্বোচ্চ : সংগীতা প্রসাদ (৫১৮)
- **অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৮৮
  উত্তীর্ণ : ৬৪
  সর্বোচ্চ : রমা সিংহ (৬০১)
- **দেবীগঞ্জ বিবেকানন্দ হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৮৫
  উত্তীর্ণ : ৪৫
  সর্বোচ্চ : নিপম সাহা (৩৮৩)

সেতু বন্ধ হতেই গজলডোবার ব্যবসা লাটে

জলপাইগুড়ি, ৪ মে : গত বৃহস্পতিবার, ১ মে ছিল ছুটির দিন। শনি ও রবিবার উইকএন্ড। এইসব দিনে সচরাচর গজলডোবায় ভিড় উপচে পড়ে। কিন্তু এখন ছবিটা ভিন্ন। তিস্তা ব্যারেজের ওপর সেতু বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজলডোবার সবধরনের ব্যবসা কার্যত লাটে উঠেছে। সেতু চালু থাকাকালীন পর্যটকরা নিয়মিত আসতেন। তবে সেতু বন্ধ হওয়ার পর ব্যবসার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন।

স্থানীয় খাবারের দোকান, নৌকাবিহারের জায়গা, সর্বত্র খাঁখাঁ করছে। ব্যাটারিচালিত চারচাকার গাড়ির ব্যবসাও মুখ থুবড়ে পড়েছে। তিস্তা ব্যারেজের ওপর সেতু ছিল শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স দিয়ে দুইদিকে চলাচলের একমাত্র অবলম্বন। সেতুটি সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়ে। তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের তরফ থেকে সংস্কারের জন্য গত ২৭ এপ্রিল থেকে আগামী ১৪০ দিন সেতু দিয়ে বাইক পর্যন্ত চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র সেতুর ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ফাস্ট ফুডের দোকানদার নির্মল মণ্ডল ও সুরেশ বৈরাগী জানান, সেতু বন্ধ হওয়ার আগে লাটাগুড়ি, ওদলাবাড়ি, লাভা, মালবাজার এমনকি আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট থেকেও পর্যটকরা শিলিগুড়িতে ট্রেন ধরতে আসতেন। অনেকসময় তাঁরা এই সেতু দিয়ে গজলডোবা ঘুরে তারপর এনজেপি যেতেন। কিন্তু সংস্কারের কারণে সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ থাকায় ডুয়ার্স থেকে পর্যটকরা গজলডোবা আসতে পারছেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরা ডুয়ার্স দিয়ে সেবক হয়ে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছেন। ফলে পর্যটক আসছেন না।

আগে সকালসকাল পাহাড় থেকে পর্যটকরা নেমে শিলিগুড়ি আসার পর একফাঁকে গজলডোবা ঘুরে যেতেন। তাঁরাও আর আসছেন না। কেন আসছেন না তার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিজন মণ্ডলের কথায়, ‘হয়তো ব্যারেজের সেতুতে দাঁড়িয়ে ব্যারেজ দেখা, সেলফি বা ছবি তোলার মতো আনন্দ পাওয়া যাবে না বলেই অনেকে শিলিগুড়ি দিয়ে আসতে চাইছেন না গজলডোবায়।’

জলপাইগুড়ি থেকে বোদাগঞ্জ হয়ে টাকিমারি, মিলনপল্লি হয়ে সহজে ব্যারেজের সামনে আসা যায়। কিন্তু বোদাগঞ্জ থেকে গজলডোবা পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত ১২.৫০ কিমি রাস্তা বেহাল। সেই রাস্তা অবশ্য মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে এখনও সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। তাই জলপাইগুড়ি থেকে গজলডোবায় আসার জন্য এই শর্টকাট রাস্তা এড়িয়ে ঘুরপথে বেলাকোবা হয়ে গেটবাজার দিয়ে ক্যানাল রোড ধরে আসতে হচ্ছে। বাড়তি ১৮ কিমি ঘুরে আর অনেকেই গজলডোবা আসতে চাইছেন না।

স্তব্ধ।। *পর্যটকের অপেক্ষায় ভাড়ার সাইকেল, ব্যাটারিচালিত গাড়ি।*

চর দখল করে ভবন নির্মাণ

নকশালবাড়ি, ৪ মে : সিপিএম নেতা তথা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান নারায়ণ কর্মকারের ভবন নির্মাণ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে নকশালবাড়িতে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বাতারিয়া নদীর চর দখল করে এই নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও অভিযোগ, বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় প্রাক্তন প্রধান রাতারাতি ছাদ ঢালাই করে ফেলেছেন।

অভিযোগ উঠেছে, নদীর ওপর এবং বাজারের রাস্তায় কোনওরকম বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই ভবনটি গড়ে তোলা হচ্ছে। এ নিয়ে সরব মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ। তিনি বললেন, ‘যে জায়গায় ভবনটি গড়ে তোলা হচ্ছে, সেটি বাতারিয়া নদী সংলগ্ন এলাকা। এর আগে ওই এলাকার জায়গা ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে বিক্রি করেছেন নারায়ণ। এ নিয়ে অনেকেই আমায় অভিযোগ করেছেন। শীঘ্রই তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ আত্মপক্ষ সমর্থনে নারায়ণ বলেন, ‘জায়গাটি ডিআই ফান্ডের জমি। এই জায়গা ৪০ বছরের বেশি সময় যাবৎ আমার দখলে। খাজনাও আমি দিই। খতিয়ানও আমার। আমার বদনাম করতে এখন নানা কথা রটানো হচ্ছে।’

অভিযুক্ত সিপিএম নেতা

নকশালবাড়ি ডিআই ফান্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট তহশিলদার মনোজ রায়ের কথায়, ‘বাতারিয়া নদীর পাশে ডিআই ফান্ডের জায়গা রয়েছে কি না জানা নেই। যদি জায়গা থেকেও থাকে, সেক্ষেত্রে নির্মাণ করার সময় বিল্ডিং প্ল্যান থাকতে হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখব।’ নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পৃথীশ রায়ের অভিযোগ, ‘সরকারি জায়গা দখল করে বিল্ডিং তৈরির বিষয়টি শীঘ্রই সমিতির বৈঠকে তুলে ধরব। আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’ নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দয়ারাম সংসদের অন্তর্গত এই এলাকা। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম ঘোষের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে নির্মীয়মাণ এই ভবনটি।

ছোটদের খামতি মেটাচ্ছে বড়রা

গরমের ছুটিতে বারান্দায় ক্লাস

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ মে : খাতায়-কলমে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়লেও অনেকে সাধারণ যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করতে পারে না। নির্ভুলভাবে বাংলা কিংবা ইংরেজি শব্দ লিখতেও অনেকে দোটানায় ভোগে। ক্লাসরুমের পড়াশোনায় সিলেবাস শেষ করার তাড়ায় পড়ুয়াদের এই ছোট ছোট খামতির দিকে নজর দিতে পারেন না শিক্ষকরা। এবার সেই খামতি দূর করতে বেছে নেওয়া হয়েছে গরমের ছুটির সময়টিকে। না, কোনও শিক্ষক নন, স্কুলের জুনিয়ারদের খামতি শুধরে দিচ্ছে সিনিয়াররা। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস করাচ্ছে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির দাদা-দিদিরা। স্কুলে নয়, বারান্দায় বসে চলছে এই ক্লাস।

চোপড়ার প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের বাড়িতে পড়াশোনার পরিসর একেবারেই নেই। তাহলে গরমের লম্বা ছুটিতে তারা পড়াশোনা করবে কীভাবে? এমনিতেই তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গরমের ছুটি কাটিয়ে স্কুলে ফেরার পর আরও পিছিয়ে পড়তে পারে। এই চিন্তা থেকেই সম্প্রতি চোপড়ার

নিচাখালিতে সামার ক্যাম্পে পঠনপাঠন।

গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের নিয়ে সামার ক্যাম্প শুরু করা হয়েছে। নিয়ম করে সপ্তাহে ৩-৪ দিন এক ঘণ্টা ক্লাস করাচ্ছে দাদা-দিদিরা। সমগ্র শিক্ষা মিশনের সহযোগিতায় চলছে এই কর্মসূচি।

কীভাবে চলছে এই ক্লাস? চোপড়া ব্লকের দুটি সার্কেলের অধীনে থাকা ১৬টি স্কুলের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির কিছু আগ্রহী পড়ুয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তারাই গ্রামে কারও বাড়ির বারান্দায়, কিংবা বৈঠকখানায় ক্লাস করাচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে ক্লাসের নির্দিষ্ট সূচি। বিভিন্ন স্কুল থেকে একজন করে শিক্ষককে নোডাল শিক্ষক হিসেবে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার জানিয়েছেন, স্কুল পরিদর্শকের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে নোডাল শিক্ষকদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নোডাল শিক্ষকদের মাধ্যমে পঠনপাঠনের উপকরণও পাঠানো হয়েছে। বরুণের মতে, এই কর্মসূচি পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশে অনেক সহায়তা করবে। কর্মসূচি শেষে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকা পড়ুয়াদের বিশেষ শংসাপত্রও দেওয়া হবে।

মদনগছ সিনিয়ার মাদ্রাসার নোডাল শিক্ষক যোগেশ বর্মনের কথায়, ‘আমাদের মাদ্রাসা থেকে ১৫ জন স্বেচ্ছায় পড়াতে রাজি হয়েছে। সব মিলিয়ে ১০টি শিবিরে তারা পড়াচ্ছে।’ ওই মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী আলফা বেগম ছোটদের পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে। তার বক্তব্য, ‘আমি নিচাখালি গ্রামে ছোট ভাই-বোনেদের পড়াচ্ছি। যেটুকু জানি, সেটা ওদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পেরে ভালোই লাগছে।’ দাদা-দিদিদের শিক্ষক হিসেবে পেয়ে নিজেদের খামতিগুলো বলতে দ্বিধা বোধ করছে না ছোটরাও।

কালীগঞ্জ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আফজল হুসেন জানাচ্ছেন, তাঁর স্কুল থেকে ১২ জন পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে। তারা নিজেদের এলাকায় সপ্তাহে তিনদিন এক ঘণ্টা করে সময় দিচ্ছে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে শিক্ষা মহল।

৫৬০ টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ৪ মে : ব্যাগ ছিনতাই করে তারা ভেবেছিল, হয়তো অনেক টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল ব্যাগে ‘মাত্র’ ৫৬০ টাকা ছিল। আর এই ব্যাগ ছিনতাই করেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল তিনজন। ধৃতদের নাম দেবাশিস বর্মন, রীতেশ সিং ও রুদ্র সিংহ। তারা এনজেপি থানার মধুসূদন কলোনি এবং পাঁচকোলগুড়ির বাসিন্দা। তাদের একটি গ্যাং রয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। বাকিদের খোঁজ চলছে।

গত ২৭ এপ্রিল ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড় থেকে বাইকে চেপে এসে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা অণিমা মণ্ডলের ব্যাগ ছিনতাই করে পালায় দুজন। অণিমা তখন বলেছিলেন, ‘ব্যাগে খুব বেশি টাকা ছিল না। কিন্তু বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল।’ একই ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে এলাকায়। মাস দু’য়েক আগে একই কায়দায় তিনবাত্তি থেকে এক মহিলার মোবাইল ছিনতাই হয়। ২৭ এপ্রিলের ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হতেই শুরু হয় তদন্ত। অনেকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের ধারণা হয়, এটা একটি গ্যাংয়ের কাজ। সেইমতো তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিয়োগ দুর্নীতি, সরকারি স্কুল বন্ধ, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলেজস্ট্রিটে সোমবার বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে চলেছে প্রদেশ ছাত্র পরিষদ।

আইআইটিতে মৃত্যু

ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল খড়্গপুর আইআইটি'র এক পড়ুয়ার। রবিবার সকালে হস্টেলের ঘর থেকে মৃত ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বিভাজনের ঊর্ধ্বে

আইএসসিতে প্রথম হওয়া সৃজনী বিশ্বাস করে, জাতিধর্ম লিঙ্গ বা বিভাজনের ঊর্ধ্বে একটি সমাজ। তাই তার কাছে পদবি গুরুত্ব পায় না বলে দাবি করল সে।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ

২০১৬ সালে রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার।

জগন্নাথ মূর্তির কাঠ নিয়ে শুভেন্দুর সন্দেহকে নস্যাৎ দিলীপের

‘ওড়িশার তদন্ত অর্থহীন’

কলকাতা, ৪ মে : দিঘায় জগন্নাথের মূর্তি কি পুরীর বিগ্রহের নবকলেবরের পর জমা থাকা অতিরিক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে? এই নিয়ে পুরীর মন্দির কমিটিকে ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ওড়িশা সরকার। আর সেই তদন্তকে রবিবার স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মতে, এসব অর্থহীন। এতে বঙ্গ বিজেপির কী এসে যাবে? হিন্দু ভক্তরাই কি এই তদন্তকে স্বাগত জানাবেন?

পুরীর বিগ্রহের নবকলেবরের জন্য নির্দিষ্ট অতিরিক্ত নিম কাঠ দিয়ে দিঘায় জগন্নাথধামের বিগ্রহ তৈরি হয়েছে বলে খবর রটে যাওয়ার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। নাম বিতর্কের পাশাপাশি বিগ্রহের উপকরণ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর শনিবারই এবিষয়ে পুরীর মন্দির কমিটির প্রধান অরবিন্দকুমার পাধীকে অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দেন ওড়িশার বিজেপি সরকারের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সন্দেহ প্রকাশ করেন, পুরীর মন্দিরের এই কাঠ কীভাবে দিঘায় এল? দারুনির্মিত বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর পাথরের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ইসকনের রাধারমণ দাস, রাহুল যাদব এঁদের কী ভূমিকা ছিল সেটাও তদন্ত হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গেই এদিন দিলীপ বলেছেন, ‘এসব অর্থহীন তদন্ত। কীভাবে প্রমাণ হবে পুরীর জগন্নাথের অতিরিক্ত নিম কাঠেই দিঘার বিগ্রহ বানানো হয়েছে? আর যদি তা হয়ও তাতে কী এসে যায়। ওই কাঠ দিয়ে তো কেউ বাড়ির চৌকাঠ তৈরি করেনি। জগন্নাথের মূর্তিই হয়েছে।’

দিঘায় জগন্নাথধাম তৈরির সময় থেকেই বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন পুরীর মন্দিরের অন্যতম সেবাইত রাজেশ

> কীভাবে প্রমাণ হবে পুরীর জগন্নাথের অতিরিক্ত নিম কাঠেই দিঘার বিগ্রহ বানানো হয়েছে? আর যদি তা হয়ও তাতে কী এসে যায়। ওই কাঠ দিয়ে তো কেউ বাড়ির চৌকাঠ তৈরি করেনি। জগন্নাথের মূর্তিই হয়েছে।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

দয়িতাপতি। সেই কারণে মন্দির কমিটির প্রধানকে লেখা চিঠিতে নাম না করে দয়িতাপতির ভূমিকা আতশকাচের নীচে রাখার কথা বলেছেন পৃথ্বীরাজ।

তবে এদিন এই সংক্রান্ত পৃথ্বীরাজের চিঠির কপি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার পর এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তদন্তের জন্য ওড়িশা সরকার বা মন্দির কমিটির কোনও প্রতিনিধি দিঘায় আসছেন না। তবে শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে বেশকিছু প্রশ্ন তুলেছেন।

শুভেন্দুর দাবি, হিন্দুদের কাছে চার ধাম বলতে বোঝায় বদ্রীনাথ, দ্বারকা, পুরী এবং রামেশ্বরমকে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির সেই ধামেরই একটি। হিন্দুদের এই শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে রাজ্য সরকার। যদিও শুভেন্দুর দাবিকে খারিজ করে দিলীপ বলেন, ‘ধাম কথার অর্থ হল নিবাস। আমরা তো নবদ্বীপধামও বলে থাকি। খামোকা এসব অর্থহীন প্রশ্ন তুলে কেউ কেউ বিতর্ক বাধাচ্ছেন।’

তবে শুভেন্দু একা নন, তদন্তের পক্ষে সওয়াল করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘জগন্নাথের মূর্তিতেও এই সরকার দুর্নীতি করতে ছাড়েনি। এই কারণেই বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর এই সরকারকে চোরের সরকার বলেন।’

রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, তৃণমূলের বিসর্জন বঙ্গোপসাগরে হবে এবং সেটা পূর্ব মেদিনীপুর থেকেই হবে। তাই জগন্নাথ পূর্ব মেদিনীপুরের বঙ্গোপসাগরের তীরে দিঘায় চলে এসেছেন।

পালটা সমালোচনা করে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘বিজেপি নিজেকে হিন্দুত্ববাদী দল বলে মনে করে। অথচ একটা হিন্দু মন্দির নিয়ে নোংরা রাজনীতি করতে তাদের আটকায় না।’

গরমের দুপুরে কলকাতা ময়দানে। ছবি : আবির চৌধুরী

মমতার সফরের আগে বোসকে চিঠি

নিরাপত্তা চাইল নিহতের পরিবার

কলকাতা, ৪ মে : মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ঠিক আগের দিনেই সামশেরগঞ্জে নিহতের পরিবার রাজ্যপালকে চিঠি লিখে নিরাপত্তা চাইল। চিঠিতে রাজ্যপালের কাছে তাঁরা অভিযোগ করেছেন, পুলিশ জোর করে তাঁদের তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। অভিযোগকারী মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার। যদিও পুলিশের পালটা দাবি, অভিযোগকারীদের অপহরণ করা হয়েছে এমনই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের স্ত্রী ও পরিবার নিরাপত্তার কারণে এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেছিলেন বিধাননগর এলাকায়। রবিবার সকালে আচমকাই তাঁদের গোপন ডেরায় হানা দেয় পুলিশ। পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছোন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ ও আইনজীবী নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। পরে সজল অভিযোগ করেন, সোমবার মুর্শিদাবাদের সুতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তাঁদের হাজির করানোর উদ্দেশ্যেই এই পুলিশি অভিযান চালানো হয়। হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের স্ত্রীরাও রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে অভিযোগ

সামশেরগঞ্জ

করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অপহরণের খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন। নিরাপত্তার কারণেই তাঁরা এলাকা ছেড়ে বিধাননগরের গোপন ডেরায় ছিলেন। আচমকা এদিন সেখানে পুলিশ হানা দিয়ে জোর করে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তাঁদের যাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই বলেও তাঁরা চিঠিতে জানিয়েছেন। যদিও নিহতদের পরিবারের তরফে পুলিশি হয়রানির অভিযোগ খারিজ করে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত সাউ বলেছেন, ‘প্রয়াত হরগোবিন্দের ছেলেই এই অপহরণের অভিযোগ করে। তার ভিত্তিতেই এদিন জঙ্গিপুর পুলিশ ও বিধাননগর পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। কাউকে হেনস্তা করা হয়নি। নিয়মমাফিক তদন্ত হয়েছে।’

পুলিশি অভিযানের তীব্র সমালোচনা করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যপালকে চিঠি দেন। চিঠিতে শুভেন্দু বলেন, আচমকা অপহরণের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ যে দ্রুততার সঙ্গে তদন্তে নেমেছে সেটাই প্রমাণ করে গোটা বিষয়টাই অভিসন্ধিমূলক এবং সাজানো। নিহতের পরিবারের তরফে নিরাপত্তার জন্য রাজ্যপালের কাছে আর্জি জানানোর পাশাপাশি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিদের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের ঘটনায় আদালতে এনআইএ তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে নিহতদের পরিবারের তরফে রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি অপহরণের অভিযোগ তদন্তকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

উদ্বেগ। নিটের দিন একটি কলেজের বাইরে অপেক্ষারত বাবা-মায়েরা। রবিবার কলকাতায়। - আবির চৌধুরী

আমন্ত্রণ পেলে দিঘা যেতেন বিকাশও

কলকাতা, ৪ মে : দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গিয়ে ঘরে-বাইরে কটাক্ষের মুখে পড়েছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে সৌজন্যের খাতিরে তিনিও যেতেন। রাজনৈতিক বিরোধিতা কখনও ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

তবে এই ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপিকে একযোগে বিঁধে বিকাশ মন্তব্য করেন, ‘দিলীপ ঘোষ আরএসএসের বিধিনিষেধের বাইরে গিয়ে কিছু করেননি। এটা সম্পূর্ণ আরএসএসের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। দলে আজ যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করছেন, দু'দিন পর তাঁরাও তাঁকে সমর্থন করবেন।’ পহলগাম জঙ্গিহানার ঘটনায় সর্বদলীয় বৈঠকে সিপিএমের তরফে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। রবিবার বৈঠকে তিনি কী বক্তব্য রেখেছিলেন, তাও স্পষ্ট করেন বিকাশ। তবে এদিনই সিপিএমের পলিটব্যুরোর তরফে বিবৃতি জারি করে জঙ্গিহানার প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করার বিষয়ে জানিয়েছেন।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির কর্মসূচির প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন জানান, আরএসএসের সমস্ত কর্মসূচি বাংলায় রূপায়িত হচ্ছে। সরকারি টাকায় মন্দির তৈরি হয়েছে। এটা সংবিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময় শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন। এখন তিনি বিজেপির নেতা। উদ্বোধনের দিন দিলীপ ঘোষ গিয়েছেন, তিনি আরএসএসের সৈনিক। যা হয়েছে, তা আরএসএসের নির্দেশেই।

‘স্কুলে না গিয়ে বেতন নেন সুজাতা’

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ৪ মে : বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং সুজাতা মণ্ডলের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের পর ২০২৪ লোকসভা ভোটে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যেখানে জয়লাভ করে সৌমিত্র পুনরায় সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। সেই সময় ভোটের প্রচারে সুজাতাকে কোনওরকম ব্যক্তিগত আক্রমণ না করলেও, সৌমিত্র সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিলেন সুজাতা।

সম্প্রতি, দিলীপ ঘোষের দিঘায় মন্দির উদ্বোধনে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন পদ্মের একাধিক প্রথম সারির নেতা। সেই তালিকায় রয়েছেন সৌমিত্রও। পালটা তাঁদেরও নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কটাক্ষ করেছেন দিলীপ। আর তারপরেই ফের সৌমিত্রর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেছেন সুজাতা। কিন্তু এবারে তাঁর বিরুদ্ধে পালটা একাধিক অভিযোগ আনলেন সৌমিত্রও। রবিবার বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত অগস্থি সৌমিত্রর

উপস্থিতিতে সোমবার বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করা নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। যদিও সেখানে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে সৌমিত্র-সুজাতা। সৌমিত্র একটি ফাইল দেখিয়ে বলেন, ‘এই ফাইলে সুজাতা মণ্ডলের সমস্ত তথ্য রয়েছে।’ তিনি হাইকোর্টে মামলা করে এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানাবেন এবং তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করবেন বলেও জানান। সৌমিত্রর সংযোজন, ‘সুজাতা মণ্ডল কলকাতার শ্যামবাজারের একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু গত ছয় বছর স্কুলে না গিয়ে মাইনে নিচ্ছেন।’

পাশাপাশি সুজাতা বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ হওয়ায় সেখান থেকেও ভাতা নিচ্ছেন। সৌমিত্রর আরও অভিযোগ, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ হওয়ায় সুজাতা মৎস্যচাষিদের থেকে ৭০ শতাংশ কাটমানি নিচ্ছেন। এরপরেই সুজাতা মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ থাকার সময়ে জেলায় কোথায় কত মাছ চাষ হয়েছে সেটাও তিনি জানতে চান।

সৌমিত্র আরও বলেন, ‘সুজাতা এক বছরে জাপান সহ তিনবার বিদেশ সফর করেছেন। এই সফরের অর্থ কোথা থেকে পেলেন সেটিও তদন্ত করে দেখা উচিত।’

কালীঘাটে কথা আমলাদের সঙ্গে

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ‘অযোগ্য’রা

কলকাতা, ৪ মে : রবিবার সকালে ‘অযোগ্য’ চাকরিহারারা নিজেদের চাকরি ফেরানোর দাবি নিয়ে ভিড় জমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর তাঁদের অনুরোধে সাড়া মেলে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেও কালীঘাটে সেই সময় উপস্থিত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয় ‘যোগ্য’ তালিকায় নাম না থাকা চাকরিহারাদের সংগঠন ‘ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম ২০১৬’-এর।

এদিন ‘অযোগ্য’রা অভিযোগ তোলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ৪,০৯১ জনের নাম ওএমআরের গোলমাল তালিকায় থাকলেও সিবিআই এখনও প্রমাণ করতে পারেনি যে আমাদের ওএমআরে কী গোলমাল রয়েছে। ১৭ তারিখ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে যে ১৭,২০৬ জন যোগ্যের তালিকার হলফনামা দেওয়া হয়েছিল, সেটা পরে প্রায় ১৫ হাজারের তালিকায় নেমে এল কী করে? এর উত্তর এখনও এসএসসি কিংবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আমাদেরকে জানায়নি। শীঘ্রই আসল যোগ্যদের তালিকা স্কুলে পাঠানোর অনুরোধই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করছি।’

ইউনাইটেড মঞ্চের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ‘আধিকারিকরা সমস্ত দাবি শুনেছেন। আমাদের অনুরোধ যে অনৈতিক নয়, সেটা বুঝেছেন। শীঘ্রই এবিষয়ে তাঁরা পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।’

প্রোমোটারের দাদাগিরি

কলকাতা, ৪ মে : খাস কলকাতায় প্রোমোটারের দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার পূর্ব পুটিয়ারিতে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে বল আনতে গিয়ে প্রোমোটারের হাতে বেধড়ক মার খেল দুই কিশোর।

অভিযোগ, তাদের বাঁশ দিয়ে পেটান ওই প্রোমোটার। মাঠে খেলতে গিয়ে বল ওই নির্মীয়মাণ বহুতলে ঢুকে যাওয়ায় তারা বল আনতে যায়। ওই সময় তাদের মারতে শুরু করেন প্রোমোটার। গুরুতর জখম হয় দুই কিশোর। একজনের হাত-পা ভেঙে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। শনিবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করে আহত দুই কিশোরের পরিবার। রবিবার ওই প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ।

মানসিক হেনস্তা, দাবি নিহতের স্ত্রীর

কলকাতা, ৪ মে : ‘অপপ্রচার চলছে, মানসিক হেনস্তার শিকার আমরা’, এমনটাই দাবি করলেন পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহত বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহর স্ত্রী। সমীরের মৃত্যুর পরই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। সেখানে দাবি করা হয়, একটি বিমা সংস্থার সরশুনা শাখার ডেভেলপমেন্ট অফিসার সমীরবাবুর স্ত্রীর হাতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। কিন্তু রবিবার সমীরের স্ত্রী শর্বরী গুহ ও তাঁর ভাই সুব্রত ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করে এই তথ্য ভুয়ো বলে দাবি করেন।

শর্বরী বলেন, ‘আমরা ওই শাখায় কোনও বিমা করিনি। কেন ও কোন উদ্দেশ্যে এই দাবি করা হল, তা বোধগম্য নয়। মিথ্যাচার হয়েছে। এমন খবর ছড়ানো হয়েছে যে, তাতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।’

শর্বরী জানান, ওইদিন তাঁদের বাড়িতে এসে ওই অফিসার কিছু ছবি তুলে পোস্ট করেন। কিন্তু বিমা বাবদ টাকা দেওয়ার কথা ভিত্তিহীন।

পহলগাম প্রসঙ্গ

সুব্রতবাবু বলেন, ‘ক্লেম সেটেলমেন্টের অংশ হিসেবে ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এখনও পর্যন্ত হাতে পেয়েছি। বাকি ৫-৬ লক্ষ টাকা এখনও পাইনি। কিন্তু সংস্থা নিজেদের বিজ্ঞাপন করে যেভাবে বলছে, সেটা ভুয়ো।’ এই বিষয়ে ওই বিমা সংস্থার স্থানীয় শাখায় তাঁরা অভিযোগ করেছেন।

দেশের মধ্যে এগিয়ে এসএমপি বন্দর

কলকাতা, ৪ মে : দেশব্যাপী বন্দরকে টেক্কা দিয়ে পণ্য পরিবহণে এগিয়ে গেল কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর। চলতি বছরের এপ্রিল মাসের হিসেব অনুযায়ী, পণ্য পরিবহণের বার্ষিক হার এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫.৩২ শতাংশ। গত বছরের এপ্রিল মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতার এসএমপি বন্দরে পণ্য পরিবহণের পরিমাণ ছিল ৪.১০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫.৯৬৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

এসএমপি'র চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রামন জানিয়েছেন,‘এই অসাধারণ ফলাফলের জন্য সমগ্র এসএমপি পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।’

নাগাল্যান্ডের লাইসেন্স শাহজাহানের

কলকাতা, ৪ মে : নাগাল্যান্ডের ভুয়ো ঠিকানা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ছিল সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের। এক একটি লাইসেন্সের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে খরচ করেছিল সে। তার ঘনিষ্ঠের নামেও লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলির লাইসেন্সের তথ্য খতিয়ে দেখে এমনটাই জানতে পেরেছে সিবিআই। তদন্তে তারা জানতে পেরেছে, নাগাল্যান্ডের চারটি ভুয়ো ঠিকানা থেকে চারটি লাইসেন্স ছিল শাহজাহানের নামে। তার ভাই আলমগিরের নামে তিনটি ও তার দেহরক্ষীর নামে দুটি লাইসেন্স ছিল। এমনকি তার ঘনিষ্ঠদের নামেও লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। এক একটি লাইসেন্স পিছু ২-৩টি আগ্নেয়াস্ত্র কেনা হয়েছিল। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই।

তদন্তে নেমে সিবিআই জানতে পারে, এই বেআইনি অস্ত্রগুলি আড়াল করতেই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স তৈরি করা হয়েছিল। আর তা দিয়ে কলকাতা ও অন্য জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন, এতগুলি লাইসেন্স একসঙ্গে ইস্যু হওয়ার পিছনে প্রভাবশালী কেউ জড়িত কি না। হাইকোর্টে শাহজাহানের জামিন সংক্রান্ত মামলা চলছে। এই পরিস্থিতিতে এই তথ্য শাহজাহানের ওপর চাপ আরও বাড়াল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জেল পেনের যুগেও আগ্রহ ঝরনা কলমে

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ মে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে সর্বদা একটি কথা লেগে থাকত, ‘আহা আমার সাধের ঝর্ণা কলম’। ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দির বাইরে গেলেও কালি-দোয়াতের ব্যাগ ছিল তাঁর সঙ্গী। তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও নেশা ছিল ঝরনা কলম সংগ্রহ করা। দোয়াতে চুবিয়ে সাদা কাগজের ওপরে কালির আঁচড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করতেন তাঁরা।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলমের ভোল বদল হয়েছে। বলপয়েন্ট, জেল পেনের যুগে অতীতের রাজকীয়তা হারায় ঝরনা কলম। সাত-আটের দশকের প্রজন্মের কাছে ঝরনা কলম আবেগের। বর্তমানে জেল পেনের যুগেও তরুণ প্রজন্মকে নতুন করে আকৃষ্ট করছে ঝরনা কলম। দামের দৌড়ে বলপয়েন্ট কলমের চেয়ে ঢের এগিয়ে থাকলেও বর্তমান প্রজন্ম যে এখনও নস্টালজিয়ায় পৌঁছোনো পছন্দ করে, তা বোঝা গেল কলকাতায় অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী কলম উৎসবে। ২০০ টাকা থেকে শুরু করে ৭ লাখি ঝরনা কলমের সম্ভার নিয়ে কলকাতার হোচি মিন সরণির আইসিসিআরে হাজির হয়েছিলেন দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা। দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলেন কলমপ্রেমীরাও।

প্যারিসের একটি স্বনামধন্য পেন প্রস্তুতকারক সংস্থার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে চারের দশকে তৈরি সেলুলয়েডের কলমের দিকে তাকিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন সত্তরোর্ধ্ব অভিজিৎ নায়রা। বললেন, ‘ছোটবেলায় বন্ধুদের পকেটে হিরো পেন থাকলে সবার কাছে সম্মান বেড়ে যেত। ছোটবেলা থেকেই পেনের প্রতি অদ্ভুত টান। সেই কারণে ছুটে এসেছি।’ জার্মান পেন প্রস্তুতকারক সংস্থার স্টলে জ্বলজ্বল করছে সোনা ও হিরেখচিত সাত লাখি ঝরনা কলম, যা দর্শকদের অন্যতম আকর্ষণ। দোকানের কর্মী বললেন, ‘বিশ্বজুড়ে এরকম ৪৮টি কলম তৈরি করা হয়েছে। আশা করি যাঁদের এক কলমের খোঁচায় জীবন ওলট-পালট

কলম উৎসব। হো চি মিন সরণির আইসিসিআর-এ। রবিবার।

হয়ে যায়, তাঁদের পছন্দ হবেই।’

প্যারিসের অন্যতম একটি বিখ্যাত কলম প্রস্তুতকারক সংস্থার সামনে তরুণ প্রজন্মের ভিড় চোখে পড়ার মতো। কালির দোয়াতে চুবিয়ে পাশে রাখা খাতায় নিজেদের নামগুলি লিখতে ব্যস্ত তাঁরা। কেউ কেউ ৯০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা মূল্যের কলম কিনলেন। ১৮ বছরের প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য বলেন, ‘দাদু ও বড়দাদুর নেশা ছিল পেন সংগ্রহ করার। ফাউন্টেন পেনে সুন্দর লেখা হয়। তাই পছন্দের।’ ওই দোকানেরই কর্মী অভীক মুখোপাধ্যায় বললেন, ‘এখন ফাউন্টেন পেনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কার্টিজ ও কনভার্টার আনা হয়েছে। যান্ত্রিক যুগে কালি ভরা কলমটি ধুয়ে, শুকিয়ে এত যত্ন করার সময় কই? করোনার পর থেকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের একটা আগ্রহ বেড়েছে।’

কলম উৎসব যেন হয়ে উঠল বাবা-মেয়ের বোঝাপড়ার এক শহর। পরপর দোকানগুলি ঘুরিয়ে মেয়েকে প্রাথমিক ধারণা দিলেন অভিরূপ বিশ্বাস। বললেন, ‘ও যখন বড় হবে এগুলো তো চিনবেই না।’ এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সায়ক আঢ্য বললেন, ‘ফাউন্টেন পেন যাতে বিলুপ্তির পথে চলে না যায়, আমরা সেই চেষ্টা করেছি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ দেখেছি খুব।’

সুদূর চেন্নাই থেকে হ্যান্ডমেড পেন প্রস্তুতকারক সংস্থার স্টল থেকে ৩৩ হাজার টাকা মূল্যের ঝরনা কলমটি কিনে ২৮ বছরের দীনেশ জৈন বললেন, ‘কলম সংগ্রহ করে রাখা আমার নেশা।’ হিট ইমপ্রিন্ট টেকনলজিতে কালো পেনের ওপর খোদিত হাওড়া ব্রিজ, দেবদেবীর মূর্তি, জার্মান জোভো নিবের কালি নিয়েও উৎসাহ রইল দেদার।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৪ সংখ্যা, সোমবার, ২১ বৈশাখ ১৪৩২

কার্নির কাঁটা

জানুয়ারির জনমত সমীক্ষায় কানাডায় লিবারেল পার্টির তুলনায় অনেক এগিয়েছিল কনজারভেটিভ পার্টি। সেই নিরিখে বিরোধী নেতা পিয়েরে পলিয়েভরকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছিল। তারপর প্রধানমন্ত্রী পদে ট্রুডোর ইস্তফা এবং কানাডার রাজনৈতিক মঞ্চে হঠাৎ ব্যাংক অফ কানাডা এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গভর্নর মার্ক জোশেফ কার্নির আবির্ভাব পুরো চিত্রটাকে বদলে দিল। কানাডা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ৩৪৩ সদস্যের হাউস অফ কমন্সের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে কার্নির দল লিবারেল পার্টি পেয়েছে ১৬৮ আসন।

পিয়েরে পলিয়েভরের নেতৃত্বাধীন বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি জিতেছে ১৪৪ আসনে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে মাত্র চারটি কম পেলেও সেটা জোগাড় করা কার্নির পক্ষে কঠিন হবে না। ভারতের পক্ষে কিছুটা স্বস্তির খবর হল, খালিস্তানপন্থী দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে (এনডিপি) ভোটাররা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলের নেতা জগমিত সিং হেরেছেন। জাতীয় দলের স্বীকৃতি হারিয়েছে এনডিপি।

গত মার্চে দল এবং সরকারের গুরুদায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর কার্নির কাজটা খুব সহজ ছিল না। ট্রুডোর পদত্যাগের পর কার্নি হলেন দেশের ২৪তম প্রধানমন্ত্রী। তিনিই কানাডার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি পার্লামেন্টের সদস্য না হয়ে ওই পদে বসেন। এমনকি কখনও মন্ত্রীপদে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। ট্রুডো জমানার শেষ দিকে লিবারেল পার্টির জনপ্রিয়তা বেশ কমে যায়। লিবারেল পার্টিকে নির্বাচনি বৈতরণি পার করার দায়িত্ব চাপে কার্নির কাঁধে।

ততদিনে দ্বিতীয়বার মসনদে বসে হম্বিতম্বি শুরু হয়ে গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। কখনও বলছেন, কানাডাকে আমেরিকার একটি প্রদেশ বানিয়ে ছাড়বেন, আবার কখনও কানাডার বিরুদ্ধে শুল্ক-যুদ্ধের হুংকার দিয়েছেন। ব্যাংক চালানোর অভিজ্ঞতা থাকলেও দেশ চালানোর অভিজ্ঞতা কার্নির ছিল না বটে, কিন্তু তিনি তখনই বুঝে যান, ট্রাম্পকে উপযুক্ত জবাব একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

ট্রুডোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে খালিস্তানপন্থীদের জন্য। ২০২৩ সালে কানাডার একটি গুরুদোয়ারার সামনে খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর গুলিতে নিহত হন। তার আগে ২০২০ সালে নিজ্জরকে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করেছিল ভারত। কানাডার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন।

নিজ্জরকে খুনের অভিযোগে সেসময় চারজন ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে গ্রেপ্তার করেছিল কানাডার পুলিশ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও কানাডার ট্রুডো সরকারকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমর্থক বলে মন্তব্য করেছিলেন। অভিযুক্ত চার ভারতীয় পরে জামিন পেয়ে যান। অন্যদিকে, নিজ্জর খুনের পিছনে ভারতের ভূমিকা আছে বলে ট্রুডোর অভিযোগ তাঁর নিজের দলেরই সকলে মেনে নেননি। উলটে খালিস্তানপন্থী এনডিপির সঙ্গে তাঁর মাখামাখির অভিযোগে ট্রুডোর বিরুদ্ধে দলে বিক্ষোভ শুরু হয়।

সেই প্রেক্ষাপটে পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ট্রুডোর সামনে। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে খালিস্তানপন্থী সেই এনডিপি গোহারা হেরেছে। এই নির্বাচনে কানাডাবাসী আমেরিকা-বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল। এর পিছনে ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং কানাডাকে মার্কিন কবজায় আনার হুংকার ছিল মূল কারণ। ট্রাম্পের সঙ্গে বেশি মাখামাখির খেসারত দিতে হয়েছে কনজারভেটিভ পার্টিকে। ২১ বছরের জেতা আসনে হেরেছেন পলিয়েভর।

অন্যদিকে, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা সফল ব্যাংককর্তা হিসেবে কার্নির দিক থেকে তাগিদ ছিল, নিজেকে ফের মুশকিল আসান প্রমাণ করা। সেই পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ। ভারতের একটাই স্বস্তি, অন্তত আগের মতো প্রকাশ্যে কানাডার ভারত বিরোধিতা হয়তো বন্ধ হবে। তবে ওইটুকুই। ওদেশে খালিস্তানপন্থীদের দাপট পুরোপুরি মুছে যাবে ভাবার কোনও কারণ নেই। গলার কাঁটা থেকেই গিয়েছে। কারণ, লিবারেল এবং কনজারভেটিভ- এই প্রধান দুই দলে খালিস্তান সমর্থক বহু গোষ্ঠী এখনও যথেষ্ট সক্রিয়।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব। **-ভগবান**

দাদা-ভাইয়ের যুদ্ধ মিটলে চিন্তা বাঙালিদেরও

দেশজুড়ে যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়ার পাশে জাতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের এক যুদ্ধ মেটার পথে। মুম্বইয়ের ঠাকরে পরিবারে।

সম্বিত পাল

তিনি মঞ্চে বলতে উঠেছেন। তাঁর নির্বাচনি বক্তৃতা শুরুর আগেই শ্রোতা-দর্শকের আসন থেকে তাঁর নামের আগে উপাধি বা রাজাজ্ঞার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন এক কর্মী। ঠিক যেমন শিবাজি মহারাজ দরবারে প্রবেশের আগে করা হত (বা আজও শিবাজি জয়ন্তী পালনের সময় বা কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর নাম নেওয়ার আগে করা হয়)। তিনি কঠিন চোখে তাকিয়ে দর্শকাসনের দিকে। আসলে মনে মনে উপভোগ করছেন সেই প্রশস্তি। মুখে তারই ছায়া।

সেই কর্মী দীর্ঘ রাজাজ্ঞা শেষ করতে না করতেই আরও এক কর্মী অন্য ধাঁচে প্রশস্তি শুরু করতেই ধমক দিলেন তিনি। জানান দিলেন, তিনি বক্তব্য রাখতে এসেছেন। কর্মীদের প্রশস্তি বাক্য শুনতে নয়। নিজস্ব 'দাদাগিরির' ভঙ্গিতে মিনিট কুড়ির বক্তৃতা শেষ করেই দলের প্রার্থীর পরিচয় করাতে সময় নিলেন ৩০ সেকেন্ড আর তার পরেই গটগট করে মঞ্চ থেকে নেমে উঠে পড়লেন তাঁর বিলাসবহুল গাড়িতে! কারও দিকে তাকালেনও না। পরের গন্তব্যে চললেন নিজের মেজাজে।

তিনি রাজ ঠাকরে। শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো। ২০০৩ সালে যখনই দেখেছেন কাকা তাঁকে দলের দায়িত্ব দেবেন না, উলটে ছেলে উদ্ধব ঠাকরেকে শিবসেনার কার্যনির্বাহী সভাপতি বানিয়ে দিয়েছেন, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দল ছাড়বেন। সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আশা ছিল, কাকার দলের উত্তরাধিকারী তিনিই হবেন। কারণ, কাকার মেজাজ ও সৃজনশীলতার (দুজনেই কার্টুনিস্ট) অনেকটাই রাজের মধ্যে ছিল। এরপর ২০০৫ সালে শিবসেনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বানান নবনির্মাণ সেনা।

দলের কর্মী হোক বা পোড়খাওয়া সাংবাদিক- তাঁর মেজাজ কাউকেই রেয়াত করেনি। লোকে বলে বালাসাহেবের মেজাজ পেয়েছেন রাজ। ছেলে উদ্ধব যতটা ধীর-স্থির, শান্ত স্বভাবের, ভাইপো রাজ ঠিক উলটো। দু'দশক পরেও দলের বিভাজন এবং বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর উদ্ধবের শিবসেনা যখন কোনদিকে যাবে, কী করবে তা ঠিক করতে ব্যস্ত, তখন রাজ মিডিয়াতে নিজের 'রাজত্ব' কায়েম রেখেছেন সগর্বে। নয়তো লোকসভা ও বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েও, মাহিম কেন্দ্রে ছেলে অমিতকে জেতাতে না পেরেও কীভাবে খবরের শিরোনামে থেকে যান রাজ!

রাজ সপ্তাহ কয়েকজুড়ে মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে আলোড়ন তৈরি করেছেন। পরিচালক মহেশ মঞ্জরেকরকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মারাঠি জনগণ ও মহারাষ্ট্রের অধিকার-উন্নয়নের স্বার্থে নিজের ইগোকে সামনে রাখবেন না। তিনি দাদা উদ্ধবের সঙ্গে সন্ধি করতে প্রস্তুত। উদ্ধবও হাত বাড়িয়েছেন। সঙ্গে অবশ্য জুড়ে দিয়েছেন, অন্য পক্ষকে এদিক-ওদিক করলে চলবে না। মানে বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়লে চলবে না।

এই পরিস্থিতিতে রাজ-উদ্ধবের সন্ধি নিয়ে মহারাষ্ট্র মিডিয়ায় চর্চা তুঙ্গে। এর আগেও চেষ্টা হয়েছে মিলনের। কিন্তু শেষমেশ রাজ-উদ্ধব হাত মেলাননি। এবার পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। অনেকেই এর মধ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, রাজ এই পডকাস্টটি মারাঠি নববর্ষ গুড়ি পাড়ওয়ার দিন রেকর্ড করেছিলেন। তখনই সেটি স্ট্রিম করতে না করেছিলেন। লোকসমক্ষে সাক্ষাৎকারটি আসে এক সপ্তাহ পরে। সেদিন রাজ মুম্বইয়ে ছিলেন না। সেদিনই উদ্ধব এই 'আহ্বানের' জবাব দেন কালবিলম্ব না করে।

আসলে উদ্ধব-রাজের এক হওয়ার প্রস্তাবনার পিছনে অবশ্যই কিছু রাজনৈতিক সমীকরণ রয়েছে। রাজ মহারাষ্ট্র ও মারাঠি অস্মিতার প্রসঙ্গ তুলেছেন মোক্ষম সময়ে। ঠিক যখন বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে প্রাথমিক স্তর থেকেই স্কুলে হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (পরে অবশ্য ফড়নবিশ সরকার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেছে)। হিন্দি-আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছেন রাজ। বিরোধিতা করেছেন উদ্ধবও। হিন্দি-উত্তর ভারত-বিহারিদের বিরোধিতা করেই রাজ ঠাকরে তাঁর ব্র্যান্ড বানিয়েছিলেন। মুম্বইয়ে রাজের ক্যাডারবাহিনীর কার্যকলাপ সিনেমার দৃশ্যের মতো প্রোথিত হয় সকলের মনে। অতিসম্প্রতি ব্যাংককর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে মারাঠি ভাষায় কথা বলার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন রাজের কর্মীরা।

বিজেপি-উদ্ধব সেনার আগ্রাসনে রাজ্য রাজনীতিতে প্রায় ব্রাত্য রাজ এই হিন্দি-বিরোধিতা ও মারাঠি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন মুম্বই আর মারাঠিরা চালাচ্ছে কোথায়! এখানে গুজরাটি বা উত্তর ভারতীয়দের রমরমা। তিনি ষাটের দশকের সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের স্মৃতি উসকে দিয়েছেন। যে আন্দোলনে বাম-ডান সবাই একত্রিত হন মারাঠি অস্মিতার নামে। মঞ্জরেকরের সঙ্গে আলাপচারিতায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে গুজরাটিরা মুম্বইকে নিজেদের দখলে রাখতে চেয়েছিলেন এবং তার মূল প্রবক্তা ছিলেন সর্দার প্যাটেল।

তো মারাঠি অস্মিতাকে নিয়ে লড়াইয়ে এতদিন পরে রাজের হঠাৎ দাদা উদ্ধবের কথা মনে পড়ল কেন? দাদারই হঠাৎ ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা এত বেড়ে গেল কেন? আসলে দুই ভাই মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে কোণঠাসা। রাজের হাতেগোনা কয়েকজন পুরসভার কাউন্সিলার ছাড়া আর কিছুই নেই। উদ্ধব ইতিমধ্যেই শিন্ডের বিদ্রোহে মূল শিবসেনার কর্তৃত্ব হারিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি আসন পেলেও ভোট শতাংশে উদ্ধবের শিবসেনার হাতে মাত্র ১০ শতাংশ ভোট। রাজের হাতে তো ২ শতাংশ ভোটও নেই।

তবু রাজ ও উদ্ধব দুজনেই মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে আপাত বিরোধীশূন্য অবস্থার ফায়দা তুলতে চাইছেন। সামনেই পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন। দুজনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃহত্তর মুম্বই কর্পোরেশনের নির্বাচন। গতবার অবিভক্ত শিবসেনার আসন ছিল ৮৪ ও রাজের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার ৭।

পরিষদীয় রাজনীতিতে রাজের ক্ষমতা শূন্য হলেও তাঁর ক্যারিশমা বিন্দুমাত্র টাল খায়নি। এর সঙ্গে ঠান্ডা মাথার উদ্ধবের সংগঠন চালানোর ক্ষমতা যদি যুক্ত হয়, তাহলে আশার আলো দেখতে পারেন তাঁদের বিজেপি-বিরোধী কর্মী ও সমর্থকেরা। কোনও সন্দেহ নেই, শিন্ডের শিবসেনাকে অচিরেই গিলে ফেলবে বিজেপি।

বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার পর কয়েক বছর ধরে উদ্ধব আলাদা রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি বুঝেছেন শুধুই হিন্দুত্বের কথা বলে বিজেপির থেকে আলাদা হওয়া যাবে না। হিন্দুত্ববাদী ভোটাররা বিজেপিকেই বেছে নেবেন, উদ্ধবকে নয়। উদ্ধব অনেকটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করছিলেন। তাতে অবশ্য বিশেষ কাজ হয়নি। এখানেই বালাসাহেবের পুরোনো ছকে মারাঠি অস্মিতা ও মহারাষ্ট্রীয়দের উন্নয়নের মন্ত্র কাজে আসতে পারে।

অবশ্য নিজেদের থেকেও রাজ ও উদ্ধব দুজনেই নিশ্চয়ই তাঁদের ছেলেদের কথা বেশি ভাবছেন। উদ্ধবের ছেলে আদিত্য রাজনীতিতে বেশ স্বচ্ছন্দ। মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনে কম ভোটের ব্যবধানে হলেও জিতে আবার বিধায়ক হয়েছেন। বাবার শারীরিক অসুস্থতার সময় দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। অন্যদিকে, রাজের ছেলে অমিত অনেক চেষ্টা করেও প্রথমবার নির্বাচনে লড়ে হেরেছেন।

বালাসাহেবের উত্তরাধিকার ধরে রাখতে গেলে নিজেদের ছেলেদের রাজনৈতিক কেরিয়ারকে দাঁড় করিয়ে যেতে হবে রাজ ও উদ্ধবকে। সেই চিন্তা থেকেও হয়তো দুজনের দুজনকে সন্ধি প্রস্তাব।

তবে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে উদ্ধবের সতর্কবাণীও খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বকলমে রাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিজেপির হাত ধরা চলবে না। রাজ বিজেপির সঙ্গে জোট না করলেও, ২০১১ থেকে তিনি মোদি ও গুজরাট মডেলের বড় সমর্থক ছিলেন। ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কোনও আসন সমঝোতা না করলেও বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

এমনিতে এই দুই দশকে রাজ ও উদ্ধব পারিবারিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রেখেছেন। দুই ভাইকে সামাজিক অনুষ্ঠানেও পাশাপাশি দেখা গেছে। ২০০৫-এ ইগো বড় হয়ে উঠেছিল। রাজ নিজের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। ২০২৫-এ দুজনের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। দাদা ও ভাইয়ের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে অনেকেই চিন্তায় পড়বেন।

যদি মারাঠি অস্মিতা নিয়ে দুই ভাই এগোন, তাহলে শুধুই উত্তর ভারতীয় নয়, বাঙালিদের কপালেও দুঃখ আছে। মহারাষ্ট্রে থাকার সুবাদে দেখছি, ইতিমধ্যে একটা ধারণা আছে যে, বাঙালি মানেই বাংলাদেশি। এবং অবৈধভাবে বহু বাংলাদেশি নাকি মুম্বই বা মহারাষ্ট্রে থাকছেন। এর আগেও রাজের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা অবৈধ বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। ফলে শেষ কথা হল, বাঙালিদেরও বেশ চিন্তা থাকবে।

(লেখক পুনের বাসিন্দা। এমআইটি এডিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৮১৮

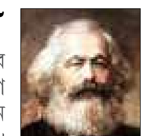

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কার্ল মার্কস।

১৯২৮

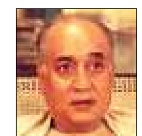

অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের কোনও মহান সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিক চিন্তাবিদই ধর্মান্ধ ছিলেন না। আমাদের সব পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব, যেমন ভগবান রাম, তিনিও ছিলেন এরকম। ক্ষমাশীল ও করুণাময়। বিজেপি যা বলে, তাকে হিন্দু ধারণা মনে করি না। হিন্দুত্ব মানে আমার কাছে বহুত্ববাদী, স্নেহশীল, সহনশীল।
- রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

আরবদের আভিজাত্যের স্বাদ পায় তাদের পোষ্যরাও। এক আরব শেখ মরক্কো যাচ্ছিলেন। সঙ্গী বাজপাখি। আবু ধাবি বিমানবন্দরে চেক-ইনের সময় শুধু নিজের নয়, পাখিরও পাসপোর্ট দেখালেন। সেখানে লেখা 'ফ্যালকন পাসপোর্ট'। পাসপোর্টধারী পাখির ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের খারগোনের একটি সরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল ও লাইব্রেরিয়ানের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। কাজ নিয়ে দুই মহিলার তুমুল বচসা গড়ায় মারামারিতে। স্কুল চত্বরে একে অপরকে চড় মারেন। চলে চুলোচুলি। বরখাস্ত দুজনই।

জনমনে জনমত

নতুন সাজে পুরোনো বিভাগ পেয়ে খুশি

দীর্ঘদিন পর 'শিশু কিশোর আসর' বিভাগটি পুনরায় শুরু করার জন্য প্রথমেই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ধন্যবাদ জানাই। পত্রপত্রিকায় শিশুদের উৎসাহ বাড়াতে এ ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। সংবাদপত্রে শিশুদের লেখা প্রকাশ হলে একদিকে যেমন লেখালেখির প্রতি ঝোঁক বাড়বে, অন্যদিকে বাড়বে বইমুখী হওয়ার প্রবণতাও।

দিন-দিন যেভাবে শিশুরা মোবাইলকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, তা ভবিষ্যতের জন্য মোটেও ভালো সংকেত নয়। স্মার্টফোন হাতে পেয়ে শিশুদের একাংশ বইবিমুখ হয়ে পড়ছে। ভার্চুয়াল বন্ধুত্বেই অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করছে তারা। সমাজ ও সামাজিকতা- এই দুই ধারণা থেকেই অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছে এরা। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের এমন প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। গল্প, কবিতা, ছড়ার পাশাপাশি লেখায় উৎসাহ বাড়াতে, ধাঁধা, কুইজ, নীতিকথামূলক গল্প, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি তরুণদের ভূমিকা নিয়ে গল্প দেওয়া যেতে পারে।

রতনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়,
তুফানগঞ্জ।

বৈভব সত্যি বিস্ময়

আমি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ও সেরা আইপিএল ম্যাচ বোধহয় গত সোমবার রাতে দেখেছি। বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশী। বিশাল অঙ্কের রান তাড়ায় নেমে যে ব্যাটিং তিনি করলেন তা যেন মাখনের মধ্যে ছুরি চালানো। কিংবদন্তি, উজ্জ্বল, বুদ্ধিমান, চটপটে, দৃঢ়, কঠিন ও কঠোর বৈভব ঠিক বার্তা পৌঁছে দিলেন ক্রিকেট জগতের কাছে যে, তিনি বোলার নন, বল দেখে খেলেন।

যশস্বীকে নিয়ে ১৬৬ রানের ওপেনিং জুটি যে কোনও উইকেটে আইপিএলের সেরা জুটি। বৈভবের সেঞ্চুরি আইপিএলের অনেক রেকর্ড ভাঙার পর নতুন রেকর্ড তৈরি করল। বিশ্বমানের বোলার মহম্মদ সিরাজ ও মজিদ খান কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। সস্নেহ দৃষ্টি নিয়ে এই বোলাররাও করমর্দন এবং পিঠ চাপড়ে এই বিস্ময়বালককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিপক্ষের সব খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন বৈভবকে সম্মানিত করেছেন। এই দৃশ্য সত্যি বিরল। তিনি প্রাক্তন মহাতারকা রাহুলের থেকেও সমীহ আদায় করে নিয়েছেন।

গ্যালারির সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এই মহান প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেছেন। বৈভব সেঞ্চুরি করার পর দর্শকদের প্রতি তাঁর কুর্নিশ জ্ঞাপনের ধরনও আমায় মুগ্ধ করেছে। সবকিছুর মধ্যেই নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আছে। এই মহান প্রতিভা আরও এগিয়ে চলুক।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গ্রামীণ জীবনের স্বাদ না ব্যবসায়িক রিসর্ট!

আগে হোমস্টেতে প্রকৃতি দেখতে, পাখির ডাক শুনতে আসতেন তাঁরা। আজ পর্যটকরা ডিজে-মদ্যপান ছাড়া সন্তুষ্ট নন।

রুদ্র সান্যাল

সুবাসী তামাং সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার হোমস্টের উঠোনে জোরে গান বাজছে, অতিথিরা পার্টি করছে। একসময় যেখানে নিস্তব্ধ প্রকৃতি আর লেপচা গানের সুর ছিল, এখন সেখানে ডিজের তীব্র আওয়াজ।

তার বাবা যখন প্রথম হোমস্টে খুলেছিলেন, তখন পর্যটকরা স্থানীয় খাবার ও সংস্কৃতি উপভোগ করতেন। সন্ধ্যায় উঠোনে পাহাড়ি গানের আসর বসত, অতিথিরা গ্রাম্য জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখাতেন। এখন সেই ছবি বদলে গিয়েছে। কেউ মোমো খেতে চায় না, সবাই চায় মশলাদার ও জনপ্রিয় খাবার। রাতভর ডিজে, পার্টি আর মদের আসরে বাড়ি হয়ে ওঠে বিনোদনের কেন্দ্র।

'এখন এসব না রাখলে কেউ আসতেই চায় না!' দাদুল তামাং বলছিলেন। কয়েক বছর আগেও প্রকৃতিপ্রেমীরা আসতেন, যাঁরা পাখির ডাক শুনতে ভালোবাসতেন, পাহাড়ের শান্তিতে সময় কাটাতে চাইতেন। এখন পর্যটকরা ডিজে ও উচ্চস্বরে গান ছাড়া সন্তুষ্ট নন। বাধ্য হয়েই হোমস্টে মালিকদের সেই ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে।

এর প্রভাব ভয়াবহ। অতিরিক্ত পর্যটকের কারণে পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে, স্থানীয়দের কষ্ট বাড়ছে। নদীর ধারে ক্যাম্পিংয়ের নামে পড়ে থাকছে প্লাস্টিক ও আবর্জনা, পাহাড়ের গায়ে জমছে চিপসের প্যাকেট আর বিয়ারের ক্যান। সুন্দরবনে হোমস্টে গড়ে উঠছে বাঘের আবাসস্থলের পাশে, ফলে বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব সংকটে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায়

লৌকিক সংস্কৃতির পরিবর্তে এখন চলছে পপ মিউজিক। উত্তরবঙ্গের পাহাড়-ডুয়ার্সের মতো।

শুধু পরিবেশগত ক্ষতিই নয়, স্থানীয়দের জীবনযাত্রাও বদলে যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের এখন পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের জীবনযাপন পরিবর্তন করতে হচ্ছে। অনেকে বাধ্য হয়ে ট্রেকিং গাইড, গাড়িচালক বা রিসর্ট কর্মচারী হয়ে যাচ্ছেন, যেখানে একসময় তাঁরা কৃষি বা পশুপালনে যুক্ত ছিলেন। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রাম তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে।

প্রশাসন বলে, 'হোমস্টে পর্যটন বাড়াচ্ছে, কর্মসংস্থান দিচ্ছে,' কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা দীর্ঘদিন টিকবে না। পরিবেশ ও সংস্কৃতি ধ্বংস হলে পর্যটকরাও একসময় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

সমাধানের জন্য প্রয়োজন অনুমোদনহীন হোমস্টে বন্ধ করা, পরিবেশগত অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা, স্থানীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ। দরকার অনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিতকরণ এবং পর্যটন আয় থেকে স্থানীয় উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বিনিয়োগ।

সুবাসী ভাবে, তার বাবার স্বপ্ন কি শেষ হয়ে যাবে? স্থানীয় কিছু প্রবীণ আজও চান, পুরাতন পরিবেশ ফিরে আসুক। পর্যটনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটানো, কিন্তু যদি এটি শুধুই বেপরোয়া আনন্দের মঞ্চে পরিণত হয়, তাহলে একসময় তা আকর্ষণ হারাবে। সিকিমের কিছু এলাকায় পরিবেশবান্ধব পর্যটনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গেও তেমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পর্যটকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে— প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে ভ্রমণ করতে হবে।

সঠিক পরিকল্পনা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয়দের সচেতনতা ও পর্যটকদের দায়িত্বশীল আচরণ— এই চারটি দিক একসঙ্গে এগোলেই হোমস্টে ট্যুরিজম সফল হবে। না হলে, পাহাড়ি গ্রামগুলোর ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে শুধুই কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার মঞ্চ।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ইংরেজি বছরের মাস ৪। উঁচু থেকে নীচে নেমে আসা যে বস্তুকে সহজেই ধরা যায় ৫। অসাধারণ, নিজস্ব ৭। অশ্বশালা ৮। পিরের পুত্র ৯। খুব খিদের ভাব, খাওয়ার লালসা ১১। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ১৩। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপুত্র ১৪। কথাবার্তায় জাঁক ১৫। শিকল, বন্ধন।

উপর-নীচ : ১। বল প্রয়োগ, পীড়ন ২। ভারতের ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন গুহামন্দির ৩। হুড়োহুড়ি, লাফালাফি ৬। মিহি চালগুঁড়ো ৯। মহাভারতে উল্লিখিত একটি বনের নাম ১০। পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাবি নদী, মায়ানমারের নদীবিশেষ ১১। পেশাদার নর্তকী ১২। চোখের রোগবিশেষ।

সমাধান ■ ৪১৩০

পাশাপাশি : ১। বকাঝকা ৩। সাকিন ৫। সওদাপত্র ৭। শমন ৯। বখরা ১১। ময়নামতী ১৪। কামান ১৫। রসঘন।

উপর-নীচ : ১। বক্ষোদেশ ২। কাপার্স ৩। সারদা ৪। নক্ষত্র ৬। পরখ ৮। মলয় ১০। রামধনু ১১। মক্ষিকা ১২। নাচন ১৩। তীবর।

বিন্দুবিসর্গ

যুদ্ধে ৪ দিনের বেশি টিকবে না পাক সেনা!

নয়াদিল্লি, ৪ মে : পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানকে ভারতের 'জবাব' দেওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। ভারত হামলা চালালে পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে না বলে সেদেশের সরকার ও সেনার বিভিন্ন মহল থেকে বারবার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। তবে হামলা-পালটা হামলার জেরে সত্যিই যুদ্ধ বেধে গেলে পাকিস্তানের পক্ষে এক সপ্তাহও লড়াই চালিয়ে যাওয়া কঠিন। এএনআইয়ের সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের কাছে এখন মাত্র ৪ দিনের যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত গোলাবারুদ রয়েছে। অর্থাৎ, যুদ্ধ যদি তার বেশি দিন চলে, সেক্ষেত্রে পাক সেনার গোলন্দাজ বাহিনী অচল হয়ে যাবে।

তাদের কাছে যেসব অত্যাধুনিক এম১০৯ হাউইৎজার কামান রয়েছে, সেগুলির জন্য যে ১৫৫ মিমি শেল প্রয়োজন, তার জোগান খুব কম। বিএম২১ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ১২২ মিমি রকেটেরও ঘাটতি রয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর ভোলোদিমির জেলেনস্কি সরকারের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে পাকিস্তান। সেই চুক্তি অনুযায়ী, পাক সেনার জন্য বরাদ্দ প্রচুর গোলাবারুদ ইউক্রেনকে বিক্রি করেছে তারা। যে কারণে সেনার গোলাবারুদের ভাঁড়ারে টান পড়েছে।

এদিকে পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার জেরে ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। রিপোর্টে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানি সেনাকে গোলাবারুদের জোগান দেয় পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি (পিওএফ)। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা ক্রমাগত দেশটিকে গোলাবারুদ সরবরাহ করছে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ না হওয়ায় পিওএফের পক্ষে ইউক্রেনকে গোলাবারুদের জোগান দিয়ে দেশের সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। পাক সেনার অন্দরেও এই নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেনাকর্তাদের অনেকেই বাহিনীতে অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তানে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে সতর্ক করেছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া।

বাস্তবতা আঁচ করেই পাকিস্তানের কর্মকর্তারা চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন রাশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ খালিদ জামালি। ভারতের সম্ভাব্য হামলার জবাবে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। জামালি বলেন, 'ভারতীয় গণমাধ্যম এবং সেখান থেকে আসা দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য আমাদের বাধ্য করছে। ফাঁস হওয়া নথিতে পাকিস্তানের কিছু এলাকায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্তের কথা জানা গিয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে এটা আসন্ন। তিনি আরও বলেছেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের শক্তি নিয়ে বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমরা প্রচলিত এবং পারমাণবিক উভয় শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করব।'

সমীক্ষায় পূর্বাভাস

মায়ের স্নেহ... রবিবার নয়াদিল্লিতে।

শিখ হিংসার দায় নিলেন রাগা

নয়াদিল্লি, ৪ মে : ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী হিংসার দায় নিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কংগ্রেসের অতীতের যাবতীয় ভুল কাজের দায়ও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। সম্প্রতি আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে এক শিখ পড়ুয়া শিখবিরোধী হিংসা ও খালিস্তান আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন তাঁকে। ওই পড়ুয়া রাহুলকে এও জানান, শিখবিরোধী হিংসায় অভিযুক্ত সজ্জন কুমারের মতো বহু নেতা এখনও কংগ্রেসে রয়েছেন।

জবাবে রাহুল বলেন, 'শিখদের বিরুদ্ধে একাধিক ভুল কাজ যখন হয়েছিল, আমি তখন ছিলাম না। কিন্তু কংগ্রেস তাদের ইতিহাসে যা কিছু ভুল করেছে, আমি সেইসবের দায় নিতে পারলে অনেক বেশি খুশি হব। আমি প্রকাশ্যে বলেছিলাম, ৮-এর দশকে যা হয়েছিল তা ভুল হয়েছিল। আমি একাধিকবার স্বর্ণমন্দিরে গিয়েছি। শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে।'

রাহুল গান্ধির আগে ২০০৫ সালের ১১ অগাস্ট রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মনমোহন সিংও শিখবিরোধী হিংসার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিও ১৯৯৮ সালে শিখবিরোধী হিংসা ও অপারেশন ব্লু স্টারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। যদিও বিজেপি সেইসবে আমল না দিয়ে শিখ নিধনের ঘটনায় বারবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। রাহুলের দায়স্বীকারের

> শিখদের বিরুদ্ধে একাধিক ভুল কাজ যখন হয়েছিল, আমি তখন ছিলাম না। কিন্তু কংগ্রেস তাদের ইতিহাসে যা কিছু ভুল করেছে, আমি সেইসবের দায় নিতে পারলে অনেক বেশি খুশি হব।
>
> **রাহুল গান্ধি**

পরও গেরুয়া শিবিরের তোপবর্ষণ থামেনি। দলের আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে কটাক্ষ করেছেন, 'রাহুল গান্ধি মোটেই শিখদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। আগেরবার মার্কিন সফরে গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে উনি যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন, সেটা রাহুল গান্ধির মুখের ওপর বলে দিয়েছেন একজন তরুণ। রাহুল গান্ধিকে শুধু দেশের মধ্যেই নয়, দেশের বাইরেও যেভাবে অপদস্থ হতে হচ্ছে, সেটা নজিরবিহীন।'

১২৯ বছরে প্রয়াত যোগগুরু

লখনউ, ৪ মে : আধ্যাত্মিক ও যোগগুরু স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বারাণসীতে মারা গেলেন। বয়স হয়েছিল ১২৯ বছর। শারীরিক সমস্যাজনিত কারণে ৩০ এপ্রিল তাঁকে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শিষ্যরা জানিয়েছেন, শনিবার রাতে তাঁর প্রয়াণ হয়েছে। রবিবার ভক্তরা কবিরনগর কলোনির বাসভবনে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত যোগগুরুর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শিবানন্দ বাবাজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

তিনি নিজের জীবন যোগ ও সাধনার প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। পদ্মশ্রী শিবানন্দের শিবলোকে চলে যাওয়া শুধু কাশীবাসীর নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের এক অপূরণীয় ক্ষতি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ করেছেন।

শিবানন্দের জন্ম ১৮৯৬ সালের ৮ অগাস্ট ব্রিটিশ-ভারতের সিলেটে। মাত্র ছ'বছর বয়সে মা, বাবাকে হারান। বড় হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে, গুরু ওংকারনন্দ গোস্বামীর আশ্রমে। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাননি। গুরুর কাছে ব্যবহারিক, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে শিক্ষিত হন। তাঁর কথায় সুস্থ থাকার চাবিকাঠি, পরিমিত আহার, নির্লোভ জীবন ও যোগব্যায়াম।

আত্মঘাতী পড়ুয়া

কোটা, ৪ মে : নিটের আগের দিনই কোটায় আত্মঘাতী হল ১৮ বছরের এক তরুণী পরীক্ষার্থী। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ কোটার মেসবাড়ি থেকে ওই তরুণী পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ। মধ্যপ্রদেশের শোওপুর এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণী কোটায় একটি কোচিং সেন্টার থেকে নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চলতি বছরে এই নিয়ে ১৪ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল কোটায়।

মৃত ৩

ঝাড়খণ্ড, ৪ মে : শনিবার গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের এমজিএম হাসপাতালের একটি জরাজীর্ণ অংশ ধসে পড়ায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ বারোজনকে উদ্ধার করেছে। ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের নির্দেশে ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারি সেখানে পৌঁছোন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর তিনি জানান, ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে পাঁচলক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

জয়শংকরকে ফোনে আবেদন রুশ বিদেশমন্ত্রীর

শান্তির পথে বিরোধ মেটান

নয়াদিল্লি, ৪ মে : কেউ ইরাক, আফগানিস্তানে বোমা ফেলেছে বছরের পর বছর। কেউ লড়ছে ইউক্রেনে। প্রায় গোটা বিশ্বের যুদ্ধবিগ্রহে যারা ছায়া ফেলে, তারাই এখন ভারতকে 'সংযত' হওয়ার বার্তা দিচ্ছে। পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে বৃহত্তর সংঘাতে না যেতে ভারতকে পরামর্শ দিয়েছে আমেরিকা, চিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রাশিয়া। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করে ছিলেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ। জয়শংকরকে আলোচনর মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে সিমলা চুক্তি ও লাহোর ঘোষণাপত্রকে সামনে রাখার কথা বলেছেন লাভরভ।

প্রায় ৩ বছর ধরে ইউক্রেনে সেনা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। ইউক্রেনের অসামরিক বসতি এলাকায় হামলার বহু অভিযোগ রয়েছে ভ্লাদিমির পুতিনের সেনাদের বিরুদ্ধে। সেই পুতিন সরকারের ভারতকে শান্তির বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। দিল্লির রুশ দূতাবাস থেকে লাভরভ ও জয়শংকরের আলোচনার বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই লাভরভের কথা হয়েছে। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি এবং ১৯৯৯ সালের লাহোর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী চলতি সংকটের সমাধান চেয়েছে রাশিয়া।'

বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে পরামর্শ এলেও ভারত যে নিজের বিদেশনীতি মেনে পদক্ষেপ করবে জয়শংকরের বক্তব্যে সেটা বোঝা গিয়েছে। লাভরভের সঙ্গে বৈঠকের পর এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'পহলগাম হামলা নিয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িতদের কঠিন শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।' রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত 'আর্কটিক সার্কেল ইন্ডিয়া ফোরাম'-এ তিনি সাফ জানান, ভারতের কাছে সহযোগীদের গুরুত্ব রয়েছে। যারা ভারতের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে শুধু পরামর্শ দেবে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে না।

> আমরা যখন বিশ্বের দিকে তাকাই তখন আমরা অংশীদারদের খুঁজি। প্রচারকদের খোঁজ করি না। বিশেষ করে এমন প্রচারকদের ভারত গুরুত্ব দেয় না যারা আমাদের দেশের কথা না ভেবে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করে। - এস জয়শংকর

জয়শংকরের কথায়, 'আমরা যখন বিশ্বের দিকে তাকাই তখন আমরা অংশীদারদের খুঁজি। প্রচারকদের খোঁজ করি না। বিশেষ করে এমন প্রচারকদের ভারত গুরুত্ব দেয় না যারা আমাদের দেশের কথা না ভেবে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি ইউরোপের কিছু অংশ এখনও এই ধরনের মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করছে। তবে ধীরে ধীরে সেই অবস্থার বদল ঘটছে।' রাশিয়াকে পাশ কাটিয়ে যে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান অসম্ভব সেই কথাও বলেছেন বিদেশমন্ত্রী।

সেনা-ট্রাক খাদে, মৃত ৩ জওয়ান

শ্রীনগর, ৪ মে : পহলগামের জঙ্গি হামলার জেরে জঙ্গিদের খোঁজে কাশ্মীর জুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে রবিবার রামবান জেলায় সেনা কনভয়ের একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে ৭০০ ফুট গভীর গিরিখাতে পড়ে গেলে প্রাণ হারান ৩ সেনা জওয়ান। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের চাসমা ব্যাটারিতে। মৃত তিন জওয়ান হলেন সেপাই অমিত কুমার, সুজিত কুমার ও মন বাহাদুর। গিরিখাতের গভীরতা ও পড়ার অভিঘাতে ট্রাকটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ট্রাকটি পড়ার বিকট শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ, সেনা ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে উদ্ধারে হাত লাগান স্থানীয়রাও।

ধৃত ২

চণ্ডীগড়, ৪ মে : পহলগাম কাণ্ডের জেরে দেশজুড়ে চলছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। এই আবহে পাকিস্তানকে সেনাবাহিনীর তথ্য ফাঁস ও চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হল দুই ব্যক্তি। চণ্ডীগড় গ্রামীণ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত পালক শের মাসিহ ও সুরয মাসিহ অমৃতসর সেনাছাউনি ও বায়ুসেনা ঘাঁটির ছবি, তথ্য ফাঁস করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

রাহুলকে পদ্মের 'রাম- খোঁচা'

নয়াদিল্লি, ৪ মে : ভগবান রামচন্দ্রকে পৌরাণিক চরিত্র বলায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে রাম ও হিন্দু বিরোধী বলে তীব্র সমালোচনা করল বিজেপি। সম্প্রতি আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটসন ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতের মহান সমাজ সংস্কারক এবং চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মোটেও ধর্মান্ধ ছিলেন না। রায়বেরেলির সাংসদের কথায়, 'আমাদের সমস্ত পৌরাণিক চরিত্র যেমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন দয়ালু, ক্ষমাশীল, স্নেহশীল।'

রাহুলের এই কথায় চটেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেন, 'হিন্দুদের এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে অপমান করা কংগ্রেসের পরিচয় হয়ে গিয়েছে। যাঁরা হলফনামা দিয়ে রামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন, রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করেছিলেন, হিন্দু সন্ত্রাসবাদ শব্দবন্ধটি চালু করেছিলেন তাঁরা এখন বলছেন, রামচন্দ্র নাকি পৌরাণিক চরিত্র। রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধি রাম মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানেও যাননি। এর থেকে ওঁদের রাম ও হিন্দু বিরোধী মানসিকতা ফুটে উঠেছে।' এখানেই থামেননি পুনাওয়ালা। তাঁর তোপ, 'ওঁরা পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলেন। বাহিনীর মনোবলে আঘাত করেন। ওঁরা রামবিরোধী, ভারতবিরোধী। মানুষ ওঁদের কখনও ক্ষমা করবে না।' বিজেপির আরও এক মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারীর কটাক্ষ, ওঁরা হিন্দু ধর্মকে বিদ্রুপ করেন, ভগবান রামকে নিয়ে প্রশ্ন করেন, ভোটের সময় সনাতনের প্রতি মেকি ভালোবাসা দেখান। কংগ্রেস পুরোপুরি হিন্দু-বিরোধী।'

রাহুল যে বিজেপির বক্তব্য মানেন না, সেটা তাঁর কথাতেই পরিষ্কার। তিনি ওই আলোচনাসভায় সাফ বলেছেন, 'বিজেপি যে ধ্যানধারণাকে হিন্দু বলে চালায়, আমি সেটাকে হিন্দু বলে মানি না। আমি মনে করি, হিন্দুর ধারণা অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়, গ্রহণযোগ্য, সহনশীল এবং খোলামেলা। প্রত্যেকটি রাজ্য ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ধারণাকে সমর্থন করার মানুষ আছেন। গান্ধিজি সেরকমই একজন। আমার কাছে ভয় থেকেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মায়। আপনি যদি ভয় না পান, তাহলে আপনি কাউকে ঘৃণাও করতে পারবেন না।'

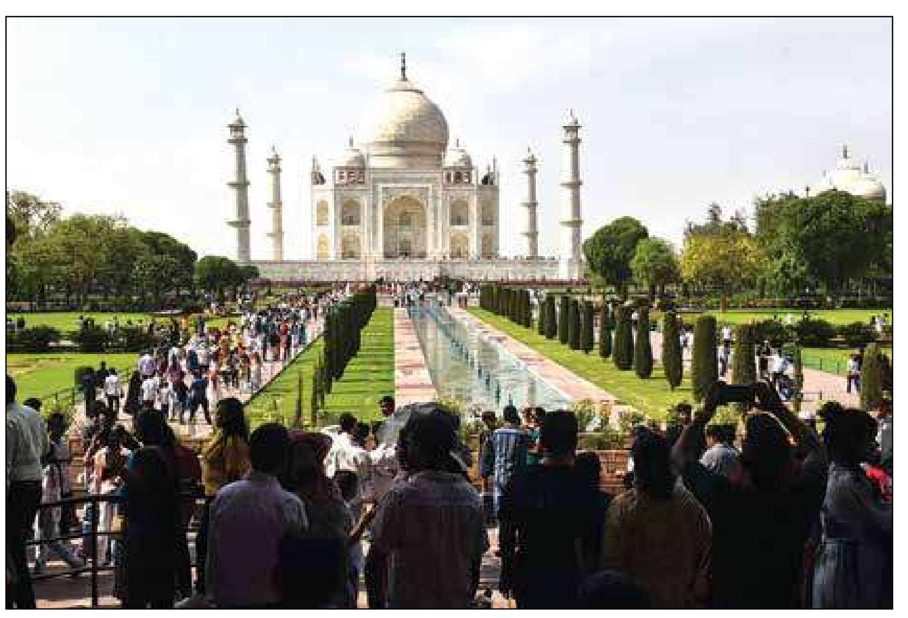

রবিবার ছুটির দিনে প্রেমের তাজের সামনে ভিড় পর্যটকদের। আগ্রায়। -পিটিআই

ইজরায়েলের বিমানবন্দরে হুতি-হামলা

তেল আভিভ, ৪ মে : ইয়েমেনে ঘাঁটি গেড়ে থাকা হুতি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। রবিবার প্রত্যাঘাত করল হুতিরা। ইজরায়েলের বৃহত্তম বিমানবন্দর বেন গুরিয়নে আছড়ে পড়ে হুতি জঙ্গিদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র। ৪টি প্রতিরক্ষা বলয় ভেদ করে বিমানবন্দরের প্রধান টার্মিনাল থেকে মাত্র ৭৫ মিটার দূরে আঘাত হানে সেটি। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে সেখানে একটি ২৫ মিটার গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইজরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো লক্ষ্য করে এটি সবচেয়ে বড় হামলা।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরেই সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর। হামলার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের। সেটিকে আবু ধাবির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি সূত্রের দাবি, এআই-১৩৯ বিমানটি দিল্লি থেকে রওনা দিয়েছিল। সেটি জর্ডনের আকাশসীমায় প্রবেশের পর বেন গুরিয়নে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর আসে। তখন বিমানটির গতিপথ বদলে আবু ধাবির দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিমানের যাত্রী ও কর্মীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

এদিকে হুতিদের হামলার কড়া জাবাব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'হুতিদের আক্রমণের জবাব ইজরায়েল একবারে দেবে না। এই আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়া হবে ধারাবাহিকভাবে। আমরা ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

পাকিস্তানে চন্দ্রভাগার জল বন্ধ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ মে : সিন্ধু জলচুক্তি বাতিলের পর ধাপে ধাপে এগোচ্ছে ভারত। প্রথম ধাপে পাকিস্তানকে সিন্ধু সহ ৬টি নদীর জলপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। যার জেরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বন্যা মোকাবিলায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে পাকিস্তান সরকারকে। এবার বাতিল জলচুক্তির আওতায় থাকা চন্দ্রভাগা নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হল। সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের রামবাণ জেলায় চন্দ্রভাগা নদীর ওপর অবস্থিত বাগলিহার বাঁধের মাধ্যমে জলের প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে পাকিস্তানে চন্দ্রভাগার নদীখাত প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বিতস্তার ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ করা হতে পারে।

পাকিস্তানের আপত্তি উপেক্ষা করেই বিতস্তার ওপর কিষনগঙ্গা বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করেছে

বাতিল সিন্ধু জল চুক্তি

ভারত। সেই বাঁধের জলও বন্ধ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রটি জানিয়েছে, জলচুক্তি পালনের দায়বদ্ধতা না থাকায় এখন থেকে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার জল নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত। এর ফলে গ্রীষ্ম ও বর্ষা দুই ঋতুতেই সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান। বাঁধ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, 'পহলগাম হামলার পর স্বল্পমেয়াদি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে জল সরবরাহ সীমিত করা হয়েছে। বাগলিহার বাঁধের স্লুইস গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি সাময়িক পদক্ষেপ। কিন্তু এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে।'

মোদির হস্তক্ষেপ চান বরখাস্ত জওয়ান

নয়াদিল্লি, ৪ মে : হাল ছাড়ছেন না সিআরপিএফ জওয়ান মুনির আহমেদ। পাক তরুণীকে বিয়ে করে চাকরি থেকে বরখাস্ত মুনির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুনির জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানাবেন তিনি।

এর পাশাপাশি মুনির দ্বারস্থ হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। তাঁর বক্তব্য, 'আমি ন্যায় বিচার চাই। প্রধানমন্ত্রী ও স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছি এইজন্য। আমাকে ন্যায় বিচার দিতেই হবে। আমার বিয়ে হয়েছে ২০২৪ সালে। ২০২২ থেকে একথা দপ্তরকে বলে এসেছি। আমি কি বেআইনি কিছু করেছি?'

পহলগাম কাণ্ডের পর বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। মুনিরের দাবি, তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে এবং প্রথামাফিক অনুমতি নিয়েই বিয়ে করেছিলেন। যদিও সিআরপিএফের অভিযোগ, পাক নাগরিককে বিয়ে করার খবর মুনির তাদের কাছে চেপে গিয়েছিলেন।

চাকরি চলে যাওয়ার খবর প্রথমে সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারেন মুনির। তিনি বলেন, 'তারপরেই আমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি

পাক তরুণীকে বিয়ের জের

পাই। সেই চিঠি আমি ও আমার পরিবারকে ধাক্কা দিয়েছে। কারণ, পাক মহিলার সঙ্গে বিয়ের অনুমতি চেয়েছিলাম। পেয়েওছিলাম।' তাঁর কথায়, 'আমাকে পাসপোর্ট, বিয়ের কার্ড এবং হলফনামার কপি জমা দিতে বলা হয়েছিল। আমার, বাবা-মা, সরপঞ্চ এবং জেলা উন্নয়ন পরিষদের সদস্যের হলফনামা জমা করেছি। ৩০ এপ্রিল, ২০২৪-এ সদর দপ্তর থেকে অনুমোদন পেয়েছিলাম।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার ব্যাটালিয়নে বিয়ের ছবি, কাগজপত্র এবং সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলাম।'

এদিকে শুধু বিনা অনুমতিতে বিয়েই নয়, মুনিরের বিরুদ্ধে স্ত্রীর ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থাকতে সাহায্য করার অভিযোগ করা হয়েছে সিআরপিএফের তরফে। জম্মুর ঘরোটার বাসিন্দা মুনির ২০১৭ সালে চাকরিতে যোগ দেন। তাঁর স্ত্রী মিনাল খান পাক পঞ্জাবের বাসিন্দা। তাঁদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অনলাইনে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। পহলগাম কাণ্ডের পর বোঝা যাচ্ছে সব ঠিক ছিল না। অভিযোগ ওঠে, মুনির শৃঙ্খলা ভেঙেছেন।

বেশি গরমে বিপদ

গরম বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে হাইপারথার্মিয়া ও হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি। হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ তাপমাত্রা অনুভব করলে কী করবেন জানালেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অভেদ বিশ্বাস**

হাইপারথার্মিয়া কী

হাইপারথার্মিয়া হল শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব কৌশল রয়েছে। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে অতিরিক্ত ঘাম হয়, প্রস্রাব কমে আসে, তৃষ্ণার্ত বোধ হয় এবং অতিরিক্ত জল খাওয়া হয়। হাইপারথার্মিয়াতে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো কাজ করে না। ফলে বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন –

পেশিতে খিঁচুনি : গরমে কাজ করলে অতিরিক্ত জল খাওয়া হয়। সেইসঙ্গে প্রস্রাব আর ঘাম বেশি হয়। সেজন্য শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে গিয়ে পেশিতে খিঁচুনি হয়। এক্ষেত্রে বিশ্রাম ও জল-ইলেক্ট্রোলাইট খেতে হয়।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া : দীর্ঘসময় গরমে দাঁড়িয়ে থাকলে বা হঠাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে বিশেষত বয়স্ক মানুষের রক্তচাপ কমে গিয়ে মাথা ঘোরে বা অজ্ঞান হয়ে যান। এটি বিপজ্জনক নয়, তবে সতর্কতা দরকার।

অবসাদ : হিটস্ট্রোক থেকে হিট এগজশনের পার্থক্য হল, প্রথমটিতে স্নায়বিক দুর্বলতা থাকে, অর্থাৎ মানসিক বিভ্রান্তি, খিঁচুনি, অবচেতন বা অচেতন অবস্থা ইত্যাদি হয়। তাপজনিত অবসাদ হিটস্ট্রোকের পূর্ববর্তী ধাপ। সেক্ষেত্রে রোগীর দেহের তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়।

লক্ষণ : দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, প্রচণ্ড ঘাম, বমিবমি ভাব, মাথাব্যথা, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস।

করণীয় : বিশ্রাম, ঠান্ডা আবহাওয়া, জল ও ইলেক্ট্রোলাইট দিলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।

হিটস্ট্রোক

এটি তাপমাত্রাজনিত অবস্থা। এক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (বা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)-এর বেশি হয়ে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। ফলে বিভ্রান্তি, খিঁচুনি বা অবচেতনা দেখা যায়।

প্রকারভেদ অনুযায়ী হিটস্ট্রোক দুই রকম

ক্ল্যাসিকাল হিটস্ট্রোক : এটি বয়স্ক বা শিশুদের দেখা যায়। অতিরিক্ত গরম পরিবেশে থাকার ফলে এমন হয়ে থাকে। এতে ঘাম কমে যায় বা একেবারেই

হয় না। সাধারণভাবে একে হিটস্ট্রোক বলা হয়।

এক্সারশনাল হিটস্ট্রোক : অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে ট্রাফিক পুলিশ, সৈনিক, খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত ঘাম হলেও তাঁরা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন।

লক্ষণ : শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা, বিভ্রান্তি, খিঁচুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যায়, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস বেড়ে যায়, ত্বক গরম ও শুষ্ক হয়ে যায়, ঘাম কম বা বন্ধ হয়ে যায় (বিশেষত ক্ল্যাসিকাল হিটস্ট্রোকে), কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্রের প্রভূত ক্ষতি হয়।

চিকিৎসা

- রোগীকে তাৎক্ষণিক ঠান্ডা করা, বরফ জলে বা ঠান্ডা জলে স্নান
- স্যালাইন দিয়ে বা অতিরিক্ত ঠান্ডা জল ও ইলেক্ট্রোলাইটের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা
- কিডনি, লিভার, ফুসফুস, রক্ত চলাচল প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা

প্রতিরোধ

- খুব প্রয়োজন না হলে অতিরিক্ত গরম এড়িয়ে চলা, বিশেষত বয়স্ক, শিশু বা যাদের কোমর্বিডিটি রয়েছে
- পর্যাপ্ত জল ও ইলেক্ট্রোলাইট খাওয়া
- হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা
- শরীরকে ঠান্ডা থেকে গরমে অভ্যস্ত করা

শরীরকে ঠান্ডা করার পদ্ধতি

- রোগীকে ঠান্ডা জলের মধ্যে রাখা যেতে পারে
- শরীরকে ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা বা ভেজা তোয়ালে বা কাপড় ভিজিয়ে রেখে বাতাস করা
- ঘাড়, বগল ও কুঁচকিতে আইস প্যাক বা বরফ জল দেওয়া
- আইভি স্যালাইন দিতে হবে
- রোগী খেতে পারলে জল ও ইলেক্ট্রোলাইটের মিশ্রণ দেওয়া যেতে পারে
- প্রয়োজনে অক্সিজেন দিতে হবে
- খিঁচুনি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ডায়জিপাম বা লোরজিপাম দিতে হবে
- কিডনি, লিভার, রক্ত চলাচল, ব্লাড সুগার, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, প্রস্রাবের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে

কখন আইসিইউ সাপোর্ট

- যদি এক বা একাধিক অঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে রোগীকে আইসিইউতে রাখতে হবে

যা এড়িয়ে চলতে হবে

- কিডনি বা লিভারের ওপর চাপ ফেলে এরকম ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না
- পেশি ক্ষয় এড়াতে সঠিক হাইড্রেশন
- রোগীকে দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য রক্তচাপ শীঘ্র নেমে যেতে পারে, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ঠান্ডা করতে হবে

বাঁচাতে পারে ডায়েটই

গরমকালে প্রায়শই ডিহাইড্রেশন এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে, যা কখনো-কখনো বিপজ্জনক হতে পারে। এই সময় শরীরকে হাইড্রেট রাখা সবচেয়ে জরুরি। লিখেছেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

সুস্থ থাকতে যা করবেন –

- সারাদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খান, বিশেষ করে জল। তবে জল ছাড়াও বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন রকমের মরশুমি ফলের রস যেমন, তরমুজ, লস্যি, ছাতুর শরবত, ডাবের জল, চিনি ও লবণের শরবত ইত্যাদি খেতে হবে, যা শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখবে। এগুলো বাচ্চারাও খাবে। তবে ডায়াবিটিকদের অবশ্যই ফলের রস শরবত এড়িয়ে চলতে হবে। বিভিন্ন পানীয়ের বেলের শরবতের তুলনা হয় না। বেলের মধ্যে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, রাইবোফ্লাভিন, ভিটামিন-সি, থায়ামিন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ফাইবার। এই শরবত খেলে শরীর ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি বদহজম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সঙ্গে আমাশয়ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই শরবত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং গ্যাসের সমস্যা কমে এবং সহজে হজম হয়। শরীরকে ডিটক্স করার ক্ষেত্রে বেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- এছাড়া প্রচণ্ড গরমে নিজেকে হাইড্রেট রাখতে অবশ্যই শসা খাওয়া ভালো। এতে ভিটামিন-সি, ভিটামিন-কে, পটাশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ থাকে, যা শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রা বজায় রেখে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে এতে ফাইবার থাকায় ডায়াবিটিকদের জন্যও উপকারী।
- ডায়েটে রাখতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি, যাতে থাকবে ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই সব উপাদান হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

খাদ্যতালিকা থেকে যা বাদ দিতে হবে

- অতিরিক্ত ক্যাফিন জাতীয় পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে
- বাদ দিতে হবে অ্যালকোহল, যা শরীরকে ডিহাইড্রেট করে
- অতিরিক্ত মশলা ও তেল জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে যাতে শরীরে বদহজম হতে পারে

টিবি'র সঙ্গে জিনের সম্পর্ক নেই

যক্ষ্মা বা টিউবারকিউলোসিস (টিবি) নিয়ে এখনও মানুষজনের মধ্যে বহু ভুল ধারণা রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে সচেতনতার অভাবও। তবে রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে গেলে আগে চিনতে হবে উপসর্গ। টিবি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানালেন কোচবিহারের পিকে সাহা হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ফিজিশিয়ান **ডাঃ দ্বৈপায়ন ঘোষ**

■ টিবি মানেই কি ছোঁয়াচে?

■■ টিবি আমাদের শরীরের যে কোনও অংশেই হতে পারে। হাড়ে হলে বোন টিবি, বুকে হলে পালমোনারি টিবি, মস্তিষ্কে হলে টিবি মেনিনজাইটিস এবং চোখে হলে তাকে অকুলার টিবি বলে। বুকে যদি টিবি হয় এবং কফের মধ্যে যদি টিবির জীবাণু পাওয়া যায়, তাহলে একমাত্র হাঁচি-কাশির মাধ্যমে তা ছড়ায়, অন্যথায় নয়।

■ ঠিক কখন একজন মানুষ সন্দেহ করবেন যে তাঁর টিবি হতে পারে?

■■ টিবি রোগের কিছু কনস্টিটিউশনাল উপসর্গ রয়েছে যেটাকে বলা হয় '১০-এস'। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ- দুই সপ্তাহের বেশি জ্বর ও কাশি, ওজন কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, গা-হাত-পায়ে ব্যথা এবং ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া।

এছাড়া শরীরের যে নির্দিষ্ট অংশে টিবি হয়েছে, সেই অংশবিশেষে নির্দিষ্ট উপসর্গ হবেই, যেমন পালমোনারি টিবি হলে কিছু ক্ষেত্রে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোতে পারে। অনেকেই ভাবেন টিবি মানে কাশির সঙ্গে রক্ত। কিন্তু এটা যে সবসময় হবেই, এমনটা নয়।

■ টিবি তো আমাদের বংশে ছিল না ডাক্তারবাবু, তাহলে কীভাবে হল?

■■ এটা দারুণ বলেছেন। রোজ কত মানুষ যে এই প্রশ্নটি করেন! টিবি বা টিউবারকিউলোসিস জীবাণুঘটিত রোগ, জীবাণুটির নাম মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস, যেটি আসে অন্য একজন আক্রান্ত ব্যক্তির সংক্রামিত জৈবিক নমুনার মাধ্যমে, যেমন কফ, থুতু ইত্যাদি। এর সঙ্গে বংশ বা জিনের প্রায় কোনও সম্পর্কই নেই।

■ কী কী পরীক্ষায় টিবি ধরা পড়বে এবং কোথায় তা করানো যায়?

■■ বুকের টিবি (পালমোনারি)-র ক্ষেত্রে কফ পরীক্ষা করতেই হবে। প্রাথমিকভাবে AFB বা ZN স্টেইন করানো হলেও, এখন আমরা বেশি জোর দিই CBNAAT বা TRUNAAT কফ পরীক্ষায়। এতে অনেক সহজে এবং অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা যায়।

এই পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে উপলব্ধ। এছাড়া অনুমোদিত বেসরকারি ল্যাবেও হয়। যে অংশে টিবি সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই অংশবিশেষে রস, পুঁজ, টিস্যু ইত্যাদির আরও নানা পরীক্ষা করতে হয়।

■ টিবি ধরা পড়লে কি সেরে যায়? কীভাবে শুরু হয় চিকিৎসা?

■■ টিবি দুই ধরনের- সাধারণ বা ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি এবং জটিল বা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। তাই চিকিৎসা শুরু করার আগেই জানা দরকার কোন ধরনের টিবি হয়েছে। এটা জানার জন্য CBNAAT পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

যদি সাধারণ টিবি হয়, তাহলে শরীরের ওজন অনুযায়ী ৪এফডিসি (4FDC) ওষুধ শুরু করা হয়। আর যদি জটিল টিবি ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে LPA, MGIT90 CDST ইত্যাদি পরীক্ষার পরই নির্দিষ্ট ওষুধ ঠিক করা উচিত।

■ বাড়িতে টিবি রোগী থাকলে কী সাবধানতা মেনে চলা উচিত?

■■ ওষুধ শুরু হওয়ার প্রথম এক মাস অবশ্যই রোগীকে এবং পরিচর্যা যিনি করছেন তাঁকে মাস্কের ব্যবহার করা, রোগীকে সঠিক ডায়েট চার্ট মেনে খাওয়ানো, তার কফ-থুতু যত্রতত্র না ফেলা, মাসে মাসে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো অল্প কিছু টেস্ট করানো প্রয়োজন।

আরও একটি কথা, রোগীর সংস্পর্শে যাঁরা আসছেন তাঁদের কিছু নিয়ম ও গাইডলাইন মেনে কিছুক্ষেত্রে প্রোফাইলেক্টিক ওষুধ খেতে হতে পারে। এর জন্যও ডাক্তারবাবুর পরামর্শ প্রয়োজন।

ভারত এখনও টিবি রোগের মূলস্থল হলেও গত কিছু বছরে টিবি এলিমিনেশন প্রোগ্রামে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। এর সঙ্গে শুধু প্রয়োজন সাধারণ কিছু সচেতনতাবোধ ও সময়মতো রোগ নির্ধারণ করে সত্বর চিকিৎসা শুরু করা।

ছোট্ট তারা

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে বর্ণালি দাস। ছোট থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক তার। স্কুলের নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মন জিতেছে।

পাড়ায় পাড়ায়

নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, বর্ষায় দুর্ভোগের শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ৪ মে : নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে শিলিগুড়ি শহরের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশে। বিশেষ করে টুকরা সিং রোড সহ জাতীয় সড়ক সংলগ্ন রায় কলোনিতে ভোগান্তি বেশি। ফলে আগামী বর্ষায় জল জমার আশঙ্কা ওই এলাকায়। টুকরা সিং রোডে ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসও রয়েছে। জল জমলে সেই অফিসে কাজের সমস্যা হয়। পঞ্চায়েত প্রধান অভিরাম সাইবো বলেন, 'নিকাশিনালার জন্য একাধিকবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি। কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

টুকরা সিং রোড সহ রায় কলোনির একাধিক রাস্তা জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত। রাস্তার ধারের নিকাশিনালাগুলো জাতীয় সড়কের পাশে বড় নালার সঙ্গে যুক্ত ছিল আগে। ফলে রায় কলোনির রাস্তার জল বড় নালায় মিশে যেত। গত বছর সমস্যার সূত্রপাত হয় ফোর লেন নির্মাণ শুরু হলে। বড় নালা ভেঙে

শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ড

নতুন নালা তৈরি করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, রায় কলোনির রাস্তাগুলোর পাশের নিকাশিনালার সঙ্গে নতুন বানানো বড় নালার সংযোগ করা হয়নি। এতে জল যেতে না পেরে সামান্য বৃষ্টিতেই ওই রাস্তাগুলো ডুবে যাচ্ছে।

পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'আমরা অনেক টাকা খরচ করে ওই নালাগুলি বানিয়েছিলাম।' ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নীচের তলার একাংশ গত বছর ডুবে গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ললিত রায় বলেন, 'জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী প্রতিটি রাস্তাই গত বছর হাঁটুসমান জলে ডুবে গিয়েছিল। সমস্যার সমাধান না হলে এবছরও একই দুর্ভোগ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অমিতাভ তিওয়ারি বলেন, 'শুধু কাজ করলে হয় না, মানুষের কাজে লাগছে কি না, সেদিকেও নজর রাখতে হয়।'

আন্ডারপাসে জল জমে বাড়ে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ৪ মে : জলনিকাশির সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই চতুর্থ মহানন্দা সেতুর নীচের আন্ডারপাসে জল থইথই অবস্থা। ফলে বাধ্য হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় খোলাই বকতরির স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে বারবার জানানো সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা আন্ডারপাসে জলনিকাশি ব্যবস্থার জন্য কাজ শুরু করব। আশা করছি তখন আর সমস্যা হবে না।'

নাগরিক সমস্যা

বর্ধমান রোডের সঙ্গে মাটিগাড়ার সংযোগকারী ওই আন্ডারপাস দিয়ে প্রতিদিন প্রায় হাজারেরও বেশি মানুষ জংশন থেকে হিলকার্ট রোডে যাতায়াত করেন। স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জুর আলম ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'বর্ষায় আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। নৌকাঘাট এলাকা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।'

আরেক বাসিন্দা বিভূতি প্রসাদ বললেন, 'আন্ডারপাসের ভেতরে নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। আশপাশের সমস্ত নিকাশিনালা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে।'

রোজ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন প্রশান্ত মাহাতো। তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এলাকায় দখলদারির জেরে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নালাগুলিতে বেশি জল জমলে তা উপচে পড়ে আন্ডারপাসের ভেতর জমে যায়। বর্ষায় তো চরম ভোগান্তি হয়।' মণীন্দ্র রায়ের কথায়, 'বর্ষায় জল জমলেই নেতারা এখানে আসেন। প্রত্যেকে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় না। এবারেও হয়তো আমাদের ওই একই সমস্যার মুখে পড়তে হবে।'

মহানন্দা নদীর লালমোহন মৌলিক ঘাটে শুরু হয়েছে বাঁধ সংস্কার। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

ই-রিকশা, ই-অটোর বিরুদ্ধে অভিযান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ মে : লাইসেন্স ছাড়া ই-রিকশা ও ই-অটো নিয়ে শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ানো চালকদের ধরপাকড় শুরু করল পুলিশ। শিলিগুড়ি শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে চালকদের লাইসেন্স রয়েছে কি না, গত কয়েকদিনে তা পুলিশকে যাচাই করতে দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, শিলিগুড়ির প্রধান রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ানো সিংহভাগ ই-রিকশা ও ই-অটোচালকদেরই লাইসেন্স নেই। লাইসেন্সহীন ই-রিকশা ও ই-অটো নিয়ে গত ২৮ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড, এসএফ রোড, সেবক রোডে চালকদের লাইসেন্স রয়েছে কি না, এখন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'লাইসেন্স ছাড়া যাঁরা ই-রিকশ বা ই-অটো চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিয়ম মেনে যাতে সব ই-অটো বা ই-রিকশা চলে, সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য পুলিশ ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে।' ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় কোনও টোটো চলে না। সবই রেজিস্ট্রেশন করা ই-রিকশা ও

ই-অটো। টোটোর থেকে এগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা ভালো রয়েছে।'

সূত্রের খবর, প্রতিদিনই শিলিগুড়ির রাস্তায় রেজিস্ট্রেশন করা নতুন নতুন ই-অটো ও ই-রিকশা নামছে। কিন্তু যাঁরা সেগুলি চালাচ্ছেন, তাঁদের সিংহভাগেরই কোনও প্রশিক্ষণ নেই। এমনকি সেইসব চালকদের কোনও লাইসেন্সও নেই। তবে পুলিশি ধরপাকড় শুরু হতেই লাইসেন্সের জন্য পরিবহণ দপ্তরে আবেদন করার ভিড় জমছে বলে খবর। শহরের বাসিন্দারা অবশ্য পুলিশের এমন ধরপাকড়কে স্বাগত জানিয়েছে। বাবুপাড়ার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক সমীর সেনগুপ্ত বলেন, 'সব ই-রিকশা ও ই-অটোচালকদের লাইসেন্স থাকতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া যাতে কেউ নতুন ব্যাটারিচালিত যানগুলি কিনতে না পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে। সকলে যাতে লাইসেন্স তৈরি করান, সেজন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। তাহলে দ্রুত সকলে লাইসেন্স বানাতে বাধ্য হবেন।'

রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের গাইডলাইন অনুযায়ী সব ই-রিকশা ও ই-অটোচালকদের লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সেই লাইসেন্সকে এতদিন শহরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না বলেই অভিযোগ। ঘোগোমালির বাসিন্দা ঋদ্ধি কর্মকারের বক্তব্য, 'ই-অটো বা ই-রিকশাচালকদের যে লাইসেন্স প্রয়োজন, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। সেই কারণে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে প্রচার চালানো প্রয়োজন।'

আবর্জনা সংগ্রহের পর্যাপ্ত গাড়ি নেই

মহকুমা পরিষদের দ্বারস্থ আঠারোখাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ মে : আবর্জনা সমস্যায় নাজেহাল আঠেরোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু এলাকা। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন এই এলাকায় দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। শিবমন্দির সহ আশপাশের এলাকা মিলিয়ে ৩০টি সংসদের মানুষ বর্তমানে আবর্জনা সমস্যায় ভুগছেন।

পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে চিন্তায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের গাড়ির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য মহকুমা পরিষদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্লাস্টিক বুথগুলোতে প্লাস্টিক ফেলা না হলে ফাইন নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা খাসনবিশ বলেছেন, '১০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত ফাইন নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে আইন তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের পরিষেবা যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে দেওয়া যায়, সেজন্য আরও পাঁচটি গাড়ি চাওয়া হয়েছে মহকুমা পরিষদের কাছে।'

এব্যাপারে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'গাড়ি পেয়ে যাবে। ওটায় কোনও সমস্যা হবে না।' বিশেষ করে আরবান এলাকাগুলোতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের পরিষেবা আরও সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দিতে মহকুমা পরিষদ বিশেষ নজর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি।

এ মুহূর্তে যেখানে একের পর এক অ্যাপার্টমেন্ট, ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, হোটেল গজিয়ে উঠছে, সেই আঠারোখাই এলাকায় জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা বলতে রয়েছে মাত্র পাঁচটি গাড়ি। এছাড়াও রয়েছে ১০টি প্লাস্টিক বুথ। এই বুথগুলো মূলত তৈরি করা হয়েছে প্লাস্টিকের সামগ্রী ফেলার জন্য। যদিও অধিকাংশ বুথেই জঞ্জাল ফেলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এ প্রসঙ্গে শিবমন্দিরের বাসিন্দা অভিজিৎ দাস বলছিলেন, 'আসলে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। সেই কারণে এই সমস্যা।'

শিবমন্দির সহ সদর এলাকায় পাঁচটি গাড়ির মাধ্যমে জঞ্জাল অপসারণ করা গেলেও তারাবাড়ি সহ গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এই পরিষেবা এখনও চালু করা যায়নি। এদিকে, জনসংখ্যা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে আবর্জনা। নানা জায়গায় চোখে পড়ছে আবর্জনার স্তূপ।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন, 'আমরা গ্রামীণ এলাকায় এখনও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের সুবিধা দিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের আরও গাড়ির প্রয়োজন।' প্লাস্টিক সমস্যার সমাধানে গ্রাম পঞ্চায়েত একটি গাড়ি পেলেও সেটা এখনও চালু করতে পারেনি গ্রাম পঞ্চায়েত। এব্যাপারে প্রধানের বক্তব্য, 'চালক পাওয়া গেলেই আমরা প্লাস্টিক সংগ্রহের গাড়ি চালু করে দেব।' এখন দেখার, কবে পরিষেবা চালু হয়।

বিপাকে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

সমস্যার পাঁচকাহন

- শিবমন্দির সহ আশপাশের এলাকা মিলিয়ে ৩০টি সংসদের বাসিন্দারা জঞ্জাল সমস্যায় ভুগছেন
- এ মুহূর্তে আঠারোখাইয়ে জঞ্জাল অপসারণের জন্য মাত্র পাঁচটি গাড়ি রয়েছে
- ১০টি প্লাস্টিক বুথ, অধিকাংশ বুথে আবর্জনা ফেলছেন স্থানীয়দের একাংশ
- বুথগুলোতে প্লাস্টিক ফেলা না হলে ফাইন নেওয়া হবে, জানিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত
- গাড়ি মিলবে, আশ্বাস পরিষদের সভাধিপতির

কার্তুজ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৪ মে : শনিবার রাতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ রাকেশ মিস্ত্রি নামের এক তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বাড়ি থেকে ছয় রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে। ৩০ এপ্রিল রাতে ভক্তিনগর থানা এলাকায় ওই তরুণকে দশ রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর হেপাজতে নিয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণ শালুগাড়া ফায়ার রেঞ্জের বাইরে থেকে কার্তুজগুলো সংগ্রহ করেছে। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের উদ্যোগে চতুর্থ তরাই নাট্য উৎসব ২০২৫ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে। প্রথম দিনের নাটক দেবাশিসের পরিচালনায় অনীক কলকাতার প্রযোজনা 'আক্ষরিক'।

দেদার জল অপচয় ইসলামপুরে

সরকারি প্রচার সত্ত্বেও সচেতন নন নাগরিকদের একাংশ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ মে : ইসলামপুর শহরে পানীয় জলের অপচয় রুখতে বড় বড় হোর্ডিং আর বিজ্ঞাপনই সার। একাধিক ওয়ার্ডে ট্যাপকলের বিবকক নেই। দিনদুপুরে মাসের পর মাস ধরে চলছে অপচয়। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর সমস্যার সত্যতা স্বীকার করলেও 'দায় পুরসভার' বলে এড়িয়ে গিয়েছে। এদিকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা সাফাই গাইছেন, 'বোর্ড মিটিংয়ে এর আগে এই ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।'

প্রশ্ন উঠছে, আলোচনার পরেও অপচয় রুখতে বোর্ড কড়া পথে হাঁটছে কেন তবে? যদিও শুধু প্রশাসনকে দায়ী করলে চলবে না। আঙুল উঠছে সাধারণ মানুষের দিকেও। তাঁদের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। সঠিকভাবে ব্যবহার না করায় কোথাও ভেঙেছে বিবকক, কোথাও বা সেটা চুরির অভিযোগ উঠছে। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল অবশ্য সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে বা আদৌ হবে কি না, তা বলবে সময়।

ইসলামপুরের একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য ট্যাপকল বসানো হয়েছে। অথচ অধিকাংশের বিবকক উধাও। পানীয় জল অঝোরে পড়ছে। কিছু ট্যাপকল থেকে ২৪ ঘণ্টাই জল পড়তে দেখা যায়। যা দেখে ক্ষোভপ্রকাশ করেন সচেতন নাগরিকরা। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে শনি মন্দির থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত তিনটি ট্যাপকল। প্রতিটির বিবকক খোলা। সেই পথে দেখা হল স্থানীয় রাজকুমার চৌধুরীর সঙ্গে। বললেন, 'হঠাৎ দেখি একদিন পুরসভা থেকে এসে বিবকক লাগিয়ে দিয়ে গেল। কিছুদিন যেতে না যেতে সেটা উধাও হয়ে যাচ্ছে। অপচয় যে কবে বন্ধ হবে, জানে না কেউ।'

অপচয় রোধের বার্তা দিয়ে হোর্ডিং (বাঁদিকে)। ইসলামপুর শহরে বিবককহীন ট্যাপকল থেকে পড়ছে জল।

একই অভিজ্ঞতা ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ননীবালা ভৌমিকের। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পানীয় জলের প্রোজেক্ট বছরকয়েক আগে শুরু হয়েছিল। সেই প্রকল্পকে 'ব্যর্থ' দাগিয়ে দিলেন খোদ কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি। অনেকেই বলেন, ট্যাপকলের জল নাকি পানের অযোগ্য। তেমন হলেও তো ভূগর্ভস্থ জলের অপচয় হচ্ছে।'

১৫ নম্বরের কাউন্সিলার অর্পিতা দত্তর মতে, 'মানুষ সচেতন না হলে সমস্যা মিটবে না। বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করেছি। বিবকক লাগিয়ে দিলে দু'দিন বাদে আবারও যে খুলে ফেলা হবে না, গ্যারান্টি কে দেবে?'

অপচয় রুখতে আপনার দপ্তরের তরফে বড় বড় হোর্ডিং শহরে টাঙানো রয়েছে। তারপরেও ছবিটা বদলাল না কেন?

উত্তরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ মণ্ডলের প্রতিক্রিয়া, 'পুরসভা এলাকায় জল সংক্রান্ত বিষয়ের যাবতীয় দায়িত্ব পুর প্রশাসনের। তাদেরই জনতাকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে।' পুর চেয়ারম্যানের পালটা যুক্তি, 'ট্যাপকলগুলো থেকে যাতে সহজে কেউ ওটা খুলতে না পারে, তার বিকল্প ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকর করা হবে।'

একাংশ শহরবাসীর দাবি, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। গ্রীষ্মে পানীয় জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপচয় রুখতে পুর প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ কতটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়, এখন সেটাই দেখার।

শহরে ১৭ জোড়া বিয়ে

শিলিগুড়ি, ৪ মে : মন্দিরের মাইকে বিয়ের মন্ত্র ও বাজনা শুনে রাস্তায় চলতে চলতে উঁকি দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন অনেকে। সেখানে তখন একসঙ্গে সতেরো জোড়া বিয়ে। গণবিবাহ দেখতে রবিবার দেশবন্ধুপাড়া মহামায়া কালীবাড়িতে ভিড় জমালেন প্রচুর মানুষ। কেউ কেউ রিলসও বানালেন।

আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছেলেমেয়ের পরিবার যাতে বিয়ে নিয়ে পরিবারকে সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য নিজের উদ্যোগে গণবিবাহের আয়োজন করেছিলেন সুভাষপল্লির বিজনকুমার দাস ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জুরী দাস। নবদম্পতিদের আশীর্বাদ করতে এসে এলাকার কাউন্সিলার অভয়া বসু বলেন, 'খুব সুন্দর আয়োজন হয়েছে।'

এদিন আশিঘর, পূর্ব চয়নপাড়া, পাপিয়াপাড়া, একতিয়াশাল, বেলাকোবা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাত্রপাত্রীরা বিয়ের জন্য আসেন। আশিঘরের বাসিন্দা সুরজ পণ্ডিত বলেন, 'আমার বিয়ে করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। কিন্তু এখানে এসে দেখি এলাহি আয়োজন।'

অন্যদিকে নববধূ ডলি সিংহও জানান, তাঁর বাবার পক্ষে বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব ছিল না। তবে শুধু বিয়ে দেওয়া নয়, নবদম্পতির জন্য বিছানা, বাসন, পোশাক ও তত্ত্ব দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিলেন বিজন। তাঁর কথায়, 'এবার আমার এই আয়োজনের তৃতীয় বছর। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের সঙ্গে ৫০০ জনের খাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।'

অন্যের উচ্ছিষ্টে খোঁজ রসদের

আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি থেকে সামগ্রীর খোঁজে দুই খুদে। -শমিদীপ দত্ত

চুরির টাকায় সাউন্ড সিস্টেম, জামাকাপড়

শিলিগুড়ি, ৪ মে : মাসখানেক আগে ইসকন মন্দিরে পরিবারের সঙ্গে পুজো দিতে এসে নজর পড়েছিল প্রণামি বাক্সের ওপর। তখনই চুরির ফন্দি এঁটে ফেলে সম্রাট দাস। বাড়ি ফিরে শুরু হয় পরিকল্পনা। মাঝে আরও তিনবার মন্দিরে এসেছিল রেইকি চালাতে। পুরো পরিকল্পনা নিখুঁত করতে সম্রাট ঘুরেছিল মন্দিরের কোনায় কোনায়। তখনই তার চোখে পড়ে ফ্যান পরিষ্কারের জন্য তৈরি গ্রিলের ছোট দরজাটি।

রবিবার ধৃতের বিরুদ্ধে আরও পাকাপোক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে এসেছিল ফরেন্সিক টিম। মন্দিরের সেই ছোট গেটের পাশাপাশি প্রভুপাদের সিংহাসন থেকে হাত ও পায়ের ছাপের নমুনা সংগ্রহ করে তারা। তিনটি প্রণামি বাক্স থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এদিন, সেগুলো ভেঙেই লক্ষাধিক টাকা চুরি করেছিল সম্রাট।

সম্রাটকে গ্রেপ্তারের পর নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও বেশকিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। জানা গেল, চুরি করা টাকায় সম্রাট শখের জিনিস কিনেছে। গানের প্রতি তার বরাবরের ঝোঁক। ভালো মানের আওয়াজে গান শুনবে বলে সে দামি একটি সাউন্ড সিস্টেম কেনে। বাদ যাননি স্ত্রীও। প্রিয়তমার যাতে রান্নাবান্নায় কষ্ট না হয়, সেজন্য দোকান থেকে এসেছে নতুন মিক্সচার গ্রাউন্ডার। তালিকায় রয়েছে নিজের জন্য ব্র্যান্ডেড প্যান্ট আর জামা। এমনকি সম্রাট পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বড় ট্যুরে যাওয়ার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিল এরমধ্যে। তবে তার আগেই ক্যাচ কট কট।

গ্রেপ্তারের পর সে রাতেই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে হেপাজতে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। এই অর্থ আলমারির ভেতরে সম্রাট লুকিয়ে রেখেছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় সেটা মিলেছে।

ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাসের কথায়, 'ওই গ্রিলের দরজার ব্যাপারে আমারও ঠিক জানা ছিল না। পরে জানতে পারি। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাব যেন, অভিযুক্তের কড়া শাস্তি হয়। যেন পরবর্তীতে ও আর চুরির কথা না ভাবে।'

মেলেনি হোল্ডিং নম্বর, অনিশ্চয়তা হকার্স কর্নারে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ মে : পরপর সাজানো গোছানো দোকান। প্রায় ৩৫ বছর ধরে এসব দোকানেই ব্যবসা চলছে। কিন্তু তবু যেন চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে শিলিগুড়ি হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদের। তাঁদের কথায় স্পষ্ট ক্ষোভ ধরা দিল। তাঁদের অভিযোগ, এত বছর পরেও দোকানের হোল্ডিং নম্বর পর্যন্ত জোটেনি। এমনকি দোকানগুলিতে আজও অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করতে হচ্ছে। আসলে তাঁদের অস্তিত্বই যেন নেই।

এক সময়ে এখানে হকারি করতেন। পরে হকার্স কর্নার তৈরি হয়। এক-একটা দোকানও জুটে যায়। হকার থেকে দোকান মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য স্থানীয় দোকানদাররা ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন। তবে প্রকাশ্যে কেউ নিজেদের নাম বলতে চাননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ব্যবসায়ী সমিতি এসজেডিএ-র সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলার চেষ্টাই করেনি। আমাদের হাতে দোকানের মালিকানা পর্যন্ত নেই।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'আমাদের হকার্স কর্নারের একটা অংশ রেলের জায়গা। আরেকটা অংশ এসজেডিএ-র। এখানে ৩৫ বছর ধরে ব্যবসা করছি। অথচ স্থায়ীকরণ হয়নি। কেউ চেষ্টাও করছেন না। বরং নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে ব্যবসায়ীদের সমস্যার দিকে ঠেলছেন।'

রবিবার সন্ধ্যায় হকার্স কর্নার।

এক দোকানদারের অভিযোগ, 'যখনই কোনও দোকান হস্তান্তর হচ্ছে, তখন সেই টাকার একাংশ নিয়ে নিচ্ছে ব্যবসায়ী সমিতি। টাকা কোন খাতে খরচ হচ্ছে, জানতে পারছি না।' অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কানাই পোদ্দার। তাঁর বক্তব্য, 'কোনও টাকাপয়সা নেওয়া হয় না। সব অভিযোগ মিথ্যে। বহু বছর ধরে চেষ্টা করছি, যাতে আমরা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে।'

মাসখানেক আগে মার্কেটে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরি করেছে ব্যবসায়ী সমিতি। তা নিয়েও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কারণ মার্কেটের রাস্তা শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৈরি করার কথা। রাস্তাটি কেন ব্যবসায়ী সমিতি তৈরি করবে, সেসম্পর্কে ব্যবসায়ী সমিতির বক্তব্য, সমিতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে ব্যবসায়ীরা মেয়র গৌতম দেবের কাছে হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার আবেদন জানাবেন। ব্যবসায়ী সমিতির ওপর ভরসা করে আদতে কোনও লাভ হচ্ছে না বলেও অভিযোগ।

অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'দোকানের আবর্জনা ফেলার জন্য প্রায় পাঁচ মাস আগে ব্যবসায়ী সমিতি থেকে একটি করে বালতি দেওয়া হয়। সেসময় বালতি পিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল। তারপরও প্রতি মাসে জঞ্জাল ফেলার জন্য আমাদের ২০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। কোনও রসিদ পাচ্ছি না। অথচ জঞ্জাল সাফাই করার কথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের। তাহলে ব্যবসায়ী সমিতি কেন টাকা নিচ্ছে, জানি না।'

মন্দিরের প্রশংসা

দিঘা দর্শনে আগ্রহী খগেন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৪ মে : দিলীপ ঘোষের পর এবার কি বেসুরো উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। একটি ভাইরাল ভিডিওতে সাংসদকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে আমিও যাব।' রবিবার এই নিয়ে সাংসদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি আবারও বলেন, 'দিঘা বেড়াতে গেলে অবশ্যই জগন্নাথ মন্দিরে আমি যাব, কারণ ওই মন্দির কারও ব্যক্তিগত নয়। ওই মন্দির জনগণের টাকায় গড়ে তোলা হয়েছে। ভগবান কারও ব্যক্তিগত নয়। শুধু দিঘা কেন, ভারতবর্ষের যেখানে যাব সেখানের মন্দিরগুলিতে যাব।'

খগেন মুর্মুর আরও দাবি, 'ওই ভাইরাল ভিডিওটি পুরোনো। আমার পুরো কথা শোনানো হয়নি। এর পিছনে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সেল আছে। ওরা তো আমাকে অনেকদিন আগেই তৃণমূলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই ২০১১ সাল থেকে। আমাকে হাজার কোটি টাকা দিলেও আমি তৃণমূলে যাব না।'

অন্যদিকে আগামীকাল সারা রাজ্যের সঙ্গে বিজেপি 'খোঁজো, ধরো ,ফেরত পাঠাও' কর্মসূচি রয়েছে মালদাতেও। মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে ধর্না অবস্থানে বসবেন খগেনও। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজ্যটাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে তৃণমূল।'

ওই কর্মসূচির আগে রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বলেন, 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহেও রাজ্যের উন্মুক্ত কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে নিশ্চুপ রাজ্য। গোটা রাজ্যে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই।

মালদা জেলায় সেই সংখ্যাটা ১৮ কিলোমিটার।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার বিএসএফকে জমি দিচ্ছেনা বলেই সীমান্ত আজ উন্মুক্ত। মূলত তৃণমূলের ভোটব্যাংক বাড়াতেই ওপার বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে অবাধে প্রবেশ চলছে।'

> দিঘা বেড়াতে গেলে অবশ্যই জগন্নাথ মন্দিরে আমি যাব, কারণ ওই মন্দির কারও ব্যক্তিগত নয়। ওই মন্দির জনগণের টাকায় গড়ে তোলা হয়েছে। ভগবান কারও ব্যক্তিগত নয়। শুধু দিঘা কেন, ভারতবর্ষের যেখানে যাব সেখানের মন্দিরগুলিতে যাব।
>
> **খগেন মুর্মু**, সাংসদ উত্তর মালদা

মোবাইল না দেওয়ায় 'আত্মঘাতী'

আলিপুরদুয়ার, ৪ মে : রবিবার ছুটির দিন, স্কুলের তাড়া নেই। সকালে পড়তে বসার আগে তাই গেম খেলার জন্য বাবার কাছে মোবাইল চেয়েছিল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী। মেয়ের বায়না শোনেননি বাবা। আর চেয়েও মোবাইল না পাওয়ায় অভিমানে আত্মঘাতী হল সেই কিশোরী। দাবি পরিবারের।

রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন পল্লিমঙ্গল ক্লাবের লাগোয়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম সুনন্দিতা রায় কর্মকার (১৪)। ঘটনার পর শোকে পাথর সেই কিশোরীর বাবা। আর ছাত্রীর দাদা শুভ্র রায় কর্মকার বলেন, 'সামান্য একটা মোবাইল যে কারও জীবন কেড়ে নিতে পারে, তা আমরা ভেবেই পাচ্ছি না।'

সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটেছে। সুনন্দিতার মা ডেকেও সাড়া পাননি। কিশোরীর দাদা এসে বসার ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করেন। ঘরে ঢুকে ওই ছাত্রীর গলায় গামছা বাঁধা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির পুলিশ।

ট্রাফিক থানা

কিশনগঞ্জ, ৪ মে : থানার বদলে রবিবার থেকে সড়ক দুর্ঘটনার অভিযোগ বা মামলা কিশনগঞ্জের ট্রাফিক থানায় দায়ের করা যাবে। থানাগুলিতে কাজের চাপ কমানোর জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার সাগর কুমার এই নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন মনবর আলম নামে এক ব্যক্তি ট্রাফিক পোঠিয়া থানায় প্রথম দুর্ঘটনার অভিযোগটি দায়ের করেন। ওই থানার নিংসিয়া গ্রামের কাছে বাইক ও ইটবোঝাই একটি ট্র্যাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে সাকিনা বেগম নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামী মনবর আলম জখম হয়ে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি। তিনিই কিশনগঞ্জ ট্রাফিক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ছেলের সামনেই 'আত্মঘাতী'

মায়ের বিষপানের সাক্ষী দেওচড়াই

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৪ মে : চূড়ান্ত অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল তুফানগঞ্জের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর এলাকা। চার বছরের ফুটফুটে সন্তানের সামনেই বিষ পান করে 'আত্মঘাতী' হলেন এক গৃহবধূ। আর তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন গ্রামবাসীরা। সন্তানের পিতৃপরিচয়ের দাবিতে স্বামীর বাড়িতে যাওয়াই বছর পঁয়ত্রিশের ওই গৃহবধূর কাল হল বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। এই ঘটনায় রবিবার তুফানগঞ্জ থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর বাড়ি তুফানগঞ্জ থানার মারুগঞ্জের পাকুড়তলা এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা এলাকা থেকে পালিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

বছর ১৪ আগে পুণ্ডিবাড়ির বৈকুণ্ঠপুরের এক বাসিন্দার সঙ্গে দেখাশোনা করে মারুগঞ্জের ওই মহিলার বিয়ে হয়। তবে বিয়ের পর বনিবনা না হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপর মারুগঞ্জ এলাকায় বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেসময়ে দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুরের বাসিন্দা তথা প্যান্ডেল ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে চার বছর আগে ওই মহিলাকে বিয়ে করে কোচবিহারের একটি ভাড়াবাড়িতে রেখেছিল স্বামী। তাঁদের চার বছরের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। গত পাঁচ মাস আগে ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় স্বামী। ফোন করলেও ফোন কেটে দিত বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সন্তানকে নিয়ে চরম বিপাকে পড়েন ওই গৃহবধূ। শনিবার সন্ধ্যায় স্বামীর সন্তোষপুরের বাড়ির ঠিকানায় হাজির হন তিনি। সেখানে গিয়ে দেখেন, স্বামী আগে থেকেই বিবাহিত। তার আরেকটি সন্তানও রয়েছে। ওই মহিলাকে দেখে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে স্বামী। তারপরই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় হতভম্ব গৃহবধূ ভেঙে পড়েন।

সেসময়ে স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ওই গৃহবধূকে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেন বলে অভিযোগ ওঠে। দুই বধূর চিৎকার শুনে সেই বাড়ির সামনে ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। এলাকাবাসীর দাবি, সেসময়ে আচমকাই নিজের সন্তান ও এলাকাবাসীর চোখের সামনে তিনি বিষপান করেন। বিষপান করে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়ে দেন, তিনি আর বেঁচে নেই।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, 'দীর্ঘক্ষণ ধরে চিৎকার শোনার পর আমরা এগিয়ে যাই। কিন্তু আমাদের দেখামাত্রই ওই ব্যক্তির স্ত্রী চিৎকার করে বলতে শুরু করে, এখানে কাউকে আসতে হবে না, সবাই চলে যাও। সেসময়ে বাড়ির গেটের সামনে বিষপান করে ওই গৃহবধূ ছটফট করতে থাকেন। তবে আমাদের কাউকেই এগিয়ে যেতে দেয়নি ওই ব্যক্তির স্ত্রী। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আমরাই পুলিশকে খবর দিই।'

মৃতের দাদা বলেন, 'স্কুলে ছেলের ভর্তির জন্য জন্ম শংসাপত্রের প্রয়োজন। সেই শংসাপত্রে নিজের সন্তানের পিতৃপরিচয়ের দাবিতেই স্বামীর বাড়িতে গিয়েছিল বোন। আর সেটাই হল তার কাল। সকলের সামনে বোন বিষপান করলেও প্রতিবেশীরা কেউ এগিয়ে আসেননি। বোনের নম্বরে ফোন করার পর ভাগ্নে ফোন তুলে আমাদের জানায়, মা আর নেই। বোনকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। তাই দোষীদের শাস্তির দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য খদিজা বিবির কথায়, 'এলাকাবাসীর মুখে ঘটনার কথা শুনেছি। এটা সত্যি নিন্দাজনক। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে অনুরোধ করব।' মৃতের বাড়ির মালিক ঝুলন কান্তি বলেন, 'চার বছর ধরে আমার বাড়িতেই ওই গৃহবধূ ভাড়া থাকত। কয়েক মাস ধরে তার স্বামী আর যোগাযোগ রাখছিল না। ঘরভাড়া তো দূর, বাচ্চার খাবার জোগাড় করাও মুশকিল হয়ে উঠছিল। বাধ্য হয়ে আমি বাবুরহাটের একটি আবাসিকে তাকে কাজে ঢুকিয়ে দিই। ওর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি হতভম্ব। খবর পেয়েই আমি তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ছুটে এসেছি।'

মর্মান্তিক

- প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ওই মহিলাকে বিয়ে করে একটি ভাড়াবাড়িতে রাখেন স্বামী
- সন্তানের পিতৃপরিচয়ের দাবিতে স্বামীর গ্রামের বাড়িতে যান বধূ
- সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, স্বামী আগে থেকেই বিবাহিত
- তাঁকে দেখেই বাড়ি ছেড়ে পালান স্বামী
- গ্রামবাসীর দাবি, সকলের সামনেই বিষপান করেন ওই বধূ

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে উদ্যোগ রেলের

নিউজ ব্যুরো

৪ মে : ক্রমবর্ধমান যাত্রীর চাপ সামলাবার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তিনজোড়া বিশেষ ট্রেনের চলাচলের সময়সীমা সম্প্রসারণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে উদয়পুর সিটি-ফরবেসগঞ্জ-উদয়পুর সিটি এক্সপ্রেস, কোলাপুর-কাটিহার-কোলাপুর এক্সপ্রেস ও মুম্বই সেন্ট্রাল-কাটিহার-মুম্বই সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস।

এছাড়াও, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করেছে এবং গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার জংশন রাজ্যরাণী এক্সপ্রেস ও আলিপুরদুয়ার জংশন-বামনহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেন রয়েছে। সেইসঙ্গে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ভিড়ের মরশুমে পর্যটকদের চাপ সামাল দিতে পাঁচটি স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড ট্রেনের চলাচলও সম্প্রসারিত করেছে। দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড গত ১ মে থেকে সম্প্রসারিত পরিষেবা শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ডিজেল জয়রাইডের পরিষেবাও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই সম্প্রসারিত পরিষেবা এবছর ১৫ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

অগ্নিকাণ্ড

কিশনগঞ্জ, ৪ মে : রবিবার সকালে কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার মহম্মদনগর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। একটি গবাদিপশুরও মৃত্যু হয়েছে। মহম্মদপুর গ্রামের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সকালে কোনওভাবে হঠাৎ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় লোকজন উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ আনোয়ার রাহী বলেন, 'আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকারি আইন অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা করা হবে।'

টহল

কিশনগঞ্জ, ৪ মে : কিশনগঞ্জ স্টেশনের আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে পাঞ্জিপাড়া থেকে আলুয়াবাড়ি রেলস্টেশন পর্যন্ত লাইনে গত এক সপ্তাহ ধরে অবিরত টহল দিচ্ছে। আরপিএফের স্থানীয় পোস্টের ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর হৃদেশকুমার শর্মা জানান, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও পহলগামে ঘটনার প্রেক্ষিতে আগাম সতর্কতা স্বরূপ এই টহল চলছে। রেল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এই নির্দেশ এসেছে।

শংসাপত্র বিলি এমজেএনে

কোচবিহার, ৪ মে : তারিখটা ছিল ২০১৯ সালের ১ অগাস্ট। কোচবিহার স্টেডিয়ামের যুব আবাসে বেশ কয়েকজন ডাক্তারি পড়ুয়াকে নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এরপর তোর্ষা দিয়ে গড়িয়েছে অনেক জল। হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত হওয়া এমজেএন-এ একের পর এক বিল্ডিং তৈরি হয়েছে।

ভালো-খারাপ বহু বিষয়ে বরাবরই বিতর্কের কেন্দ্রে থেকেছে এই মেডিকেল কলেজ। তবে রবিবার যেন সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। এখানে পড়াশোনা সম্পন্ন করে চিকিৎসক হলেন প্রথম ব্যাচের পড়ুয়ারা। রবিবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, 'এটি আমাদের কাছে একটি বড় প্রাপ্তি। মেডিকেলের প্রথম ব্যাচের ৯৪ জন পড়ুয়া সাড়ে চার বছরের পড়াশোনা ও এক বছরের ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর এখন চিকিৎসক হিসেবে নিজেদের কর্মজীবন শুরু করতে পারবে।'

রবিবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ চত্বরেই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। নতুন চিকিৎসকদের পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবক ও এমজেএন মেডিকেলের আধিকারিক, অধ্যাপক, চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ২০১৯ সালে হুগলি থেকে কোচবিহারে এসেছিলেন সৌদীপ লাহা। সেদিনেই সেই তরুণ আজ পুরোদস্তুর চিকিৎসক। সৌদীপ বললেন, 'যেহেতু আমরা এমজেএন মেডিকেলের প্রথম ব্যাচ তাই আমাদের আবেগটা অনেক বেশি। তবে আমাদের চিকিৎসক হওয়ার পথ মসৃণ ছিল না। পরিকাঠামোগত অনেক প্রতিকূলতা পেরোতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অবদান ভোলার নয়।

ক্ষোভ বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

এরই মধ্যে এই ওয়ার্ডেরই নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের পিছনের রাস্তায় থাকা ফুলেশ্বরী সেতু সংলগ্ন এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ কার্যত নদীর ওপরে নিয়ে আসা হয়েছে। যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাই ক্ষুব্ধ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার অনেকেরই বক্তব্য, রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে বাড়িটির ছাদ নদীর ওপরে চলে গিয়েছে। তার পরেও সবাই চুপচাপ রয়েছে। এভাবে একজনের দেখে সবাই নদীর ওপরে নির্মাণকাজ শুরু করবে। অবিলম্বে পুরনিগমের পদক্ষেপ করা উচিত বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। শিলিগুড়ির পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেছেন, 'একদিকে পুরনিগম নদীগুলি বাঁচানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে। কিন্তু কিছু মানুষ নিয়মিত নদী দখলের কাজও করছেন। ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদীর অনেক জায়গাই প্রতিদিন দখল হচ্ছে, পাশাপাশি প্লাস্টিক, থার্মোকল, বাড়ির আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে। মানুষের এই বদভ্যাস, অন্যায় আচরণ দূর করতে পুরনিগমকে আরও কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।'

ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু বলেছেন, 'ওই বাড়িটি এখন নদীর ওপরে তৈরি হচ্ছে এমনটা নয়। আগে থেকেই বাড়িটি ওভাবে রয়েছে। আগের পুরবোর্ড সবকিছু দেখেও কোনও পদক্ষেপ করেনি। ফলে এখন আমাদের এর ফল ভুগতে হচ্ছে। ওই বাড়িটিতে এখন ছাদ দেওয়া হচ্ছে। আমরা পিছনের কিছুটা অংশ ভাঙিয়েছি। বাকিটাও খতিয়ে দেখব।'

দুই নাবালিকা

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার পর হোমগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও হোমের তরফে জানানো হয়, এখানে সকলকে যত্নের সঙ্গে রাখা হয়। পড়াশোনা, খেলাধুলো অন্যান্য আরও ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সকলকে ভালো রাখার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও ওরা দুজনই নিজেই থাকতে চেয়েছিল হোমে। তারপরেও কেন পালিয়ে গেল আমরা জানি না।

ছাদে অবৈধ রেস্তোরাঁ, কর্মীদের ঘর

জলপাইগুড়ি, ৪ মে : কোথাও বহুতলের ছাদে চলছে রেস্তোরাঁ, কোথাও আবার হোটেলের ছাদ ঘিরে বানিয়ে ফেলা হয়েছে কর্মীদের থাকার ঘর। জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় বহুতলের ছাদকে অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগ উঠছে। কলকাতার মেছুয়াবাজারে হোটেলে আগুন লাগার ঘটনার পর রুফটপ রেস্তোরাঁ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুরনিগম। সেইমতো কলকাতায় শনিবারই একটি বড় চেন রেস্তোরাঁর আউটলেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় নিয়ম কার্যকর হলেও এখনও জলপাইগুড়ি পুরসভার সেদিকে নজর নেই। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরে যদি বহুতলের ছাদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

জলপাইগুড়ি শহরের কিছু ব্যবসায়ী তাঁদের হোটেলের ছাদকে ঘিরে আধুনিক রেস্তোরাঁ বানিয়ে ফেলেছেন। কেউ আবার ছাদে তৈরি করেছেন হোটেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়ার জন্য আধুনিক হলঘর। শহরের কদমতলা এলাকায় একটি হোটেলের চারতলায় রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। সেই রেস্তোরাঁয় যাতায়াতের জন্য একটিমাত্র সিঁড়ি রয়েছে। সেখানে আগুন লাগার মতো কোনও ঘটনা ঘটলে নেমে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা তৈরি হতে পারে। একইভাবে শহরের থানা মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলের ছাদেও রেস্তোরাঁ এবং অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়ার জন্য হলঘর তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও শহরের বেশ কিছু হোটেল রয়েছে যেগুলি ছাদে টিন দিয়ে অবৈধ নির্মাণ করেছে।

ধরণীপুরে সাফ তৃণমূল

নাগরাকাটা, ৪ মে : বাগানে পাওনাগন্ডা কেন্দ্রিক সমস্যা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই শ্রমিক অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানে শাসকদলে ভাঙন ধরাল বিজেপি। রবিবার বাগানে বিজেপিতে যোগদানের বড়সড়ো অনুষ্ঠানের পর গেরুয়া শিবিরের দাবি, ধরণীপুর থেকে তৃণমূল সাফ হয়ে গেল। যদিও ঘাসফুল নেতারা বলছেন, তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি। এদিন যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের একটা অংশ নাকি আগে থেকে বিজেপিতেই ছিল।

ধরণীপুরের শ্রমিকদের বিজেপি ও সহযোগী চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে (বিটিডব্লিউইউ) যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে রবিবার একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ছিলেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক পুনা ভেংরা প্রমুখ। সাংসদ বলেন, 'তৃণমূলের অপশাসনের হাত থেকে বেরিয়ে এসে ধরণীপুরের শ্রমিকরা ইতিহাস রচনা করলেন। তাঁদের দেখানো পথেই এরপর সংকোশ থেকে মেচি পর্যন্ত সমস্ত বাগানে বিজেপির ঝান্ডা উড়বে।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ধরণীপুর ইউনিটের নেতা অনুপ ওরাওঁ বলেন, 'সাংসদ, বিধায়কদের দেখতে হয়তো বিজেপির সভায় শ্রমিকদের কেউ কেউ গিয়েছিলেন। এখানে যা উন্নয়ন সমস্ত কিছু রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই হচ্ছে।'

রবিবার উকিল বর্মনের বাড়িতে প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উকিলের বাড়িতে নেতারা

শীতলকুচি, ৪ মে : পশ্চিম শীতলকুচির রাজারবাড়ি গ্রাম। মাথাভাঙ্গা-সিতাই সড়কের ওপর, শীতলকুচি বাজার থেকে পশ্চিমদিকে চার কিলোমিটার গেলেই এই রাজারবাড়ি গ্রাম। সেই গ্রাম এখন সংবাদের শিরোনামে। দু'একদিন পরপরই গ্রামে ঢুকছে দামি দামি গাড়ি। সেইসঙ্গে গোটাকয়েক বাইক। নেতারা আসছেন। তবে যাঁকে কেন্দ্র করে লাইমলাইটে রাজারবাড়ি, সেই উকিল বর্মনের এখনও কোনও খোঁজখবর নেই।

রাজারবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা উকিল বর্মন পেশায় কৃষক। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা তাঁকে মারধর করে ভারতীয় সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার পর ২০ দিন কেটে গেলেও এখনও বাড়ি ফেরেননি সেই অপহৃত কৃষক। ফ্ল্যাগ বৈঠক করেও কৃষককে ফেরাতে ব্যর্থ বিএসএফ। তবে কাজের কাজ কিছু না হলেও, উকিলের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা নিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতারা। তাঁর স্ত্রীকে সকলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু উকিল কবে ফিরবেন? তা সঠিকভাবে কেউই বলতে পারছেন না। তৃণমূল নেতাদের আশ্বাস, বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্তরের। রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে জানিয়েছে। আর বিজেপির আশ্বাস, বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।

তবে নেতাদের আশ্বাসে আর ভরসা পাচ্ছেন না অপহৃত কৃষকের স্ত্রী শৈববালা বর্মন। বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সীমান্তের ওপারে বিঘাচারেক জমিতে বোরো ধান চাষ করেছেন উকিল। সেই সংস্থা প্রতি সপ্তাহে কিস্তি নিতে আসে। উকিল না থাকায় সেই কিস্তিও দিতে পারছেন না শৈববালা। উকিলের দুই ছেলে। এক ছেলে কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বাবার খবর পাওয়ার পরেও বাড়ি ফিরতে পারেননি এখনও। ছোট ছেলে বাড়িতেই থাকেন। শৈববালা বলেন, 'নেতারা এসে শুধুই সান্ত্বনা দেয়। ও কবে ফিরবে, সে ব্যাপারে কেউই কিছু বলে না। স্বামীকে ফেরাতে কেউ আদতে কোনও উদ্যোগ নিয়েছে কি না, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

তৎপরতা

প্রথম পাতার পর

ভেসেল যাতে নোঙর করতে না পারে, সেই নির্দেশও দিয়েছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানি জাহাজের জন্য ভারত আগেই নিজেদের বন্দর বন্ধ করে দিয়েছে। আরব সাগর দিয়ে চলাচলকারী পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে ভারতের ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক অফিসের তরফে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, আরব সাগরে নৌসেনার মহড়া চলছে। যে এলাকায় মহড়া চলছে, পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে সেই পথ এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের নৌবাহিনীও মহড়া শুরু করেছে। আকাশপথে নিয়মিত মহড়া চালাচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনাও। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের সমস্ত কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ভারতে। সাধারণত যুদ্ধ প্রস্তুতিতে এরকম হয়ে থাকে। শনিবার ডিআরডিও মধ্যপ্রদেশের শেওপুরে স্ট্র্যাটোস্ফেরিক এয়ারশিপের পরীক্ষামূলক সফল উৎক্ষেপণ করেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৭ কিলোমিটার ওপরে উড়তে পারে ক্ষেপণাস্ত্রটি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এজন্য ডিআরডিও-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জঙ্গিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কল্পনাতীত প্রত্যাঘাতের বার্তায় পাকিস্তানকে সমুদ্রপথে সবক শেখানোর জল্পনা বাড়ছে। আরব সাগরে নৌবাহিনীর ঘনঘন মহড়ায় সেই জল্পনার পারদ ঊর্ধ্বমুখী।

রিপোর্টে

প্রথম পাতার পর

'রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ক্রমাগত বাড়ছে। মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসার পর পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ কাটছে না।'

মুর্শিদাবাদের ঘটনাকে তিনি পূর্বপরিকল্পিত এবং স্থানীয় প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোমবার মুর্শিদাবাদে যাওয়ার আগের দিন রাজ্যপালের এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসায় শাসকদল ও রাজ্য প্রশাসন যথেষ্ট অস্বস্তিতে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই রিপোর্ট। বিজেপিকে খুশি করার জন্য এই রিপোর্ট। নিজের রাজনৈতিক অ্যাসাইনমেন্টের কারণে এই রিপোর্ট।

কুণালের বক্তব্য, 'আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ওঁর কিছু বলার থাকলে উনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারেন। তাছাড়া বকলমে তাঁর বিএসএফের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সীমান্তে অতিরিক্ত চৌকি বসানোর সুপারিশ প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সীমান্ত সুরক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ।' রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথায় কিন্তু রাজ্যপালের রিপোর্টের প্রতি সমর্থন নেই। রাজ্যপালের রিপোর্টকে হাতিয়ার করলেও ভিন্ন মত আছে বিরোধীদের মধ্যে। মুর্শিদাবাদের ঘটনার জন্য রাজ্য প্রশাসনকে দুষলেও ৩৫৬ জারির প্রশ্নে একমত নয় সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'মুর্শিদাবাদের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতা স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও বকলমে রাজ্যপাল যা দাবি করেছেন, তা সমস্যার সমাধান নয়, নতুন করে সমস্যার আহ্বান।' তৃণমূল সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ থেকে মমতা ফেরার পর দলের শীর্ষ নেতারা রাজ্যপালের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায় বসবেন। নেত্রী সবুজ সংকেত দিলে রিপোর্টের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবে দল। সিপিএমের সমালোচনাকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির মতে, আমরা বারবার বলেছি, সিপিএম চায় না মমতা যাক। ৩৫৬-র বিরোধিতার নামে মমতাকে বাঁচানোই ওদের লক্ষ্য।

বিয়ে ঠেকাতে দৌড়

প্রথম পাতার পর

আর তাকে ধরতেই পেছনে ছুটে আসছেন মা।

চলতি বছর মাধ্যমিক পাশ করেছে ওই ষোড়শী। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেয়ের কাছে পৌঁছে গেলেন ওই মহিলা। মা ও মেয়ে মুখোমুখি হতেই বেঁধে গেল ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেও বেঁকে বসে মেয়ে। ততক্ষণে আসল ঘটনা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। এরপর সিভিক ভলান্টিয়াররা নাবালিকাকে নিয়ে যান কুশমণ্ডি থানায়। সেখানে আইসি তরুণ সাহা ওই কিশোরীকে অভয় দেন। সেইসঙ্গে, মেয়ের বাবা-মাকেও হুঁশিয়ারি দেন, 'আঠারো বছরের আগে মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করলে ঠাঁই হবে শ্রীঘরে। মেয়ে যতদূর পড়তে চায়, পড়তে দিতে হবে।' আইসির প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন বলে মুচলেকায় স্বাক্ষর করেন বাবা-মা। পাশাপাশি ওই কিশোরীকেও আঠারো বছরের আগে অন্যত্র ঘর বাঁধার পরিকল্পনায় নিষেধ করেন আইসি। অবশেষে বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘরে ফিরল ঘরের মেয়ে। ষোড়শীর জেদি মনোভাবের কাছে হার মানল নাবালিকা বিবাহের মতন এক সামাজিক কর্কটরোগ।

মেয়েটি জানিয়েছে, তাকে জোর করে বিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল বাবা-মা সহ পরিবারের লোকজন। মেয়েটি এবার কুশমণ্ডি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছে। সে আরও পড়তে চায়।

মেয়েটির মা প্রথমে বলেন, 'আমরা বিয়ে ঠিক করিনি।' যদিও আইসির কাছে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলাম বলে স্বীকার করেছেন। কুশমণ্ডি হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ ফিরোজ আলম জানান, এই বিষয়ে ওই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলা হবে। এখনও নাবালিকার বিয়ে রোখা যাচ্ছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। ওই নাবালিকা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বড় হয়েছে। বাবা কৃষক। পরিবারের লোকজন বিয়ে ঠিক করেছে সে কথা সে জানতে পারে ঘটনার দিন সকালে। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বিয়ে করবে না বলে। কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করতে পারেনি। টোটোতে মাকে দেখার পর সে দৌড়োতে শুরু করে।

নয়া চিকিৎসক সংগঠন

প্রথম পাতার পর

বরং প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনের কাছেই নাম নিয়েছে। কাজে বিতর্কের কিছু নেই।'

আরজি করের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের বিশাল ঢেউ বয়ে গিয়েছে। প্রায় সমস্ত স্তরের চিকিৎসক প্রতিবাদে রাস্তায় হেঁটেছেন। কেউ কেউ আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি কলেজে কলেজে হুমকি সংস্কৃতি, শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়া, পাশ করাতে আর্থিক লেনদেনের মতো গুরুতর অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। ভূরিভূরি অভিযোগ ওঠে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে। এখানকার প্রচুর সিনিয়ার ডাক্তার, নার্স আন্দোলনে জুনিয়ারদের পাশে দাঁড়ান।

প্রগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (পিডিএ) নামে আগে থেকেই তৃণমূলপন্থী চিকিৎসকদের একটি সংগঠন থাকলেও, আরজি কর কাণ্ডের পর তাদের আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে- কোনও অবস্থাতেই ময়দানে দেখা যায়নি। পরিস্থিতি কিছুটা থিতু হতেই রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নয়া সংগঠন তৈরি করে জোড়াফুল শিবির। বর্তমানে বিভিন্ন জেলা ও মেডিকেল শাখা কমিটি গঠনের কাজ চলছে। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কমিটি ঘোষিত হয়েছে।

২৮ জনের কমিটিতে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও অন্য চিকিৎসক রয়েছেন। জায়গা পেয়েছেন ১০ জন নার্সও। তৃণমূল প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের বক্তব্য, নার্সরা প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হলেও ফেডারেশনে থাকতে পারবেন। কী উদ্দেশ্যে নয়া সংগঠন? ইন্দ্রজিতের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'একটি নতুন কমিটি হয়েছে। সেখানে আমরা রয়েছি। তবে সাংগঠনিক ব্যাপারে যা বলার সভানেত্রী বলবেন।'

বর্ষার বিপদ থেকে বাঁচতে

প্রথম পাতার পর

শুকনো নদীগুলো এখন উন্মাদিনী/ নেমে আসছে পাহাড়ি ঢল, ভেসে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত/ ভেঙে পড়ছে চা-বাগান।' এই ক'টা লাইনেই বর্ষায় উত্তরবঙ্গের ছবিটা ধরা পড়েছে।

অতিতে তথ্যপ্রযুক্তি ছিল না, ন্যূনতম নদীবাঁধ ছিল না। কিন্তু এখন বহু বাঁধ, আবহাওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তি রয়েছে। তার পরেও কিন্তু বর্ষাকালে "ত্রাণ-রাজনীতির" প্রেক্ষাপট দেখতে হয়।

নদীগুলোর তল উঁচু হয়ে যাচ্ছে। কারণ নদীর ক্ষয় বেড়েছে বালি-পলি-পাথর জমে নদীগর্ভ উঁচু এটা একদিকে সমস্যা। নদীগুলোর এবং এই নদীগুলোর অসংখ্য উপনদী, শাখানদী যারা শিরা-উপশিরার মতো গোটা ভূভাগের বর্ষার জল, অতিবৃষ্টির জল সুশৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত করে সমুদ্রে এগিয়ে দেয়, সেই অসংখ্য ছোট ছোট নদী, নালাপ্রবাহকে হয় বাঁধ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে, নয় তো নদীখাত দখল করে জনবসতি, বস্তি গড়ে তোলা হয়েছে, চাষের জমি করা হয়েছে। আবার মাঝারি ও বড় নদীগুলিতে অবৈজ্ঞানিকভাবে যেখান-সেখান থেকে বালি উত্তোলন করে নদীপ্রবাহের গতিপথ কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র কিছু টাকার লোভে আমরা আমাদের দায়িত্ব ভুলে প্রকৃতির সর্বনাশ করছি।

আমাদের অনেকেই মনে করি রক্ত হৃদয়পৃষ্ঠ যেমন ধমনী, শিরা, উপশিরা এবং রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে গোটা শরীরের কোষগুলিকে সচল রাখে। ঠিক তেমনি পাড়ার ছোট্ট নর্দমা, মহানগরের হাইড্রেন, উন্মুক্ত খোলা মাঠের বয়ে চলা ছোট নালা, ছোট নদী, একাধিক ছোট নদী-নালার মিলিত মাঝারি নদী, বড় নদী, মেঘ, পাহাড়ে ধাক্কা, বৃষ্টি হয়ে নেমে আসা, পৃথিবীর গা ভিজিয়ে আবার সমুদ্রপথে যাত্রা। বছরের পর বছর ধরে এই চক্রকে মানুষ পদে পদে ধ্বংস করছে। এখন শহরে পাশের ছোট নদীতে অসংখ্য ঘর, বাড়ি এবং গ্রামে ধানের চাষ। নদীর গর্ভ উঁচু হয় অনাদরে, দখল হয়, পথ যদি সংকুচিত হয়ে দখল হয়, হারিয়ে যায় তাহলে শুধু বাঁধ তৈরি করে আর ত্রাণ বণ্টনের রাজনীতি করে নিপীড়িত মানুষজনের প্রকৃত সুরক্ষা দেওয়া যায় না।

উত্তরবঙ্গের বন্যা শুধু লোকচক্ষুর মধ্যে থাকা বাড়ি, চাষের জমি গিলে খায় না, গেলে জলদাপাড়া, গরুমারা, চিলাপাতা, বক্সার বন্যপ্রাণ। বন্যার জল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন বা নাস্তিক, আস্তিক দেখে না। আর বন্যায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব মানুষই। বর্ষা আসছে, গরিব দরদি সরকার, নেতা-মন্ত্রী, আমলারা এখনই সতর্ক হোন, পদক্ষেপ করুন। আর্তকে বাঁচিয়ে নিজেদের শপথ মনে করুন।

লেখক- সহকারী অধ্যাপক
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

লাস্ট বল থ্রিলারে স্বপ্ন বেঁচে নাইটদের

কলকাতা নাইট রাইডার্স-২০৬/৪
রাজস্থান রয়্যালস-২০৫/৮

সঞ্জীবকুমার দত্ত

৯৫ রানের ইনিংস খেলে ফিরছেন রিয়ান পরাগ। (বাঁদিকে) চলতি আইপিএলে প্রথম অর্ধশতরানের পর আন্দ্রে রাসেল। কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

কলকাতা, ৪ মে : জমাটি ক্রিকেট।

ব্যাট-বলের উত্তেজক দ্বৈরথ। লাস্ট বল থ্রিলারে রুদ্ধশ্বাস পরিণতি।

পেন্ডুলামের মতো ঘুরতে ম্যাচে শেষপর্যন্ত ১ রানে বাজিমাত কলকাতা নাইট রাইডার্সের। আন্দ্রে রাসেল ব্যাটিং ঝড়ের হাত ধরে ২০৬ রানের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল শাহরুখ খান ব্রিগেড। জবাবে রাজস্থান রয়্যালসের দৌড় থামে ২০৫/৮-এ। শেষ ওভারে জিততে ২২ রান দরকার পরিস্থিতিতে কুড়িতেই আটকে যায় শুভম দুবে-জোফ্রা আর্চার জুটি।

রক্তচাপ বাড়ানো পরিস্থিতিতে পাওয়া যে ২ পয়েন্টে ভেসে থাকল নাইটদের প্লে-অফের স্বপ্ন। ১১ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট। বাকি তিনে জয়ের ধারা বজায় মানে নকআউটের টিকিট প্রায় নিশ্চিত। অথচ, বিকেলের রাসেল ঝড়ের পরও ম্যাচটা হতে পারত রাজস্থানের, একান্তভাবেই রিয়ান পরাগের।

যশস্বী জয়সওয়ালের (৩৪) প্রচেষ্টার পর একার কাঁধে দলের দায়িত্ব তুলে নেন রাজস্থান অধিনায়ক। ত্রয়োদশ ওভারে মইন আলিকে মারা পাঁচ ছক্কায় ম্যাচ জমিয়ে দেন। একসময় রাহুল দ্রাবিড় ব্রিগেডের ২৬ বলে ৪৪ রানের জয়ের সহজ অঙ্ক রক্তচাপ বাড়াচ্ছিল নাইট শিবিরে।

কিন্তু মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। রিয়ানের প্রহারে ঝিমিয়ে থাকা ইডেন গার্ডেন্স, নাইট শিবিরকে জাগিয়ে দেন হর্ষিত রানা। গতকাল রাজস্থান বোলিং কোচ শেন বন্ড বলেছিলেন, ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ধারাবাহিকতায় জসপ্রীত বুমরাহর পর হর্ষিতকে রাখবেন। নিজের শেষ স্পেলে যার মর্যাদা রেখে হারালেন বন্ডের দলকে। প্রথমে শিমরন হেটমেয়ার (২৯), তারপর রিয়ান (৪৫ বলে ৯৫)-স্লোয়ারের ডালি সাজিয়ে বাজিমাত হর্ষিতের।

শেষদিকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে শুভম (১৪ বলে অপরাজিত ২৫) প্রচেষ্টা চালিয়েও আটকে যান নাইটদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, জেতার তাগিদের সামনে। হর্ষিতের বুদ্ধিদীপ্ত ডেথ ওভার বোলিং, রিঙ্কু সিংয়ের দুরন্ত ফিল্ডিং-ছোট ছোট ফ্যাক্টরে জিতে ফেরা। শেষ বলে ৩ দরকার। ২ রান করলে সুপার ওভার। কিন্তু দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রিঙ্কু সিংয়ের নিখুঁত থ্রো এবং বৈভবের যুগলবন্দিতে রানআউট আর্চার। হাতের বাইরে প্রায় চলে যাওয়া ম্যাচ জিতে আজিঙ্কা রাহানেদের বিজয়োৎসবে ঘুরে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস। অঙ্কটা পরিষ্কার-বাকি তিন ম্যাচ জিতে সতেরো পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়া। ৭ মে ইডেনে যে লক্ষ্যপূরণের প্রথম ম্যাচে নাইটদের প্রতিপক্ষ প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া চেন্নাই সুপার কিংস।

এর আগে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়ার সময়ও পিচ নিয়ে ধাঁধার কথা রাহানের মুখে। পরের দিকে পিচ মন্থর হবে কিনা, নিশ্চিত নন! ন্যাড়া উইকেট। যদিও রহমানুল্লাহ গুরবাজ-সুনীল নারায়ণ ওপেনিং জুটিতে যার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ। আড়া চালাতে গিয়ে দ্বিতীয় ওভারেই ডাগআউটের পথে নারায়ণ (১১)।

রাহানে (৩০) অবশ্য এদিনও ক্রিকেটীয় শটেই ভরসা রেখে সুফল তুলছিলেন। দোসর গুরবাজকে (৩৫)। হাফ সেঞ্চুরির পার্টনারশিপ। তৃতীয় উইকেটে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে নিয়ে ৪২। যদিও নাইট ইনিংস প্রত্যাশিত গতি পাচ্ছিল না। প্রথম ১৫ ওভারে ১২১/৩।

এখান থেকেই ইডেনে রাসেল-ঝড়। হ্যাঁচকা টানে দলের ইনিংসকে টপগিয়ারে তুলে দেন। সন্ধের দিকে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস ছিল। যদিও ঝড় উঠল রাসেলের ব্যাট থেকে। চলতি ব্যর্থতা ঝেড়ে তাঁকে ঘিরে তৈরি সব প্রশ্ন, সমালোচনার জবাব দিলেন রবিবাসরীয় ইডেনে। শুরুটা নড়বড়ে। মহেশ থিকশানা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভাদের স্পিনে ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না।

প্রথম ৯ বলে ২ রান। পরের ১৬-কে ৫৫! চেনা বিগহিটের ফুলঝুরি, পেশিশক্তির আস্ফালন। চারটি চার ও হাফডজন ছক্কা। যোগফল, সন্ধের ইডেনে রাসেল-মৌতাত। যার হাত ধরে ১৭০-১৮০-র সম্ভাব্য স্কোর পৌঁছে যায় ২০৬/৪-এ। নিশ্চিতভাবে পেন্ডুলামের মতো ঘুরতে থাকা ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট।

বাঁচার ম্যাচে অক্সিজেন জোগালেন দলকে। আশা দেখালেন আরও রাসেল শোয়ের। পরে রাসেল বলেও দিলেন, বয়স নম্বর মাত্র। এখনও নিজেকে ২৭ বছর বয়সি মনে হয়। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতদের স্বস্তি বাড়াল রিঙ্কুর (৬ বলে অপরাজিত ১৯) ক্যামিও ইনিংস। শেষপর্যন্ত জিতে ফেরা।

প্রিয় দলের জয়ের খুশির মাঝে হাজার পঁয়ত্রিশের ইডেনের একটাই আক্ষেপ-বৈভব সূর্যবংশীকে ঘিরে স্বপ্নভঙ্গ। কেকেআর জিতুক, কিন্তু রান পাক বৈভব-এমনই একটা প্রার্থনা ছিল। কিন্তু বিস্ময়বালককে নিয়ে স্বপ্নের ফানুস ভেঙে খানখান নাইট সংসারের বৈভবের (অরোরা) পেসে। অফস্টাম্পের বাইরের বল অনসাইডে চালাতে গিয়ে মিসটাইম।

বাকিটা সেরে দেন রাহানে। মিডউইকেট থেকে লম্বা দৌড়। দুরন্ত ক্যাচ। ৮ রানে ২ উইকেট খোয়ানোর পর রিয়ান-যশস্বী জুটি আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। বিশেষত যশস্বী। কিন্তু মইনের দ্বিতীয় স্পেলে যশস্বী (৩৪) ফিরতেই ম্যাচে নয়া টুইস্ট। ৬৬/২ থেকে হঠাৎই রাজস্থান ৭১/৫। অষ্টম ওভারে ধ্রুব জুরেল (০), হাসারাঙ্গার (০) উইকেট ছিটকে দেন বরুণ চক্রবর্তী।

কিন্তু এখান থেকে নাইটদের সহজ জয়ের স্ক্রিপ্ট দলে দিয়ে রিয়ান-আতঙ্ক নন্দনকাননে। শেষপর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধে মাথা ঠান্ডা রেখে মূল্যবান ২ পয়েন্ট তুলে ফেরা নাইটদের।

বয়স সংখ্যামাত্র, বলছেন দ্রে রাস

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

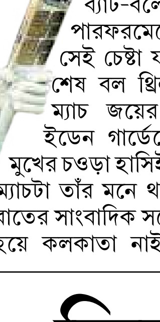

কলকাতা, ৪ মে : ২৫ বলে অপরাজিত ৫৭। চারটি চার, ছয়টি ছক্কা। সঙ্গে শেষ ৫ ওভারে ৮৫ রান।

রিয়ান পরাগ অবিশ্বাস্য জয়ের জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু আন্দ্রে রাসেলের ব্যাট-বলের অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সামনে সেই চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। শেষ বল থ্রিলারে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জয়ের পর রাতের ইডেন গার্ডেন্সে দ্রে রাসের মুখের চওড়া হাসিই বলে দিচ্ছিল, ম্যাচটা তাঁর মনে থাকবে বহুদিন। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী আবার শুনিয়ে দিলেন, 'রাসেলের মধ্যে এখনও আরও এক-দুই বছর খেলার মশলা রয়েছে। ওর জন্য কিছুই অসম্ভব নয়।'

সতীর্থরা তাঁকে নিয়ে কী বলছেন বা ভাবছেন, তা নিয়ে দ্রে রাসের তেমন হেলদোল রয়েছে বলে মনে হল না। বরং রাতের ইডেনে দীর্ঘসময় তিনি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে গেলেন। হয়তো ইডেন নিয়ে নতুন কোনও তথ্যও পেয়ে গেলেন নাইটদের মসিহা। তার আগে ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে রাসেল বলেছেন, 'আমার কাছে বয়স শুধুই সংখ্যা। আমার যতই বয়স হোক না কেন, আমি মনে করি আমার বয়স এখন ২৭।' রাসেলের বয়স ২৭ না ৩৭, পরের কথা। অষ্টাদশ

> ডট বল নিয়ে কোনও দুর্ভাবনা ছিল না আমার। জানতাম উইকেটে থাকতে পারলে রান করে দেব। শেষ পাঁচ ওভার শুরুর সময় ভাবছিলাম ৩০ বল পাব। আর সেই ৩০ বলের মধ্যে অন্তত ১৫ বল পেলে আমিই ৪০ রান করে দেব।
>
> **আন্দ্রে রাসেল**

আইপিএলে প্রথমবার দলকে ভরসা দিয়ে রাসেল বলছেন, 'খেলার গুরুত্বের কথা আমরা জানতাম। আমাদের জন্য সব ম্যাচই এখন ফাইনালের মতো। আজকের জয়ে পুরো দলের অবদান রয়েছে।

চলতি মরশুমে বেশিরভাগ ম্যাচে রাসেল ব্যাট করছিলেন অনেক নীচের দিকে। আজ সুযোগ পেয়েছিলেন পাঁচ নম্বরে। আর একটু উপরের দিকে ব্যাট করে বেশি সময় বাইশ গজে তিনি থাকলে ম্যাচের ফল, দলের রান কোথায় যেতে পারে, নতুনভাবে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন দ্রে রাস। তাঁর কথায়, 'ডট বল নিয়ে কোনও দুর্ভাবনা ছিল না আমার। জানতাম উইকেটে থাকতে পারলে রান করে দেব। শেষ পাঁচ ওভার শুরুর সময় ভাবছিলাম ৩০ বল পাব। আর সেই ৩০ বলের মধ্যে অন্তত ১৫ বল পেলে আমিই ৪০ রান করে দেব।' রাসেলের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কারও কোনও সংশয় নেই। কারণ, অতীতে এমন কাজ বহুবার করে দেখিয়েছেন তিনি। আজও অতীতের ঝলক তাঁর ব্যাটে দেখল ইডেন।

ইডেন থেকেই দেশে ফিরলেন জোফ্রা

এদিকে, কেকেআরের কাছে ম্যাচ হারের পর আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের সাজঘর থেকে বেরিয়ে যান জোফ্রা আর্চার। ইডেন থেকেই আলাদা একটি গাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁকে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয় কলকাতা বিমানবন্দরে। জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে আচমকাই দেশে (ইংল্যান্ডে) ফিরতে হল তাঁকে। রাজস্থানের বাকি থাকা দুই ম্যাচে তাঁকে রিয়ান পরাগরা আর পাবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে।

ক্রিকেটের প্রেমে মজলেন সাউথগেটও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মে : প্রথমবার কলকাতা পা রাখা। ইডেন গার্ডেন্সে বসে আইপিএলের স্বাদ নেওয়া। আর প্রথম দর্শনেই ইডেন, কলকাতার প্রেমে পড়লেন ইংল্যান্ড ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। রাজস্থান রয়্যালসকে সমর্থন জানাতে জয়পুরের পর কলকাতায় আসা। রক্তচাপ বাড়ানো লাস্ট থ্রিলারে স্বাদ চেটেপুটে নিলেন ইডেনে হাজির বাকি সবার মতো।

ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারিতে গ্যারেথ সাউথগেট। - ডি মণ্ডল

সাউথগেটের পারিবারিক বন্ধু রাজস্থান রয়্যালসের সিইও জেক লাস ম্যাকক্রাম। তাঁর আমন্ত্রণে ক্রিকেটের টানে ঝটিকা ভারত সফর। কলকাতা নাইট রাইডার্স-রাজস্থানের উত্তেজক ম্যাচ উপভোগ করলেন তারিয়ে তারিয়ে। হ্যারি কেনদের প্রাক্তন হেডস্যর সাউথগেট ইডেন ছাড়ার আগে নিজের ক্রিকেটপ্রেমের কথা জানালেন। বলেছেন, 'আমি ক্রিকেট ভক্ত। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হল। শুরু থেকে শেষ, দারুণ উপভোগ করলাম।'

প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন চাপের মুখে রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগের পালটা মারকে। কলকাতাকে ভালো লাগার কথাও শোনালেন। ইডেন ছাড়ার আগে সাউথগেট জানান, প্রথমবার কলকাতা এসে প্রাপ্তি ইডেনে দুরন্ত একটা ম্যাচ দেখা। দারুণ সব ক্রিকেট স্মৃতি নিয়ে ফিরছেন।

বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাট হাতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

বৈভবের ভারী ব্যাট দেখে বিস্মিত সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মে : রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষ। ১ রানে জিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে স্বস্তি।

খেলা শেষের পর রাতের ইডেন গার্ডেন্সে কত না মায়াবী ছবি। আজিঙ্কা রাহানেদের উৎসবের রেশ কাটার পরই মাঠে ঢুকলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এককালের সতীর্থ রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আড্ডা দিলেন। আর তারপরই সৌরভকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন আইপিএলের বিস্ময় বৈভব সূর্যবংশী।

> বৈভব দুর্দান্ত প্রতিভা। আজ রান না পেলেও আগামীদিনে ও ফের রান করবে।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

শুরু হল সৌরভ-বৈভবের আড্ডা। সেখানেই বৈভবকে আগামীর শুভেচ্ছা জানালেন মহারাজ। একইসঙ্গে তাঁর ব্যাট হাতে নিয়ে দেখলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। বৈভবের ব্যাট দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, ১৪ বছরের বৈভব এত ভারী ব্যাটে খেলেন, জানতেন না মহারাজ। সেই ব্যাট দেখে বিস্মিত সৌরভ বৈভবকে বলেন, 'তুমি এত ভারী ব্যাটে খ্যালো।' জবাবে মাথা নাড়েন বৈভব। এখানেই শেষ নয়, সৌরভ তাঁকে প্রয়োজনে ফোন করার পরামর্শও দিয়েছেন বলে খবর। রাতের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মহারাজ বলে গেলেন, 'বৈভব দুর্দান্ত প্রতিভা। আজ রান না পেলেও আগামীদিনে ও ফের রান করবে।'

ফিফার চিঠি এনে শেষ চেষ্টা কল্যাণদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মে : লম্বা শুনানির পর আদালত ইতিমধ্যেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কমিটিকে অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এবার কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন এআইএফএফের এই কমিটি চেষ্টা করছে নিজেদের পুরোনো ক্ষমতা ধরে রাখার। সেই লক্ষ্যে তারা এবার ফিফার দ্বারস্থ। যা খবর তাতে কল্যাণ ইতিমধ্যেই ফিফার কাছ থেকে আদালতে একটি চিঠি পেশ করার চেষ্টা করছেন। যেখানে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানাবে বা অনুরোধ করবে এই কমিটিকে পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করতে দেওয়ার। খুব দ্রুতই এই চিঠি পেশ করা হচ্ছে বলে খবর। সুপ্রিমকোর্টের দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর নেওয়া সিদ্ধান্তের কপি ইতিমধ্যেই ফিফায় পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে ফিফার কাছে নতুন সংবিধানও পাঠানো হয়েছে। যা ফিফাও মেনে নিতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে একই সঙ্গে এই কমিটিকে পুরো সময় কাজ করতে দেওয়ার অনুরোধ যাতে ফিফা করে, সেই ব্যাপারে চেষ্টা করছেন কল্যাণরা। একবার শুনানি শেষ হয়ে গেলে নতুন করে আর কোনও নথি পেশ করা যায় কিনা প্রশ্ন সেখানেই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন তারিখ মিলিয়ে প্রায় ১১ ঘণ্টার শুনানি শেষ হয়েছে। বাকি শুধু রায় দান। যা হওয়ার পরেই নতুন নির্বাচন পদ্ধতি শুরু হয়ে যাবে বলে আগেই আদালত জানিয়েছে।

তাই ফিফা চিঠি দিলেও এই কমিটি আদৌ আর নতুন করে পূর্ণ মেয়াদ কাজ করার সুযোগ পাবে না বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। সেক্ষেত্রে ফিফা নতুন করে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে শাস্তি দেবে কিনা প্রশ্ন সেখানেও। তার কারণ নিয়ম অনুযায়ী কোনও নিয়ামক সংস্থায় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ফিফা মেনে নেয় না। এক্ষেত্রে আদালতকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ধরা হতে পারে।

হারের দায় নিলেন নিজের কাঁধেই

আয়ুষকে চ্যাম্পিয়ন সম্বোধন ধোনির

বেঙ্গালুরু, ৪ মে : আইপিএল আবির্ভাবেই নজর কেড়েছিলেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৯৪ রানের ইনিংস খেলে আরও একবার শিরোনামে চেন্নাই সুপার কিংসের আয়ুষ মাত্রে। মহেন্দ্র সিং ধোনির থেকে 'চ্যাম্পিয়ন' শংসাপত্র পেয়ে গেলেন তিনি।

শনিবার সিএসকে-কে জয়ের প্রায় দোরগোড়ায় নিয়ে যান আয়ুষ এবং রবীন্দ্র জাদেজা। আয়ুষের ৪৮ বলে ৯৪ রানের ইনিংস দেখে মুগ্ধ ধোনি। তরুণ প্রতিভাকে 'চ্যাম্পিয়ন' বলে সম্বোধন করেন তিনি। এমন প্রশংসা শুনে আনন্দে আত্মহারা আয়ুষ নিজেও। বলেছেন, 'এর উত্তরে কী বলা উচিত তা আমার জানা নেই।' যদিও আয়ুষের এমন ইনিংসের পরও জিততে পারেনি সিএসকে। শেষদিকে চাপের মুখে নতিস্বীকার করেন ধোনি। এই পরিস্থিতিতে হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন চেন্নাই অধিনায়ক। বলেছেন, 'যখন ব্যাটিংয়ে নামলাম, তখনও বেশ কিছুটা রান দরকার ছিল। তুলনায় হাতে বলও কম। আমার উচিত ছিল আরও চালিয়ে খেলা। তাতে কিছুটা চাপ কমত। কাজেই এই পরাজয়ের দায় আমার ওপরই বর্তায়। সব দোষ আমারই।'

৯৪ রানের ইনিংস জয় এনে দিতে না পারলেও দিল ট্রফি।

ধোনির কড়া সমালোচনা করেছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। বলেছেন, 'ধোনি নিঃসন্দেহে একটা বড় নাম। ওর নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। আমার পরামর্শ, এবার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুক। মনে হয় বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে।' শেষবেলায় ধোনির অধিনায়কত্বের ধারও কমেছে বলে মনে করছেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার। বলেছেন, 'আমার মনে হয় শেষদিকে খলিল আহমেদকে দিয়ে বল করানোটা ঝুঁকিপূর্ণই ছিল। ওইসময় অংশুল কম্বোজকে দিয়ে বল করানো যেত বা জাদেজাকে দিয়ে আরও একটা ওভার বল করালেও তা মন্দ হত না।'

রিচার দাপটেও হার ভারতের

ভারত-২৭৫/৯ **শ্রীলঙ্কা-২৭৮/৭ (৪৯.১ ওভারে)**

কলম্বো, ৪ মে : বড় রানের ইনিংস গড়েও হার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। রবিবার ত্রিদেশীয় সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে ৩ উইকেটে পরাজিত হন হরমনপ্রীত কাউররা।

এদিন টসে জিতে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৭৫ রান সংগ্রহ করেন হরমনপ্রীতরা। ভারতের বড় ইনিংস গড়ার মূল কারিগর শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ। এদিন ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৪৮ বলে ৫৮ রান করেন তিনি। মূলত রিচার অর্ধশতরানে ভর করেই আড়াইশো পার করে ভারতীয় দল। রিচা ছাড়াও রান করেছেন জেমিমা রডরিগেজ (৩৭) ও ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল (৩৫)। নিজের শততম ওডিআই ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা (১৮)।

অর্ধশতরানের পথে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রিচা ঘোষ। কলম্বোয় রবিবার।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৫ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। দ্বীপরাষ্ট্রের দলটির জয়ের মূল কারিগর নীলাক্ষিকা সিলভা (৫৬) ও হর্ষিতা সমরাবিক্রম (৫৩)। এই ম্যাচে হারার পর ভারত ও শ্রীলঙ্কা উভয় দলই ৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। তবে রান রেটে এগিয়ে থাকার জন্য লিগটেবিল শীর্ষে হরমনপ্রীতরা। ভারত বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালেই ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে উঠে যাবে।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ঘরের মাঠে জয় পেল রিয়াল

মাদ্রিদ, ৪ মে : রবিবার লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ৩-২ গোলে হারিয়েছে সেল্টা ভিগোকে। রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। অপর গোলটি আর্দা গুলারের। সেল্টার গোলস্কোরার জাভি রড্রিগেজ ও উইলিয়াট স্বোয়াদবার্গ। ৩৪ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থেকে গেল রিয়াল। শীর্ষে থাকা বার্সার থেকে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা। যা পরিস্থিতি, হয়তো এল ক্লাসিকোতেই খেতাব নির্ধারণ হবে। শনিবার বার্সেলোনা ২-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল ভায়াডোলিডকে। প্রথমার্ধে ইভান স্যাঞ্চেজ গোল করে ভায়াডোলিডকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে বার্সার হয়ে রাফিনহা ও ফের্মিন লোপেজ গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। এই ম্যাচে চোট সারিয়ে বার্সার গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন ২২৩ দিন পরে মাঠে ফিরলেন।

চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন

মাদ্রিদ, ৪ মে : বুন্দেশলিগায় ৩৪তম খেতাব জিতল বায়ার্ন মিউনিখ। রবিবার দুই নম্বরে থাকা বেয়ার লেভারকুসেন ২-২ গোলে ফ্রেইবুর্গের সঙ্গে ড্র করতেই তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত হয়। একদিন আগেই বায়ার্ন চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। কিন্তু আরবি লিপজিগের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করে তারা সুযোগ হাতছাড়া করে।

চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে হারের স্বাদ চেলসির

লন্ডন, ৪ মে : টটেনহাম হটস্পারকে হারিয়ে এক ম্যাচ আগেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করেছিল লিভারপুল। রবিবার চেলসির বিরুদ্ধে সেই দলের ছয়জনকে বিশ্রাম দিতে গিয়েই সমস্যায় পড়ল আর্নে স্লটের দল। চেলসির কাছে ১-৩ গোলে হেরে গেল লিভারপুল। ৩ মিনিটে এনজো ফার্নান্ডেজের গোলে তারা পিছিয়ে পড়ে। এরপর ৫৬ মিনিটে জারেল কুয়ানশার আত্মঘাতী গোলে লিভারপুল ০-২ পিছিয়ে যায়। ৮৫ মিনিটে ভার্জিল ভ্যান ডায়েক একটি গোল ফেরালেও একেবারে শেষলগ্নে কোল পামার পেনাল্টি থেকে গোল করে স্লটের দলের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে দেন।

রবিবার ইপিএলের ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৪-৩ গোলে হেরেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের শুরুতে ম্যাসন মাউন্টের গোলে এগিয়ে যায় তারা। কিন্তু প্রথমার্ধে লিউক শ-এর আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে ব্রেন্টফোর্ড। দ্বিতীয়ার্ধে কেভিন শেডের জোড়া গোল ও ইয়ানো উইসার গোলে ৪-১ ফলে পিছিয়ে পড়ে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ৮২ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচো ও সংযোজিত সময়ে আমাদ ডিয়ালো গোল করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। এই ম্যাচে হেরে ৩৫ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে রুবেন অ্যামোরিম ব্রিগেড।

এদিকে এএফসি বোর্নমাউথ ম্যাচে হারার পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা নজর দিতে চাইছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে। বলেছেন, 'আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব। প্যারিস সাঁ জাঁ-কে হারিয়ে ফাইনালে ওঠাই দলের লক্ষ্য।'

'অতিমানব' শেফার্ডকে রাইনো আখ্যা জিতেশের

বেঙ্গালুরু, ৪ মে : 'মানুষের শরীরে রাইনোর মতো শক্তি।' চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রোমারিও শেফার্ডের ইনিংসকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন তাঁর সতীর্থ জিতেশ শর্মা। আইপিএলে দ্রুততম ১৩ বলে অর্ধশতরানের নজির রয়েছে যশস্বী জয়সওয়ালের। তালিকায় এতদিন দুই নম্বরে ছিলেন লোকেশ রাহুল ও প্যাট কামিন্স। শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে তাঁদের কৃতিত্বে ভাগ বসান রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর শেফার্ড।

শনিবার ইনিংসের শেষ দুই ওভারে বাইশ গজে ঝড় তুললেন তিনি। শেফার্ডের ১৪ বলে ৫৩ রানের ইনিংসই ম্যাচের রং বদলে দেয়। কীভাবে সম্ভব হল? ম্যাচের পর শেফার্ড বলেছেন, 'শুরু থেকেই বোলারদের শরীরী ভাষাটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। প্রথম দুইটি ছয় মারার পরই মনে হয়েছিল বোলারদের ওপর চাপটা বজায় রাখতে পারব। সেটাই কাজে এসেছে।' এমন অতিমানবীয় ইনিংসের পর শেফার্ডকে 'রাইনো' আখ্যা দিয়েছেন আরসিবি-র উইকেটকিপার-ব্যাটার জিতেশ। তা মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। বলেছেন, 'আক্রমণাত্মক ক্রিকেটটা আমার সহজাত। আমার মধ্যে সেই শক্তি রয়েছে। এই দলে আমিই রাইনো।'

বিরাট মন্ত্রেই শাপমুক্তি দয়ালের

জয়ের সঙ্গে প্লে-অফের টিকিটও প্রায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পকেটে। যশ দয়ালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের। বেঙ্গালুরুতে।

অন্যদিকে পাঁচ ছক্কা হজমের কলঙ্ক মুছে শনিবার আরসিবি-র জয়ের নায়ক হয়েছেন যশ দয়াল। ২০২৩ সালে রিঙ্কু সিংয়ের কাছে এক ওভারে পাঁচটি ছক্কা খাওয়ার পর যশের আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছিল। তবে গতবার আরসিবি-র হয়ে বেশ ভালো পারফর্ম করেছিলেন। এবার তিনিই জয়ের নায়ক। যশের বাবা চন্দরপল দয়াল জানালেন, বিরাট কোহলির পরামর্শেই সাফল্য পেল ছেলে। বলেছেন, 'বিরাট খুব সাহায্য করেছে যশকে। আরসিবি-তে যোগ দেওয়ার পর আলাদা করে ডেকে পরামর্শ দিত। বলতো, ভুল হতেই পারে। তবে পরিশ্রম করে যেতে হবে। আমি পাশে আছি।'

প্রভসিমরানের তেজে দুই নম্বরে শ্রেয়সরা

পাঞ্জাব কিংস-২৩৬/৫
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৯৯/৭

ধরমশালা, ৪ মে : শুভমান গিল, অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মার পর কি প্রভসিমরান সিং? পাঞ্জাব থেকে আরও এক উঠতি তারকা কি টিম ইন্ডিয়ায় জায়গা করে নেবেন? প্রশ্নগুলি চলতি আইপিএলের শুরু থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে। যা রবিবার আরও উস্কে দিলেন প্রভসিমরান (৪৮ বলে ৯১)। লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ইনিংসে রেকর্ড গড়ার সঙ্গে পাঞ্জাব কিংসকে দুইশো পার করিয়ে দেন তিনি।

টানা তৃতীয় অর্ধশতরানের পর প্রভসিমরান সিং। ধরমশালায় রবিবার।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর পাঞ্জাবের শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। প্রথম ওভারে আকাশ সিংয়ের (৩০/২) বলে ফিরে যান প্রিয়াংশ আর্য (১)। চলতি আইপিএলে প্রথমবার নেমে ভালো বোলিং করলেন আকাশ। তবে প্রভসিমরানের তাণ্ডবে শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেয়নি পাঞ্জাব। প্রভসিমরান পাশে পেয়ে যান জোশ ইনগ্লিসকে (১৪ বলে ৩০)। তাঁদের ৪৮ রানের পার্টনারশিপ পাঞ্জাবের বড় রানের মঞ্চ গড় দেয়। এদিন মায়াঙ্ক যাদবের (৬০/০) উপর প্রভসিমরান-ইনগ্লিসরা সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিলেন। নিজের প্রথম ওভারে ইনগ্লিসের হাতে তিনটি ছয় খান মায়াঙ্ক। তাঁর দ্বিতীয় ওভারে জোড়া ছক্কা সহ ১৬ রান নেন প্রভসিমরান। ইনগ্লিস ফেরার পর প্রভসিমরানকে সঙ্গ দেন শ্রেয়স আইয়ার (২৫ বলে ৪৫)। শ্রেয়সকে পাশে পেয়ে আগ্রাসনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন প্রভসিমরান। ৩০ বলে অর্ধশতরান করে পাঞ্জাব কিংসের তৃতীয় ওপেনার হিসেবে টানা তিনটি ম্যাচে পঞ্চাশ প্লাস স্কোরে ক্রিস গেইল ও লোকেশ রাহুলের পাশে বসে পড়লেন তিনি। শেষদিকে শশাঙ্ক সিংয়ের (১৫ বলে অপরাজিত ৩৩) ক্যামিও পাঞ্জাবকে ২৩৬/৫ স্কোরে পৌঁছে দেয়।

একে পাহাড়প্রমাণ রানতাড়ার চাপ তার ওপর শুরুতেই অর্শদীপের (১৬/৩) দাপটে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের রাস্তা থেকে সরে যায় লখনউ। আইডেন মার্করাম (১৩), মিচেল মার্শ (০) ও নিকোলাস পুরানের (৬) দ্রুত বিদায়ের ধাক্কা সামলাতে পারেননি ঋষভ পন্থও (১৮)। আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের (৩৩/২) বল লং অনের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে যায় ঋষভের। সঙ্গে উইকেটও উপহার দিয়ে আসেন বিপক্ষকে। এরপর আয়ুষ বাদোনি (৪০ বলে ৭৪) ও আব্দুল সামাদ (২৪ বলে ৪৫) প্রতিরোধ গড়লেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কাজে আসেনি। লখনউ শেষ করে ১৯৯/৭ স্কোরে। ৩৭ রানে জয়ের সঙ্গে পয়েন্ট টেবিলে লম্বা লাফ দিয়ে পাঞ্জাব পৌঁছে গিয়েছে দুই নম্বরে। ১১ ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট।

চমক হিসেবে থাকতে পারেন করুণ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মে : শেষের পথে এগিয়ে চলেছে অষ্টাদশ আইপিএল। সঙ্গে জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে ভালোরকম তোড়জোড় চলছে।

চলতি মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের দল ঘোষণা হতে পারে। আর সেই দলে চমক হিসেবে থাকতে পারেন করুণ নায়ার। বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে আজ এই তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পুরস্কার পেতে চলেছেন করুণ। চলতি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের হয়েও ছন্দে রয়েছেন তিনি। যদিও আইপিএলে দিল্লির হয়ে পারফরমেন্সের তুলনায় অজিত আগরকারদের অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে রনজি ট্রফির আসরে করুণের মোট ৮৬৩ রান।

করুণ যদি টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের চমক হওয়ার পথে ফেভারিট হন, তাহলে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরে দ্বিতীয় চমক হিসেবে সামনে আসছে রোহিত শর্মার নাম। আইপিএলের শেষে তিনি ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলার জন্য আগেই ইংল্যান্ড পৌঁছে যাবেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই প্রতিবেদন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আজ জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না হলে ভারতের পাঁচ

টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড

টেস্টের ইংল্যান্ড সফরে রোহিতই দলকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া সফরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর রোহিত বিলেত সফরে যেতে চাইছিলেন না শুরুতে। সম্প্রতি ছবিটা বদলেছে। বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সম্প্রতি মুম্বইতে রোহিতের গোপন বৈঠক হয়েছে। সেখানেই রোহিতকে অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ড সফরে থাকার ব্যাপারে রাজি করানো হয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার বোলিং আক্রমণ নিয়ে খুব একটা ধোঁয়াশা নেই। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজদের পাশে বাংলার আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণার সঙ্গে হর্ষিত রানারও ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা প্রায় নিশ্চিত। স্ট্যান্ডবাই রাখা হলে সেই তালিকায় বোলার হিসেবে বাংলার মুকেশ কুমারের থাকার সম্ভাবনা প্রবল। দলের উইকেটকিপার হিসেবে ঋষভ পন্থ থাকবেন নিশ্চিতভাবেই। দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে ধ্রুব জুরেলের নাম উঠছে। পাশাপাশি কেএল রাহুলের কথাও মাথায় রাখছেন জাতীয় নির্বাচকরা। যাবতীয় সমস্যা দলের ব্যাটিংলাইন নিয়ে। রোহিতের সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়াল ওপেন করবেন। অতিরিক্ত ওপেনার হিসেবে থাকবেন সাই সুদর্শন।

তিন নম্বরে শুভমান গিল। চারে বিরাট কোহলি। এই পর্যন্ত নিশ্চিত। সমস্যার শুরু পাঁচ নম্বর থেকে।

করুণের সঙ্গে এই পাঁচ নম্বর জায়গা নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে রাহুল, শ্রেয়স আইয়ারদের। নাম না লেখার শর্তে আজ বিকেলে মুম্বই থেকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'প্রয়োজনে তিনজনকেই নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত হয়নি।' দলের একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজা ইংল্যান্ডে যাবেনই। ছয় বা সাত নম্বরে ব্যাটার হিসেবে জাড্ডুর উপর ভরসা রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। বাংলার আরও এক প্রতিনিধি অভিমন্যু ঈশ্বরণও থাকতে পারেন বিলেত সফরের ভারতীয় দলে। তবে ভারতীয় 'এ' দলের প্রতিনিধি হিসেবে যাবেন ইংল্যান্ডে।

ব্যাটিংলাইনের ট্রাফিক জ্যাম কীভাবে সামলান জাতীয় নির্বাচকরা, সেটাই দেখার। তবে চমক হিসেবে ২০১৭ সালে শেষ টেস্ট খেলা করুণের বিলেতে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

কিশোরে আমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য রবিবার ১৪০ জন দলবদল করেছে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আমির লামাকে উল্কা ক্লাব থেকে সই করিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ। কলকাতার ভিক্টোরিয়া ক্লাবের বাবুলাল মুর্মুকে নিয়েছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব। গেলসেন লামাকে সই করায় রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে পরিষদের দপ্তরে সোমবার দলবদলের শেষদিন।

অরুণ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মে : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অরুণ ভদ্র গত রবিবার প্রয়াত হয়েছেন। ৭১ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। একটা সময় শিলিগুড়ি ময়দানে তিনি ফুটবল রেফারিংও করেছেন। এদিন দাদাভাইয়ে আয়োজিত তাঁর স্মরণসভায় ক্লাবের সদস্যরা ছাড়াও অরুণের ছেলে ও পরিবারের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঋদ্ধিকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মে : দুন হেরিটেজ স্কুলের সঙ্গে জোট বেঁধে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি শুরু করল তরুণ তীর্থ। নতুন অ্যাকাডেমির মেন্টর করা হয়েছে ঋদ্ধিমান সাহাকে। শুধু তাই নয়, চমক থাকছে আরও। দুনের ডিরেক্টর শিবম ভট্টাচার্য বলেছেন, '৮ জন প্রাক্তন রনজি ক্রিকেটারকে নিয়ে একটা কোচিং প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসে সপ্তাহে ৩-৪ দিন কোচিং দিয়ে যাবেন তরুণ তীর্থের মাঠে। মাসে একবার এসে ঋদ্ধিমান শিক্ষার্থীদের উন্নতি দেখে যাবেন।' ঋদ্ধিমান ছাড়াও বাংলার সিনিয়ার দলের নির্বাচক দেবব্রত দাস, বিধায়ক শংকর ঘোষ, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী প্রমুখর উপস্থিতিতে ৮-১২ বছর বয়সি ৩০ জন ছেলেকে নিয়ে রবিবার অ্যাকাডেমি শুরু হল। উঠতি ক্রিকেটারদের উদ্দেশে ঋদ্ধির পরামর্শ, 'বড় কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে অ্যাকাডেমিতে এসো। অন্তত রাজ্য দলে খেলার স্বপ্ন দেখো। স্বপ্নপূরণে পরিশ্রমে ফাঁক রেখো না।' প্রথমবার নিজেদের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি শুরু করতে পেরে খুশি তরুণ তীর্থের সচিব দেবাশিস মৈত্র। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে এদিন ঋদ্ধিমানকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাঁর হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেন পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার, সহকারী ক্রিকেট সচিব উত্তম চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ মৈনাক তালুকদার প্রমুখ। দেবব্রতকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সানি রায়ের হাতে গুজরাট টাইটান্সের টি-শার্ট তুলে দিলেন ঋদ্ধিমান সাহা।

দুনের সঙ্গে অ্যাকাডেমি শুরু তরুণের

রবিবার সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত চম্পাসারির দুন হেরিটেজ স্কুল প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ঋদ্ধি। ইতিমধ্যে এই স্কুল থেকে চারজন কলকাতায় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে। তাদের একজন সানি রায়কে গুজরাট টাইটান্সে নিজের টি-শার্ট উপহার দেন ঋদ্ধি।

উত্তরের খেলা

সেরা ভোজনারায়ণ বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মে : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রম কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় এবং মাদাতি (মডেল) লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তঃ চা বাগান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভোজনারায়ণ চা বাগান। ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে হারিয়েছে জয়ন্তিকা চা বাগানকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১।

নৃপেন্দ্র-মলিনা ট্রফি ব্রিজ শুরু

বাগডোগরা, ৪ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তৃতীয় বর্ষ নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রবিবার আয়োজন করা হয়। সেখানে ব্রিজ খেলোয়াড় কমল অধিকারী, সুবোধ অধিকারী, তাপস কর ও বিমল পালকে ক্লাবের তরফ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে জয় পেয়েছেন সায়ন ঘোষ-সঞ্জয় দাস, বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দার, সমীর হালদার-প্রবীর জোয়ারদার, তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত ও দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী।

	125 NEON	NS125 BASE	NS160 BASE	220F	N250
সাশ্রয়	-	-	₹9 075/-	₹6 515/-	₹8 986/-
বিশেষ মূল্য (সংরক্ষণ করার পরে)	₹85 178/-	₹99 994/-	₹1 30 739/-	₹1 40 275/-	₹1 46 893/-

*এক্স-শোরুম দাম

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 Alipurduar SILIGURI BAJAJ 9832407999• Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Mangalbari PLANET BAJAJ :9679997998• Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 •Raiganj BAJAJ WHEELS 8391890763 •Kaliyaganj BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •Sahapur BAJAJ WHEELS 9593825338 •Baidara BAJAJ WHEELS 9733715747.